BanglaBook.org

রিটা হেওয়ার্থ অ্যান্ড শশাঙ্ক রিডেম্পশন

স্টিফেন কিং

অনুবাদ : শাফকাত রাহিম

www.BanglaBook.org

স্টিফেন কিং-এর

রিটা হেইওয়ার্থ অ্যান্ড
শশাঙ্ক রিডেম্পশন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনুবাদ : শাফকাত রাহিম

www.BanglaBook.org

আমার মতো ব্যক্তি আমেরিকার প্রতিটি রাজ্য এবং জাতীয় জেলখানায় আছে, আমার মনে হয় আমি সেই ব্যক্তি যে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসটি সংগ্রহ করে দিতে পারে। হাতে বানানো সিগারেট, এক থলে রেফার (মারিজুয়ানা পাতার সিগারেট) যদি আপনার ওটার প্রতি দুর্বলতা থাকে, আপনার ছেলে বা মেয়ের হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েশন উৎযাপনের জন্য এক বোতল ব্র্যান্ডি কিংবা প্রায় অন্য যেকোন কিছু...অবশ্যই যৌক্তিক। কিন্তু সব সময় ও রকম হয় নি।

যখন শশাঙ্কে আসি আমার বয়েস ছিলো মাত্র বিশ। আমি অল্প কয়েকজনের একজন আমাদের ছোট সুখী পরিবারের যে তার কৃতকর্মে দায় স্বীকার করে। আমি খুন করেছিলাম। বড় অংকের বীমা করিয়েছিলাম আমার স্ত্রীর নামে। আমার থেকে তিন বছরের বড় ছিলো সে। তারপর ব্রেক নষ্ট করে রেখেছিলাম শেভরোলে ক্যুয়ের, ওটা তার বাবা আমাদের বিয়ের উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। কাজটা পুরোপুরি আমার পরিকল্পনা মতো হয়েছিলো, ব্যতিক্রম বলতে আমার পরিকল্পনায় এটা ছিলো না যে সে শহরে যাওয়ার পথে থেমে প্রতিবেশী মহিলা আর তার শিশু সন্তানকে ক্যাসল হিল থেকে তুলে নেবে। ব্রেক ফেঁসে যায় এবং কার গতি সঞ্চার করে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছিলো, ওটা পঞ্চাশ কিংবা আরো দ্রুতবেগে যাচ্ছিলো যখন সিভিল ওয়ার মূর্তির ভিত্তিমূলে আঘাত করে অগ্নিশিখায় বিস্ফোরিত হয়।

ভাবি নি ধরা পরে যাবো কিন্তু ধরা পরি, ফলে এই এলাকায় ঢোকার পাস পেয়ে যাই। মেইনে মৃত্যুদন্ডের বিধান ছিলো না, কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির মনে হয়েছিলো তিনটি মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী আর তাই তিনি একটির পর একটি চলবে এমন তিনটি যাবজ্জীবন দন্ডের সাজা দেন আমাকে। এই সাজা আমার প্যারোল পাওয়ার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় সুদীর্ঘ সময়ের জন্য। জজ সাহেব বলেছিলেন আমি 'একটা ভয়ঙ্কর ঘৃণ্য অপরাধ' করেছি, আর ঘটনাটাও তাই ছিলো, কিন্তু এখন ওটা অতীতের ব্যাপার। আপনি এ খবরটা দেখে নিতে পারবেন ক্যাসল রক ডাকের হলদেটে হয়ে আসা ফাইলে, সেখানে বড় বড় শিরোনাম ঘোষণা করছে আমার দণ্ডাদেশের কথা, দেখতে কিছুটা হাস্যকর আর পুরনো। খবরটা গুরুত্ব পেয়েছিলো হিটলার, মুসোলিনি এবং এফডিআর অ্যালফাবেট সোপ এজেন্সির খবরেরও আগে।

www.BanglaBook.org

আমি কি নিজেকে পুনর্বাসিত করেছি? আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন। তবে আমি জানি না এই শব্দটা কি অর্থ বহন করে, অন্তত জেলখানায় এবং যখন শুদ্ধিকরণ চলে তখন। আমার মনে হয় এটা একটা রাজনৈতিক শব্দ। এটার সম্ভবত অন্য অর্থ থাকতে পারে আর হয়তো তা খুঁজে বের করার সুযোগ পাবো, তবে ওটা ভবিষ্যতের ব্যাপার...কয়েদিরা নিজেদের একটা কিছু শিক্ষা দেয় বেশি ভাবনা-চিন্তা না করার জন্য। শহরের গরীব এলাকা থেকে আসা সুদর্শন তরুণ ছিলাম আমি। সুন্দরী একগুঁয়ে মুখভারি এক মেয়েকে কাবু করেছিলাম। সে থাকতো কারবাইন স্ট্রিটের সুন্দর বাড়িগুলোর একটিতে। তার বাবা বিয়েতে সম্মত ছিলো যদি আমি তার চশমার কোম্পানিতে একটা কাজ নেই, এবং নিজে নিজের উন্নতি করি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম আসলে তার মানে কি ছিলো, আমাকে তার বাড়িতে নিজের অধীনে রাখা একটা অবাধ্য পোষা প্রাণীর মতো যেটা খুব একটা প্রশিক্ষিত নয়, হয়তো কামড়ও দিতে পারে। অবশেষে যথেষ্ট পরিমাণ ঘৃণা জমা হয়ে আমি যা করেছি তার পরিণাম এখন ভোগ করতে হচ্ছে। দ্বিতীয় সুযোগ দেয়া হলে কখনই এ কাজ করবো না, কিন্তু আমি নিশ্চিত নই যে এর মানে পুনর্বাসিত হয়েছি।

যাইহোক, যার সম্পর্কে আপনাদের বলতে চাইছি সেই লোকটা আমি নই। আপনাদেরকে বলতে চাইছি এন্ডি ডিফ্রেন নামের এক ব্যক্তি সম্পর্কে। কিন্তু এন্ডি সম্পর্কে বলতে যাওয়ার আগে আমার নিজের সম্পর্কে কিছু ব্যাপার আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। খুব বেশি সময় নিবো না।

যে রকম বলেছিলাম, এখানে শশাঙ্কে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমি সেই ব্যক্তি যে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসটি সংগ্রহ করে দিতে পারে। তার মানে শুধু অবৈধ জিনিস যেমন এক্সট্রা সিগারেট অথবা মদ নয়, যদিও ওই জিনিসগুলোই সব সময় লিস্টের উপরের দিকে ছিলো। কিন্তু এখানে যারা সাজা ভোগ করছে তাদের আমি হাজারো রকমের অন্যান্য জিনিস এনে দিয়েছি। তাদের মাঝে কিছু ছিলো সম্পূর্ণ বৈধ যদিও নিয়ে আসা কঠিন ছিলো এমন একটি জায়গায় যেখানে আপনাকে শাস্তি পেতে হতে পারে। এক লোক ছিলো যে একটা ছোট মেয়েকে ধর্ষন এবং আরো অনেকের সামনে নিজেকে প্রদর্শনের দায়ে ভিতরে এসেছিলো। আমি তাকে তিন টুকরা পিংক ভারমোন্ট মার্বেল পাথর সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম আর সে কেটে বের করেছিলো তিনটি সুন্দর মূর্তি-একটা শিশু, বার বছরের এক বালক এবং শ্মশ্রুমন্ডিত এক তরুণ। সে তাদের তিন বয়সের যিশু নামে ডাকতো। এই ভাস্কর্যগুলো এখন এমন এক ব্যক্তির বৈঠক খানায় শোভা পাচ্ছে যে আগে এই রাজ্যের গভর্ণর হতো। আর একটা নাম আছে আপনি হয়তো মনে করতে পারবেন যদি উত্তর ম্যাসাচুসেটসে বেড়ে উঠে থাকেন-রবার্ট এ্যালান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোট। ১৯৫১ সালে সে মিক্যানিক ফলসের ফার্স্ট মার্কেন্টাইল ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা করে। তাকে ধরার প্রচেষ্টা রক্ত গঙ্গায় রূপনেয়–শেষ পর্যন্ত ছয়জন মারা যায়, তাদের মধ্যে দুইজন ডাকাত দলের লোক, তিনজন হসটিজ, একজন রাজ্য পুলিসের তরুণ সদস্য যে অসময়ে মাথা তুলে চোখে গুলি বিদ্ধ হয়।

কোটের একটা পয়সার সংগ্রহ ছিলো। কারা কর্তৃপক্ষ সাধারণ ভাবেই তাকে এখানে রাখতে দিবে না ওটা। কিন্তু তার মা এবং লন্ড্রি ট্রাক চালাতো এমন একজন মধ্যস্থ ব্যক্তির সামান্য সাহায্য নিয়ে তাকে ওটা এনে দিতে সমর্থ হয়েছিলাম আমি। তাকে বলেছিলাম, ববি নিশ্চিত তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। চোরে ভরা পাথরের হোটেলে তুমি পয়সার সংগ্রহ রাখতে চাচ্ছো' সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলো আমি জানি এগুলো কোথায় রাখতে হবে। নিরাপদেই থাকবে এগুলো। চিন্তা করো না। সে ঠিক বলেছিলো। ববি কোট ১৯৬৭ সালে ব্রেন টিউমারে মারা যায়। কিন্তু সেই পয়সার সংগ্রহ পাওয়া যায়নি কখনো।

এমন কি আমি *ডিপ থ্রোট* আর *দ্য ডেভিল ইন মিস জোন্স* ছবির মধ্যরাতের শোয়ের আয়োজন করে দিয়েছিলাম জনা বিশেকের একটি দলকে। তারা তাদের পয়সা–কড়ি একত্র করে টাকা দিয়েছিলো ফিল্ম ভাড়া করতে। যদিও শেষ পর্যন্ত এই সামান্য বেআইনী কাজটার জন্য এক সপ্তাহ একাকী থাকার শাস্তি হয়েছিলো আমার। এতোটুকু ঝুঁকি আপনাকে নিতেই হবে যখন প্রয়োজনীয় জিনিসটি সংগ্রহ করে দেওয়ার ব্যক্তি হবেন।

আমি এসব জিনিস বিনামূল্যে সংগ্রহ করে দেইনি এবং কিছু জিনিসের জন্য দাম বেশি পরতো। কিন্তু আমি এগুলো শুধুমাত্র টাকার জন্য করিনি। আমার জন্য টাকা এমন আর কী? আমি কখনো কেডিলাকের মালিক হবো না কিংবা ফ্রেয়ারিতে দুই সপ্তাহের জন্য উড়ে যাবো না জ্যামাইকায়। আমি এ কাজটা সেই একই কারণে করেছি যে কারণে একজন ভালো কসাই আপনার কাছে তরতাজা মাংস বিক্রি করবে। আমার একটি সুনাম আছে এবং সেটা ধরে রাখতে চাই। শুধু দুইটা জিনিস নিয়ে কাজ করতে অস্বীকার করেছি, ওগুলো হলো বন্দুক আর মারাত্মক মাদক। আমি কাউকে সাহায্য করবো না নিজেকে মারতে কিংবা অন্য কাউকে।

হ্যাঁ, আমি একজন সাধারণ নেইম্যান মারকাস (আমেরিকান ডিপার্টমেন্টাল স্টোর)। তাই ১৯৪৯ সালে যখন এন্ডি ডিফ্রেন আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিলো রিতা হেইওয়ার্থকে জেলে তার জন্য পাচার করে এনে দিতে পারবো কিনা। আমি বলেছিলাম কোন সমস্যাই হবে না। এবং তা হয়েছিলোও না।

যখন ১৯৪৮ সালে এন্ডি শশাঙ্কে এসেছিলো তার বয়স ছিলো ত্রিশ। ছোট

www.BanglaBook.org

খাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ। তার মাথার চুল ছিলো হলদেটে বাদামী। সোনালী ফ্রেমের চশমা পরতো সে। সব সময় কাটা আর পরিষ্কার থাকতো তার আঙ্গুলের নখ। আমার মনে হয় একজন মানুষ সম্পর্কে মনে করার জন্য এসব হাস্যকর বিষয়। কিন্তু বোধহয় এগুলোই একত্রে এন্ডিকে আমার কাছে তুলে ধরে। তাকে দেখে এমন লাগতো যে সব সময় টাই পরে থাকা উচিত তার। বাইরে দুনিয়ায় সে একটি বড় পোর্টল্যান্ড ব্যাংকের ট্রাস্ট ডিপার্টমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলো। তার মতো তরুণের জন্য বিরাট অর্জন, বিশেষ করে যখন আপনি বিবেচনা করবেন বেশি ভাগ ব্যাংকই কেমন রক্ষণশীল...আর আপনাকে সেই রক্ষণশীলতাকে দশ দিয়ে গুণ করতে হবে যখন নিউ ইংল্যান্ডের দিকে যাবেন। যেখানে মানুষ একজনকে তাদের টাকা দিয়ে বিশ্বাস করে না যদি না তার মাথায় টাক থাকে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে এবং অনবরত প্যান্ট টানাটানি করে সোজা রাখার জন্য।

জেলখানার প্রত্যেকটি মানুষই নিরপরাধ। তারা শিকার হয়েছে বিচারকের পাষাণ হৃদয়ের কিংবা নির্বুদ্ধিতার অথবা অনুপযুক্ত আইনজীবীর অথবা পুলিশ কেস সাজিয়েছে অথবা দুর্ভাগ্যের। তারা স্ক্রিপ্ট পরে শুনায় কিন্তু আপনি তাদের মুখে অন্য ছবি দেখবেন। বেশি ভাগ কয়েদিই...নিজের কিংবা অন্য কারো জন্যও ভালো না এবং তাদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যে তাদের মা তাদের পেটে ধরেছে।

শশাঙ্কে এতো বছরের জীবনে আমি দশ জনেরও কম লোককে বিশ্বাস করেছিলাম যখন তারা আমাকে বলেছিলো তারা নিরপরাধ। এন্ডি ডিফ্রেন তাদের একজন ছিলো যদিও আমি কয়েক বছরের ব্যাপ্তিকালে বিশ্বাস করেছিলাম তার নিরপরাধীতার কথা। আমি যদি সেই জুরিতে থাকতাম যেটা তার মামলার শুনানি ছয় সপ্তাহেরও বেশি সময় শুনেছিলো ১৯৪৭-৪৮ সালে, আমিও তাকে দন্ডিত করতে ভোট দিতাম।

একটি ফাটাফাটি মামলা ছিলো ওটা। সব রকম উপাদান ঠিক মতো নিয়ে রসালো মামলাগুলোর একটি ছিলো। এতে যুক্তছিলো সমাজে পরিচিত এমন একজন মেয়ে, এখন মৃত। একজন স্থানীয় স্পোর্ট ফিগার, সেও এখন মৃত এবং একজন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ ব্যবসায়ী। তার উপর এর সাথে যোগ হয়েছিলো যতো রকম স্ক্যান্ডাল নিউজ পেপার ইঙ্গিত দিতে পারে। প্রসিকিউসনের জন্য সহজ একটি মামলা ছিলো। তারপরেও বিচার কার্য ততোদিন টিকে ছিলো যতোদিন টেনে নেওয়া যায়। কারণ ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি পরিকল্পনা করেছিলেন ইউএস হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভসে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার এবং সে চেয়েছিলো যেন সাধারণ জনগণ তার মুখচ্ছবির একটা দীর্ঘ ভালো দর্শন পায়। চমৎকার একটি আইনী সার্কাসও বলা যায় একে। শূন্যের নিচে বরফ জমা তাপমাত্রা

www.BanglaBook.org

স্বত্ত্বেও মানুষ ভিতরে ঢুকতে ভোর চারটে থেকে লাইনে দাঁড়িয়েছে, তাদের জন্য একটি বসার জায়গা নিশ্চিত করতে।

প্রসিকিউসনের যে তথ্য গুলিতে এন্ডি কখনোই প্রতিবাদ করে নি সেগুলো হল: তার স্ত্রী ছিলো লিন্ডা কলিন্স ডিফ্রেন। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে ফেলমাউথ হিলস কান্ট্রি ক্লাবে গলফ খেলা শেখার ইচ্ছে ব্যক্ত করে সে। প্রশিক্ষণ নেয় চার মাস। তার প্রশিক্ষক ছিলো ফেলমাউথ হিলসের গলফ প্রফেশনাল গ্লেন কুয়েনটিন। ১৯৪৭ এর আগস্টের শেষের দিকে এন্ডি জানতে পারে কুয়েনটিন আর তার স্ত্রী প্রেম করছে। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ এর বিকেলে এন্ডি আর লিন্ডা প্রচণ্ড ঝগড়া করে। তাদের ঝগড়ার বিষয় ছিলো লিন্ডার অবিশ্বস্ততা।

সে এন্ডিকে বলেছিলো রেনো (পশ্চিম নাভাডার একটি শহর কেসিনো গেম্বলিং এবং সহজে বিবাহ বিচ্ছেদ নেওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ) ডিভোর্স নেওয়ার পরিকল্পনা করছে সে। এন্ডি তাকে বলেছিলো রেনোতে দেখার আগে তাকে জাহান্নামে দেখতে চায়। কুয়েনটিনের সাথে রাত কাটানোর জন্য সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় কুয়েনটিনের ভাড়া করা বাংলোতে, যেটা গলফ কোর্স থেকে তেমন দূরে নয়। পরের দিন সকালে গৃহপরিচারিকা দু'জনকে মৃত পায় বিছানায়। প্রত্যেককেই চার বার করে গুলি করা হয়েছিলো।

এটা ছিলো শেষ ব্যাপার যা এন্ডির বিরুদ্ধে সন্দেহকে জোরালো করে অন্য যে কারো চেয়ে। ডিস্ট্রিক অ্যাটর্নি তার রাজনৈতিক অভিপ্রায় থেকে এ তথ্যটিতে বিশেষ জোরদেন তার সূচনা বিবৃতিতে এবং উপসংহারে। এন্ডি ডিফ্রেন, সে বলেছিলো, রাগে উন্মত্ত হয়ে তার প্রতারক স্ত্রী বিরুদ্ধে প্রতিশোধ খোঁজেনি। ডিস্ট্রিক অ্যাটর্নি বলেছিলো বুঝা যাবে যদি মাপ করে দেওয়া না হয়। তার প্রতিশোধ ছিলো অনেক ঠান্ডা মাথায় নেওয়া। বিবেচনা করুন! ডিএ জুরিদের দিকে হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন চার আর চার ছয়টি গুলি নয় আটটি। সে গুলি করে বন্দুক শূন্য করেছে...এবং থেমে রিলোড করেছে যেন সে দু'জনকে আবার গুলি করতে পারে। *ফোর ফর হিম ফোর ফর হার* লিখে দ্য পোর্টল্যান্ড স্যাম্পারব হয়েছিলো। *বোস্টন রেজিস্টার* তার নাম দিয়েছিলো *দি ইভেন–স্টিভেন কিলার*।

লুইস্টনের ওয়াইজ পোনসপের কেরানী সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে একটি সিক্স সর্ট পয়েন্ট ৩৮ পুলিশ স্পেশাল সে এন্ডি ডিফ্রেনের কাছে বিক্রি করেছিলো জোড়া খুনের দু'দিন আগে। কান্ট্রি ক্লাব বারের একজন বার টেন্ডার সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে ১০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাতটার দিকে বারে এসেছিলো এন্ডি। বিশ মিনিটের মাঝে তিন পেগ নির্জলা হুইস্কি গলায় ঢালান করে দিয়ে বারের টুল থেকে উঠার সময় সে বার টেন্ডারকে বলেছিলো যে গ্লেন কুয়েনটিনের বাড়ি যাচ্ছে এবং বাকিটা পত্রিকায় পড়ে নিতে পারবে সে। অন্য এক কেরানী হেনডি পিক

www.BanglaBook.org

স্টোরের, কুয়েনটিনের বাড়ি থেকে এক মাইলের মতো দূরত্বে অবস্থিত, কোর্টে বলেছিলো যে ডিফ্রেন পৌনে নয়টার দিকে এসেছিলো সেই রাতে। কিছু সিগারেট, তিন কুয়োর্টস বিয়ার আর কিছু ডিশ টাওয়েল কিনেছিলো সে। কান্ট্রি মেডিকেল এক্সামিনার সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে কুয়েনটিন আর এন্ডির স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে রাত এগারটা থেকে দু'টার মাঝে ১০-১১ সেপ্টেম্বর রাতে। অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের গোয়েন্দা যে কেসের দায়িত্বে ছিলো সে সাক্ষ্য দিয়েছিলো বাংলো থেকে সত্তর গজেরও কম দূরত্বে একটি টার্ন আউট আছে। ১১ সেপ্টেম্বর বিকেলে সেখান থেকে তিনটি আলামত সরানো হয়েছে প্রথমটি হচ্ছে দুইটি খালি নারাগেনসেট বিয়ারের কুয়োর্ট বোতল। সেগুলোতে ডিফ্রেনের হাতের ছাপ আছে। দ্বিতীয়টি ছিলো বারটি সিগারেটের শেষাংশ। সবগুলোই কুল, এন্ডির ব্র্যান্ড। তৃতীয়টি হলো টায়ার ট্র্যাক। যার সাথে বিবাদীর ১৯৪৭ প্লেমাউথ মডেলের কারের ট্রেড-আর-ওয়ার পেটার্ন হুবুহু মিলে যায়।

কুয়েনটিনের বাংলোর শোবার ঘরের সোফার উপরে চারটি ডিশ টাওয়েল পরে থাকতে পাওয়া গিয়েছিলো। গোয়েন্দা ব্যাখ্যা করেছিলো এন্ডির আইনজীবীর কাতর প্রতিবাদ উপেক্ষা করে, মারণাস্ত্রের চারপাশে তোয়ালে পেঁচিয়ে গুলির শব্দ চাপা দিয়েছে খুনি।

এন্ডি নিজেই তার আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছিলো এবং শান্ত ভাবে তার কাহিনী বলেছিলো। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহের দিকে সে তার স্ত্রী আর গ্লেন কুয়েনটিনকে নিয়ে যন্ত্রণাদায়ক গুজব শুনতে শুরু করে। আগস্টে একটু খতিয়ে দেখার মতো যথেষ্ট পরিমাণ চিন্তিত হয়ে পরে সে। একদিন সন্ধ্যায় যখন লিন্ডা তার টেনিস লেসন শেষে শপিং করতে পোর্টল্যান্ডে যাওয়ার জন্য বের হয়েছিলো। এন্ডি তাকে এবং কুয়েনটিনকে অনুসরণ করে কুয়েনটিনের একতলা বাড়ির কাছে চলে আসে। ওটাকে পত্রিকাওয়ালারা ভালোবাসার বাসা নাম দিয়েছিলো। সে গাড়ি পার্ক করে অপেক্ষা করেছিলো যতোক্ষণ না কুয়েনটিন গাড়ি করে লিন্ডাকে কান্ট্রি ক্লাবে ফিরিয়ে এনেছিলো যেখানে লিন্ডার কার পার্ক করা ছিলো, প্রায় তিন ঘন্টা পরে।

'আপনি কি আদালতকে বলতে চাচ্ছেন আপনার স্ত্রী কুয়েনটিনের গাড়ির পেছনে আপনার ব্যান্ড নিউ প্লেমাউথ সিডানটিকে চিনতে পারেনি?' ডিস্ট্রিক অ্যাটর্নি পাল্টা প্রশ্ন করেছিলো।

'আমি সেদিন সন্ধ্যায় আমার গাড়িটি এক বন্ধুর গাড়ির সাথে বদল করেছিলাম।' এন্ডি বলেছিলো। আর এই তথ্য দেখিয়েছে তার তদন্ত কতোটা সুপরিকল্পিত ছিলো, যা জুরিদের চোখে তার জন্য ভালো করে নি।

তারপরে বন্ধুর গাড়ি ফেরত দিয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে বাসায় ফিরেছিলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে। তখন লিন্ডা বই পড়ছিলো বিছানায় শুয়ে। সে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো তার পোর্টল্যান্ডে ভ্রমণ কেমন হলো। লিন্ডা জবাব দিয়েছিলো বেশ মজার, কিন্তু কেনার মতো পছন্দ সই কিছু পায় নি। 'সে এ কথা বলেছিলো যখন নিশ্চিত ভাবেই সবকিছু জানি আমি' রুদ্ধশ্বাসে শুনতে থাকা দর্শকদের বলেছিলো এন্ডি। সে শান্ত ভাবে কথা বলেছিলো যেন কণ্ঠস্বর দূরবর্তী কোন স্থান থেকে ভেসে আসছে। প্রায় পুরো সাক্ষ্যই এভাবে দিয়েছিলো সে।

'সেই দিন থেকে যেদিন আপনার স্ত্রী খুন হলেন এই মাঝের সতের দিন আপনার মনের অবস্থা কেমন ছিলো?' এন্ডির আইনজীবী জিজ্ঞেস করে ছিলো।

'আমি ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণায় ছিলাম,' ধীর স্থির ভাবে বলেছিলো এন্ডি। এমন ভাবে বলেছিলো যেন একজন মানুষ বাজারের ফর্দ পড়ছে, 'আমি ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করবো এবং এতোটাই এগিয়ে গিয়েছিলাম যে লুইস্টন থেকে একটি পিস্তল কিনেছিলাম সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখে।'

তখন তার আইনজীবী তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো জুরিদের বলার জন্য খুনের ঘটনার দিন রাতে কি ঘটেছিলো, তার স্ত্রী গ্রেন কুয়েনটিনের সাথে দেখা করতে বেরিয়ে যাবার পর। তাদের বলেছিলো এন্ডি...এবং সবচেয়ে খারাপ ধারনাটাই তাদের মনে জাগিয়েছিলো।

আমি তাকে চিনি তা প্রায় কাছে পিঠে ত্রিশ বছর। আপনাকে বলতে পারি আমার দেখা এযাবৎ কালের সবচেয়ে আত্মনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি সে। তার সাথে ভালো কিছু ঘটলে ধন্যবাদ জানাতে কার্পণ্য করবে না। খারাপ কিছু ঘটলে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিবে না সে। আপনি কখনোই জানতে পারবেন না। সে এই ধাঁচের মানুষ যে আত্মহত্যা করার মনোস্থির করলে তা করবে কোন চিরকুট লিখে না রেখেই, কিন্তু তার আগে নয় যতোক্ষণ তার কাজগুলো প্রায় ঘুছিয়ে উঠতে পারছে। যদি সে সাক্ষীর কাঠ গড়ায় কান্নাকাটি করতো কিংবা তার স্বর ভারী হয়ে উঠতো, তোঁতলাতো, এমন কি সে যদি এর্টোনির সাথে উত্তেজনায় চিৎকার করতো, আমি বিশ্বাস করি না যে তার যাবৎ জীবন দন্ডের সাজা হতো। এমন কি যদি সে এইগুলো করতো তাহলে তাকে ১৯৫৪ সালের আগ পর্যন্ত পেরোলের বাইরেও থাকতে হতো না। কিন্তু সে তার কাহিনী বলেছিলো একটা রেকর্ড করা যন্ত্রের মতো। যেন সে জুরিদের বলছেঃ ব্যাপারটা হলো এ রকম। বিশ্বাস করুন নয়তো বাদ দিন। তারা বাদ দিয়েছিলো।

সে বলেছিলো ঐ রাতে মাতাল ছিলো সে, প্রায় ঘোরের মধ্যে ছিলো ২৪ আগস্ট পর্যন্ত। এবং সে ঐ ধরনের মানুষ যাদের মদ খুব একটা ধাতে সয় না। অবশ্যই জুরির পক্ষে গলাধঃকরণ করা কঠিন ছিলো এসব কথা। তারা কোন ভাবেই ভাবতে পারেনি পরিষ্কার ডাবল ব্রেস্টেড থ্রি পিস ওলেন সুট পরিহিত এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শান্ত আত্মনিয়ন্ত্রিত যুবক কোন ছোট শহরের গলফ প্রফেশনালের সাথে তার স্ত্রীর অনৈতিক প্রেমের সম্পর্ককে মদে চুর হয়ে ভুলে যাবে। আমার বিশ্বাস ব্যাপারটা আসলে তাই ছিলো কারণ এন্ডিকে দেখার সুযোগ হয়েছিলো আমার, যা ঐ ছয়জন নারী এবং ছয়জন পুরুষের হয় নি।

আমি যতোদিন ধরে এন্ডিকে চিনি দেখেছি বছরে মাত্র চার বার পান করতো সে। প্রত্যেক বছর আমার সাথে শরীর চর্চার মাঠে দেখা করতো সে তার জন্ম দিনের প্রায় এক সপ্তাহ আগে। তারপর আবার ক্রিসমাসের দুই সপ্তাহ আগে। প্রত্যেক বারই সে এক বোতল জেক ডেনিয়েলের ব্যবস্থা করতো। সে এগুলো কিনতো যেভাবে বেশি ভাগ কয়েদি তাদের জিনিসগুলো কেনার ব্যবস্থা করে জেলের ভেতর সেভাবে। কাজের জন্য তারা যে মজুরি পেতো তার সাথে নিজেদের সামান্য কিছু জুড়ে দিয়ে। ১৯৬৬ সালের আগ পর্যন্ত আপনার এক ঘণ্টা সময়ের জন্য পেতেন এক ডিম (আমেরিকান ডলারের এক দশমাংশ)। ৬৫ সালে তারা এটাকে বাড়িয়ে একেবারে এক চতুর্থাংশে নিয়ে যায়। মদের জন্য আমার কমিশন ছিলো দশ শতাংশ। আপনি যখন এটা চমৎকার কোন হুইস্কি যেমন ব্ল্যাক জেকের দামের সাথে যোগ করবেন আপনি একটা ধারনা পেয়ে যাবেন এন্ডি ডিফ্রেনকে জেলের লনড্রিতে কতো ঘণ্টা গাম ঝরাতে হয়েছে এক বছরে তার সেই চারটি ড্রিংকস কিনতে গিয়ে।

তার জন্মদিনের দিন সকালে, ২০ সেপ্টেম্বর, সে নিজেকে চাঙ্গা করে তুলতো। তারপর সেদিন রাতে লাইট আউটের পরে আবার পান করতো। পরের দিন অবশিষ্ট বোতল সে আমাকে দিতো আমি আশেপাশে শেয়ার করে শেষ করতাম। অন্য বোতলের ক্ষেত্রে, ক্রিস মাসের রাতে সে একবার পান করতো আবার নিউ ইয়ার ইভে। তারপরে ঐ বোতলটাও আমার কাছে আসতো অন্যদর সাথে ভাগ করে পান করার অনুরোধ নিয়ে।

এন্ডি মনে করতে পারে, লিন্ডা কুয়েনটিনের সাথে দেখা করতে বেরিয়ে যাওয়ার পরে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো তাদের মুখোমুখি হবে। কুয়েনটিনের বাংলোতে যাওয়ার পথে সে কান্ট্রি ক্লাবে ঢু মারে ঝটপট দু এক পেগ মেরে দেওয়ার জন্য। সে একেবারেই মনে করতে পারছে না বারটেন্ডারকে বলেছিলো কিনা যে সে 'বাকীটা পত্রিকায় পড়ে নিতে পারবে' কিংবা অন্য কোন কিছু। সে মনে করতে পারেছে হেনডি পিক স্টোর থেকে বিয়ার কিনে ছিলো, কিন্তু ডিশ টাওয়েলের কথা মনে পড়ছে না। 'আমার কেন ডিশ টাওয়েল লাগবে?' সে জিজ্ঞেস করেছিলো। পত্রিকাগুলো রিপোর্ট করেছিলো যে এতে ভয়ে কেঁপে উঠেছিলো জুরি সদস্যের তিনজন মহিলা।

পরে অনেক পরে যে কেরাণী ডিশ টাওয়েলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছিলো

www.BanglaBook.org

তাকে নিয়ে সে আলোচনা করেছিলো আমার সাথে। আমার মনে হয় সে যা বলেছিলো তা তাড়াহুড়ো করে লেখা কোন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। 'ধরো, তাদের সাক্ষী খোঁজার সময় তারা হামলে পরেছিলো যে লোক আমার কাছে বিয়ার বিক্রি করেছিলো সেদিন রাতে তার উপর। তারপরে তিন দিন পার হয়ে গেছে। ঘটনার খুটিনাটি সমস্ত পত্রিকায় এসেছে। সম্ভবত তারা সদলবলে তাকে ধরেছিলো, পাঁচ ছয় জন পুলিশ অফিসার, তার সাথে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের গোয়েন্দা, ডিএ এর এসিসটেন্ট। স্মৃতি শক্তি বেশ ভালো মনস্তাত্ত্বিক একটা ব্যাপার, রেড। তারা সম্ভবতো তাকে চেপে ধরেছিলো, 'এমনটা কি হতে পারে না যে চার পাঁচটা ডিশ টাওয়েল কিনেছে সে। যদি যথেষ্ট পরিমাণ লোক চায় আপনি কিছু একটা মনে করেন সেটা আপনাকে বেশ প্রভাবিত করতে পারে।'

আমি সম্মত হয়েছিলাম এমনটা হতে পারে।

'কিন্তু সেখানে এরচেয়েও বেশি শক্তিশালী একটা জিনিস ছিলো,' তার ভাবনাগুলো প্রকাশ করে চলেছিলো এন্ডি। 'আমার মনে হয় নিজেকে বুঝিয়েছিলো সে। সবার দৃষ্টি ছিলো তার উপরে। রিপোর্টারা তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে, পত্রিকাগুলো ছবি ছেপেছে...অবশ্যিই সবার উপরে ছিলো কোর্টে অন্যান্য সাক্ষীদের মাঝে তার সবচেয়ে বেশি প্রচারণা পাওয়া। আমি বলছি না যে সে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে ইচ্ছে করে। আমার মনে হয় তার মিথ্যাটাকে লাই ডিটেক্টর দিয়ে সম্পূর্ণ সফলতার সাথে যাচাই করা যেতো কিংবা তার মায়ের পবিত্র নামে শপথ করানো যেতো যে আমি ডিস টাওয়েল কিনেছিলাম। কিন্তু তারপরেও স্মৃতি শক্তি বেশ মনস্তাত্ত্বিক একটা ব্যাপার।

আমি এটা ভালো করে জানি যদিও আমার নিজের আইনজীবীই ভেবেছিলো আমার নিজের গল্পের অর্ধেকটাই আমাকে মিথ্যা বলতে হবে। সে কখনোই ডিশ টাওয়েলের প্রসঙ্গ তোলেনি। এ ব্যাপারটা পুরোই পাগলামি। নেশায় চুর ছিলাম আমি। এতো বেশি মাতাল ছিলাম যে গুলির শব্দ চাপা দেওয়ার কথা ভাবার মতো অবস্থায় ছিলাম না। যদি আমি করতামও সেগুলো টুকরো টুকরো করে ফেলতাম ছিঁড়ে।'

সে গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিলো টার্ন আউট পর্যন্ত। বিয়ার আর সিগারেট পান করেছিলো সেখানে। কুয়েনটিনের বাড়ির নিচের তলার সব বাতি নিভে যেতে দেখেছিলো। তারপর দেখেছিলো উপরের তলায় একটি মাত্র বাতি জ্বলে উঠতে...এবং মিনিট পনের পরে ওটাও নিভে যায়। সে বলেছিলো, বাকীটা সে অনুমান করে নিতে পেরেছে।

'মিঃ ডিফ্রেন, আপনি কি তখন কুয়েনটিনের বাড়ির উপরের তলায় গিয়ে তাদের দু'জনকে খুন করেছেন?' তার আইনজীবী থমথমে গলায় জিজ্ঞেস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছিলো।

'না, আমি করিনি।' জবাব দিয়েছিলো এন্ডি। মধ্য রাত নাগাদ, সে বলেছিলো, অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পরেছিলো সে। এবং অনুভব করতে শুরু করেছিলো অ্যালকোহলের বিশ্রি প্রভাবের প্রথম ইঙ্গিতটাও। সে সিদ্ধান্ত নেয় বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে নেশার ঘোরটা কাটিয়ে উঠবে এবং পরের দিন সকালে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আরো বয়স্ক মানুষের মতো ভাববে। ড্রাইভ করে ফিরে আসার সময় আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম যে সবচেয়ে বিজ্ঞের কাজ হবে সহজেই রেনোতে গিয়ে তাকে ডির্ভোস নিতে দেওয়া।'

'ধন্যবাদ, মিঃ ডিফ্রেন।' গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিলেন ডিএ। 'আপনি তাকে ডিভোর্স দিয়েছেন ভাবনার সবচেয়ে দ্রুততম উপায়ে, তাই না? পয়েন্ট ৩৮ রিভলভার ডিস টাওয়েলে পেঁচিয়ে তাকে ডিভোর্স দিয়েছেন, কি আপনি দেননি?'

'না স্যার, আমি তা করিনি।' শান্ত ভাবে উত্তর দিয়েছিলো এন্ডি।

'তারপর আপনি তার প্রেমিকে গুলি করেছেন।'

'না স্যার।'

'তাহলে বলতে চাচ্ছেন কুয়েনটিনকে প্রথমে গুলি করেছেন?'

'বলতে চেয়েছি আমি তাদের কাউকেই গুলি করিনি। আমি পান করেছিলাম দুই কোয়ার্স বোতল বিয়ার এবং অনেকগুলো সিগারেট যেগুলো টার্ন আউটে খোঁজে পেয়েছে পুলিশ। তারপরে ড্রাইভ করে বাড়ি ফিরে ঘুমোতে গিয়েছিলাম।'

'আপনি জুরিকে বলেছেন ২৪ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর এই মাঝের সময়টাতে আপনি আত্মহত্যার প্রবণতা অনুভব করেছেন।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

আত্মহত্যার প্রবণতা অনুভব করাই কি একটি রিভলভার কেনার জন্য যথেষ্ট?'

'হ্যাঁ।'

আপনার কি খুব খারাপ লাগবে মিঃ ডিফ্রেন যদি আমি বলি আপনাকে আমার আত্মহত্যার প্রবণতায় ভোগা মানুষদের মতো মনে হচ্ছে না।'

'না,' এন্ডি বলেছিলো, ' আমার আপনাকে প্রখর অনুভর শক্তি সম্পন্ন মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। বেশ ভালো রকম সন্দেহ আছে যদি আত্মহত্যার প্রবণতা অনুভব করতাম, আমি আমার সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে যেতাম কি না।'

এতে কোর্ট রুমে কিছুটা উত্তেজনা ছড়ালেও জুরির কাছে কোন পয়েন্ট লাভ করে নি সে।

'সেপ্টেম্বরের সেই রাতে আপনি পয়েন্ট থ্রি রিভলভার সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না ; ইতোমধ্যে আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছি।'

'ওহ! হ্যাঁ, তাই তো!' বিদ্রূপ করে হেসে উঠেছিলো ডিএ। 'আপনি ওটা নদীতে ছুড়ে ফেলেছিলেন, তাই না? রয়েল নদীতে, ৯ সেপ্টেম্বর রাতে।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'খুনের একদিন আগে।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'এটা বলা সুবিধাজনক, তাই না?'

'সুবিধাজনক বা অসুবিধাজনক কোনটাই নয়। এটা একমাত্র সত্যি।'

'আমার মনে হয় আপনি ল্যাফটেন্যান্ট মিনচের সাক্ষ্য শুনেছেন?' মিনচের সেই দলের দায়িত্বে ছিলেন যারা রয়েল নদীতে পন্ড ব্রিজের কাছে পানির নিচে তল্লাশি চালিয়েছে। যেখান থেকে এন্ডির সাক্ষ্য মতে তার রিভলভার ছুড়ে ফেলেছিলো সে।

'হ্যাঁ, স্যার। আপনি জানেন আমি শুনেছি।'

'তাহলে আপনি তাদের কাছে শুনেছেন তারা কোন রিভলভার পায় নি, যদিও তিন দিন খোঁজেছে। এটা আরো বেশি সুবিধাজনক হলো, তাই না?'

'একদিক দিয়ে সুবিধা। এটা বাস্তবতা যে তারা রিভলভার পায় নি,' এন্ডি শান্তভাবে জবাব দিয়েছিলো। 'কিন্তু আমি আপনার এবং জুরির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে রয়েল নদী যেখানে ইয়ারমাউথ উপসাগরে পড়েছে পন্ড রোড ব্রিজ তার খুব কাছে। সেখানে স্রোত বেশ তিব্র। স্রোতের টানে রিভলভার সম্ভবতো সাগরে ভেসে গিয়ে থাকতে পারে।'

'আর তাই আপনার স্ত্রী আর গ্লেন কুয়েনটিনের রক্তস্নাত দেহ থেকে যে বুলেট পাওয়া গেছে তার রাফলিংস আর আপনার রিভোলভারের রাফলিংসের কোন তুলনা করা সম্ভব হয় নি। এটা ঠিক, তাই না মিঃ ডিফ্রেন?'

'হ্যাঁ।'

'এটা প্রকারন্তরে সুবিধাজনক হয়েছে, তাই না?'

এ সময়, পত্রিকাওয়ালাদের মতে, পুরো ছয় সপ্তাহ বিচার কাজ চলার সময় মাত্র বার কয়েক যে যৎসামান্য আবেগি প্রতিক্রিয়া সে দেখিয়েছিলো তার একটি এন্ডি প্রদর্শন করেছিলো সে।

একটি মৃদ্যু তিক্ত হাসি খেলে গিয়েছিলো তার মুখে।

'স্যার, যেহেতু আমি এই ক্রাইমের ব্যাপারে নিরপরাধ। এবং যেহেতু সত্যি বলছি যে অপরাধ সংগঠিত হওয়ার আগের দিন আমি রিভলভার নদীতে ছুড়ে ফেলেছিলাম। তাই অস্ত্রটি না পাওয়া যাওয়া আমার জন্য অসুবিধা বলেই অনুভব করছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে আবারও এন্ডিকে পড়ে শুনিয়েছিলো ডিশ টাওয়েল নিয়ে হেনডি-পিক স্টোরের কেরাণীর সাক্ষ্য। এন্ডি পুনোরায় বলেছিলো সেগুলো কেনার কথা মনে করতে পারছে না। আবার এটাও স্বীকার করেছিলো যে কিনেনি তাও মনে নেই।

এ কথা কি সত্যি যে এন্ডি আর লিন্ডা ডিফ্রেন ১৯৪৭ সালের শুরু দিকে একটি যুগ্ম বীমা করে ছিলো? হ্যাঁ, সত্যি। এটাও কি সত্যি নয় এন্ডি পঞ্চাশ হাজার ডলার বীমা দাবী করেছিলো? সত্যি। এবং এটাও কি সত্যি নয় এন্ডি গ্রেন কুয়েনটিনের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলো খুন করার বাসনা নিয়ে। এটাও কি সত্যি নয় সে খুন করেছিলো? না, এটা সত্যি নয়। তাহলে কি ঘটেছিলো বলে সে ভাবে? যেহেতু কোন ডাকাতি সংগঠিত হয় নি।

'আমার ওটা জানার কোন উপায় নেই, স্যার।' শান্ত ভাবে বলেছিলো এন্ডি।

মামলাটা জুরির কাছে গিয়েছিলো তুষার সিক্ত এক বুধবার দুপুর একটায়। বারজন নারী পুরুষ জুরি সদস্য দুপুর তিনটা নাগাদ ফিরে এসেছিলো। নাজির বলেছিলো তারা আরো আগেই ফিরে আসতো, কিন্তু দেরি হয়েছে কান্ট্রির খরচে বেন্টলে রেস্টুরেন্টে চিকেন ডিনার উপভোগ করতে গিয়ে। এন্ডি ডিফ্রেনকে সাজা দেওয়ার পক্ষে অভিমত দিয়েছিলো তারা। মেইনে যদি মৃত্যু দন্ডের বিধান থাকতো তাহলে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে হতো তাকে।

ডিএ তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো কি ঘটেছে বলে সে ভাবছে। এন্ডি এড়িয়ে গিয়েছিলো প্রশ্নটা। কিন্তু তার একটি ধারনা ছিলো। তার কাছ থেকে আমি সেটা জানতে পেরেছিলাম ১৯৫৫ সালের এক বিকেলে। ১৯৬০ কিংবা তার আগ পর্যন্ত আমি নিজেকে কখনোই এন্ডির খুব ঘনিষ্ঠ বোধ করিনি। এবং আমার বিশ্বাস আমি একমাত্র ব্যক্তি ছিলাম যে তার এ পর্যন্ত জীবনের সত্যি খুব কাছের মানুষ হতে পেরেছিলাম। উভয়েই ছিলাম দীর্ঘ দিনের সাজা প্রাপ্ত কয়েদি। একই সেলব্লকে ছিলাম আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। আমি কি ভাবি? সে হেসেছিলো- কিন্তু হাসিতে কোন রসিকতা ছিলো না। 'আমার মনে হয় সে রাতে অনেক দুর্ভাগ্য ঘিরে ধরেছিলো আমাকে। স্বল্প সময়ের পরিসরে কখনো যতো দুর্ভাগ্য জড়ো হতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি। আমার অনুমান অবশ্যই কোন আগুন্তক এসেছিলো। হয়তো শুধুমাত্র ঐ জায়গাটা পেরিয়ে যাচ্ছিলো সে। সম্ভবতো এমন কেউ যার গাড়ির টায়ার ক্ষয়ে সমান হয়ে গিয়েছে, ঐ রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলো আমি বাড়ি ফিরে আসার পরে। সম্ভবতো কোন ছিচকে চোর, হতে পারে একজন সাইকোপ্যাথ। তাদের খুন করেছিলো সে, এইতো। আর আজ আমি এখানে।'

তাকে শশাঙ্কে কারাবন্দী করা হয় জীবনের বাকীটা কিংবা অংশ বিশেষ কাটিয়ে দেওয়ার জন্য। পাঁচ বছর পর থেকে পেরোলের শুনানি পেতে শুরু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছিলো সে। এবং নিয়মিত রুটিন কার্যসূচির মতো তাকে প্রত্যাখান করা হয়েছিলো একজন আদর্শ কয়েদি হওয়া সত্ত্বেও। শশাঙ্ক থেকে একটা পাশ বের করে নেওয়া অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার যখন আপনার প্রবেশপত্রে খুনের ছাপমারা থাকবে। এতোটা ধীরে হবে যেমন করে নদীর স্রোত পাথর বয়ে চলে। বোর্ডে সাত জন লোক বসে, প্রায় সব রাজ্য জেলখানার চেয়ে দুই জন বেশি। এবং সাত জনের প্রত্যেকেই এতোটা চাপা স্বভাবের যেমন করে একটি প্রাকৃতিক কূপ থেকে চুইয়ে চুইয়ে পানি পরে। আপনি তাদের কিনতে পারবেন না, বোর্ডের ব্যাপারে বলতে গেলে, টাকা কোন রা করে না এবং কেউ হাঁটতে পারে না। এন্ডির ব্যাপারে অন্য আরো কারণ ছিলো...কিন্তু সেগুলো আমার কাহিনী আর একটু এগুলে আসবে।

একজন ট্রাস্টি ছিলো কেন্ডরিকস নামে। সে পঞ্চাশের দশকে আমার কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা ধার নিয়েছিলো। সব টাকা সে আমাকে শোধ করে দেওয়ার চার বছর আগের ঘটনা ছিলো এটি। সবচেয়ে বেশি সুদ সে আমাকে দিয়েছিলো তথ্য প্রদান করে–আমি যে লাইনে কাজ করি, আপনি শেষ হয়ে যাবেন যদি আড়ি পাতার কোন উপায় খোঁজে না পান।

এই কেন্ডরিকসের কাগজপত্র ঘাটার সুযোগ ছিলো। সে আমাকে বলেছিলো পেরোল বোর্ড ১৯৫৭ জুনে এন্ডির বিপরীতে ৭-০ ভোট দিয়েছিলো, ৫৮ সালে ৬-১, ৫৯ এ আবারো ৭-০, ৬০ এ ৫-২। এরপরে আমি আর জানি না। কিন্তু জানি যে ষোল বছর পরেও সে পাঁচ নাম্বার সেলব্লকের চৌদ্দ নাম্বার সেলে থাকতো। সে নাগাদ ১৯৭৬ সালে তার বয়েস হয়েছিলো আটান্ন বছর। সম্ভবতো তারা তাকে ১৯৮৩ সালে বেরিয়ে যেতে দিতো। তারা আপনাকে এখানে থাকতে অভ্যস্ত করবে তারপরে ছেড়ে দিবে আর এতেই আপনার সমস্যা হবে। আমি একজনকে চিনতম। তার নাম শ্যারউড বোলটন। সেলে তার একটি পোষা কবুতর ছিলো ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৩ সালের আগ পর্যন্ত, যখন তারা তাকে বেরিয়ে যেতে দিলো তখনো তার কবুতরটি ছিলো। শুধু কবুতরটিই ছিলো তার। জেক নামে তাকে ডাকতো সে। তার মুক্তির একদিন আগে সে জেককে মুক্ত করে দিয়েছিলো, চমৎকার ভাবে উড়ে চলে গেয়েছিলো সে। কিন্তু শ্যারউড বোলটন আমাদের ছোট সুখী পরিবার ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পরে। আমার বন্ধুদের একজন আমাকে শরীর চর্চার মাঠের পশ্চিম কোণ থেকে ডেকেছিলো, যেখানে শ্যারউড সাধারণতো আড্ডা দিতো। আমার বন্ধু বলেছিলো: 'এটা জেক না, রেড?' ওটা জেকই ছিলো। একখন্ড পাথরের মতো নিষ্প্রাণ মৃত পরেছিলো সে।

আমি মনে করতে পারি প্রথম বার যখন এন্ডি ডিফ্রেন আমার কাছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসেছিলো। এমন ভাবে মনে করতে পারি যেন ওই দিনটা গতকাল। যদিও ওটা সেবার ছিলো না যখন রিতা হেইওয়ার্থকে চেয়েছিলো সে। পরে ঘটেছিলো ওটা। ১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মে সে এসেছিলো অন্য কোন কিছুর জন্য।

আমার বেশি ভাগ কারবার হয় শরীর চর্চার চত্বরে, সেখানেই হয়েছিলো এটা। আমাদের চত্বরটা বড়, বেশির ভাগের চেয়েই অনেক বড়। জায়গাটার আকার পুরোপুরি স্কয়ার, এক পাশে নব্বই গজ করে। উত্তর পাশে বাইরের দিকের দেওয়াল। সেখানে দুই প্রান্তেই গার্ড টাওয়ার আছে। গার্ডরা সেখানে সজ্জিত থাকে বাইনোকুলার আর রায়োট গান নিয়ে। মেইন গেইট উত্তর পাশে। ট্রাক লোডিং বে গুলো চত্বরের দক্ষিণ পাশে। সেখানে ওগুলো পাঁচটা আছে। সপ্তাহের কাজের দিনগুলোতে শশাঙ্ক খুব ব্যস্ত জায়গা–চালান আসে, চালান যায়। আমাদের লাইসেন্স–প্লেট ফেক্টরি আছে, একটি বড় ইন্ডাসট্রিয়াল লনড্রি আছে। লনড্রিতে জেলের কাপড় চোপর ধোয়ার সাথে সাথে কিটারী রিসিভিং হসপিটালের এবং ইলিয়ট সিনেটোরিয়ামের কাপড় ধোয়া হয়। এখানে একটি বড় মোটর গাড়ির গ্যারেজও আছে। ওটায় ম্যাকানিক কয়েদিরা সারাই করে জেলখানার, রাজ্যের, এবং মিউনিসিপালের গাড়ি–বলার অপেক্ষা রাখে না ব্যক্তিগত কার জেলের গার্ডদের, প্রশাসনের কর্তাদের...এবং যারা ঐ পেরোল বোর্ডে আছে তাদের।

পূর্ব দিকে একটি পাথরের মোটা দেওয়াল আছে। অসংখ্য ছোট ছোট চাপা জানালা দেওয়াল জুড়ে। সেলব্লক পাঁচ হচ্ছে সেই দেওয়ালের উল্টো পাশে। পশ্চিম পাশে হচ্ছে প্রশাসন আর হাসপাতাল। শশাঙ্কে কখনোই কয়েদিদের গাদাগাদি ছিলো না অন্য বেশি ভাগ জেলের মতো। এবং সেই '৪৮ এ এটা মাত্র দুই তৃতীয়াংশ ভরা ছিলো ধারন ক্ষমতার। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট দিনে আশি থেকে একশ বিশ জন কয়েদি থাকতো চত্বরে–ফুটবল কিংবা বেসবল পাস দিয়ে, ক্র্যাপ ছুড়ে খেলধূলা করতো, একজন আরেকজনের সাথে টুকটাক কথা বলতো। রবিবারে আরো অনেক বেশি থাকতো; জায়গাটাকে রবিবারে দেখাতো কান্ট্রি হলিডের মতো...যদি সেখানে কোন মেয়ে থাকতো।

সেদিনটা একটা রবিবার ছিলো যেদিন এন্ডি প্রথম বার আমার কাছে এসেছিলো। আমি সবেমাত্র এলমোর আরমিটেজের সাথে কথাবার্তা শেষ করেছি, এই লোকটি প্রায়ই আমার কাজে আসতো। একটি বেঞ্চিতে মনোনিবেশ করছিলাম যখন এন্ডি হেঁটে এসেছিলো। আমি খুব ভালো করেই জানতাম সে কে।

লোকজন বলাবলি করতো ইতোমধ্যেই ঝামেলায় ফেলার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে তাকে। এসব যারা বলতো তাদের একজন ছিলো বোগস ডায়মন্ড, বেশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাদলোক। এন্ডির কোন সেলমেট ছিলো না। এবং আমি শুনেছিলাম এমনটাই চেয়েছিলো সে। যদিও সেলব্লক পাঁচের একজনের সেলগুলো সামান্যই বড় ছিলো কফিনের চেয়ে। কিন্তু আমার একজন মানুষ সম্পর্কে গুজব শুনার কোন দরকার ছিলো না যখন আমি নিজেই তার বিচার করতে পারতাম।

'হ্যালো,' সে বলেছিলো। 'আমি এন্ডি ডিফ্রেন।' সে তার হাত বাড়িয়েছিলো। হেন্ডশেইক করেছিলাম আমি। সামাজিক হবার জন্য সময় নষ্ট করার মানুষ ছিলো না সে ; কাজের কথায় চলে এসেছিলো সরাসরি। 'আমি জানি আপনি এমন একজন মানুষ যে জানে কি করে কোন জিনিস সংগ্রহ করতে হয়।'

আমি সম্মতো হয়েছিলাম আমি মাঝে মাঝে কিছু নির্দিষ্ট জিনিস সংগ্রহ করে দিতে পারি।

'আপনি কি করে এটা করেন?' এন্ডি জিজ্ঞেস করেছিলো।

'কখনো কখনো,' আমি বলেছিলাম, 'জিনিসগুলো কেমন করে যেন আমার হাতে চলে আসে। আমি ব্যাখ্যা করতে পারি না। যদি না এই জন্য যে আমি আইরিস।'

সে এতে সামান্য হেসেছিলো। 'আমি ভাবছি যদি আপনি আমাকে একটি রক হ্যামার এনে দিতে পারেন।'

'ওটা কেমন হবে এবং আপনার কেন দরকার।'

এন্ডিকে বিস্মিত দেখিয়েছিলো। 'আপনি কি মানুষকে মোটিভেইট করে থাকেন আপনার ব্যবসার অংশ হিসেবে।'

এ ধরনের শব্দের ব্যবহারে আমি বুঝতে পেরেছিলাম কি করে সে ভদ্রোচিত ইতর হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছে, কিন্তু আমি সূক্ষ্ম রস বোধের গন্ধ পেয়েছিলাম তার প্রশ্নে।

'আমি আপনাকে বলছি,' আমি বলেছিলাম। 'যদি আপনি একটি টুথব্রাশ চান আমি কোন প্রশ্ন করবো না। আমি শুধু একটি দাম হাঁকবো। কারণ আপনি দেখতেই পাচ্ছেন একটি টুথব্রাশ কোন মারাত্মক হাতিয়ার নয়।'

'মারাত্মক অস্ত্রে আপনার জোর আপত্তি আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

একটি পুরোনো ফিকশন-টেপ পেঁচানো বেসবল আমাদের দিকে উড়ে এসেছিলো। দ্রুত ঘুরে বাতাসে বলটি ধরে ফেলেছিলো সে। তার মুভটি এমন ছিলো যার জন্য ফ্রাঙ্ক মেলজোন গর্বিত হতো। এন্ডি চট করে বলটা ছুড়ে দিয়েছিলো যেদিক থেকে ওটা এসেছিলো শুধুমাত্র তড়িৎ কবজির মুচরে ঘুরিয়ে, কিন্তু সেই ছুড়ে দেওয়াতেও আগের মতোই একটা ওস্তাদি ছিলো। আমি দেখতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাচ্ছিলাম অনেকেই আমাদের দিকে নজর রাখছে নিজেদের কাজে ব্যস্ত থেকেই। সম্ভবতো টাওয়ার থেকে গার্ডরাও দেখছিলো।

'ঠিক আছে। আমি আপনাকে বলবো এটা কেমন হবে এবং কেন দরকার আমার। একটা রক-হ্যামার দেখতে অনেকটা ক্ষুদ্রাকৃতির পিকএক্সের মতো–প্রায় এতোটুকু লম্বা।' সে প্রায় ফুট খানেক দূরে তার হাত রেখেছিলো। এবং প্রথম বারের মতো আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে সে তার নখগুলো কেমন পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে। 'এটার একদিক ছোট তিক্ষ্ণ ফলার মতো উঁচু হবে এবং অন্য দিকটায় থাকবে ভোঁতা হাতুরির মাথা। আমার এটা চাই কারণ আমি পাথর ভালোবাসি।'

'পাথর,' বলেছিলাম আমি।

'এখানে একটু নিচু হয়ে বসুন।' সে বলেছিলো।

আমি তার ভেতরের সত্তাকে জাগিয়ে তোলেছিলাম। ইন্ডিয়ানদের মতো গোড়ালির উপরে ভর দিয়ে বসেছিলাম আমরা। এন্ডি শরীর চর্চার চত্বর থেকে মুঠ ভরে নুড়ি পাথর তোলে এক হাত থেকে আরেক হাতে বেছে নিতে শুরু করেছিলো। তাই ধোলা উড়েছিলো বেশ। খুব ছোট কণাগুলো ছেড়ে দিয়েছিলো। একটা দুটো ছিলো চকচকে আর বাকীগুলো ছিলো ঘোলা আর সাদামাটা। ঘোলাগুলোর একটা ছিলো কোয়ার্টস, কিন্তু এটা শুধু আপনি ঘষে পরিষ্কার করার আগ পর্যন্ত ঘোলা। ঘষার পরে এটা দুধের মতো উজ্জ্বলতা দেখায়। এন্ডি পরিষ্কার করে আমার দিকে ছুড়ে দিয়েছিলো। ধরে ওটার নাম বলেছিলাম আমি।

'হ্যাঁ, কোয়ার্টস,' সে বলেছিলো, 'দেখেন অভ্র, শিলা, গ্র্যানিট। এখানে একখন্ড সমান করে কাটা চুনাপাথর। পাহাড় কেটে এ জায়গাটা বের করা হয়েছে তাই এগুলো এখানে দেখা যায়।' সে ওগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে হাত ঝাড়া দিয়েছিলো। 'আমি একজন রকহাউন্ড। অন্তত পক্ষে...আমি একজন রক হাউন্ড ছিলাম আমার পুরোনো জীবনে। আবারো সীমিত পরিমাণে হতে পারলে ভালো লাগবে।'

'শরীর চর্চার চত্বরে রবিবারের অভিযান?' জিজ্ঞেস করে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। বোকার মতো একটা ভাবনা এটা তারপরেও...সেই ছোট কোয়ার্টসে টুকরোটা আমার বুকে নাড়া দিয়েছিলো। আমি ঠিক করে জানি না কেন; মনে হয় বাইরের দুনিয়ার সাথে সামান্য সংযোগের জন্য। শরীর চর্চার চত্বর সম্পর্কে আপনি এমনটা ভাববেন না। কোয়ার্টস এমন একটা জিনিস যা আপনি কোন দ্রুত বয়ে চলা ছোট স্রোত থেকে তোলে আনবেন।

'রবিবারের অভিযান এখানে হওয়া ভালো একেবারে না হওয়ার চেয়ে।' সে বলেছিলো।

'আপনি কারো খুলিতে হাতুরিটা মেরে বসতে পারেন,' মন্তব্য করেছিলাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি।

'এখানে আমার কোন শত্রু নেই।' সে স্থির ভাবে বলেছিলো।

'নেই?' আমি হেসেছিলাম, 'কয় দিন সবুর করুন।'

'যদি কোন সমস্যা হয় আমি সেটা হাতুরি টাতুরি ব্যবহার না করেই মেটাতে পারবো।'

'হয়তো আপনি পালানোর চেষ্টা করতে চাচ্ছেন ? দেওয়ালের নিচ দিয়ে? কারণ যদি আপনি করেন–'

সে ভদ্রভাবে হেসেছিলো। যখন তিন সপ্তাহ পরে রক-হ্যামারটা দেখেছিলাম আমি, বুঝতে পেরেছিলাম কেন।

আমি বলেছিলাম, 'আপনি জানেন, যদি কেউ আপনাকে এটা সহ দেখে, তারা নিয়ে নিবে। তারা যদি আপনাকে একটা চামচ সহ দেখে তাহলেও নিয়ে নিবে।'

'ওহ, আমার বিশ্বাস আমি রাখতে পারবো।'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়েছিলাম। হাতুরিটা এনে দেওয়ার পরের ব্যাপারগুলো আমার কারবারের অংশ না। একজন মানুষ আমার সার্ভিসের সাথে জড়ায় কোন কিছু সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য। সে পরে ওটা রাখতে পারে কি পারে না আমি সেটা তার ব্যাপার বলে ধরে নেই।

'এ রকম একটা জিনিসের জন্য কতো পরতে পারে।' জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি। তার শান্ত মৃদ্যু স্বভাব উপভোগ করতে শুরু করেছিলাম। যখন আপনি জেলে দশ বছর কাটিয়ে দিবেন যেমনটা আমি দিয়েছিলাম তখন, ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পরবেন ষাঁড়ের মতো চিৎকার চেঁচামেচিতে। হ্যাঁ, মনে হয় এটা বলাই ভালো হবে আমি একেবারে প্রথম থেকেই পছন্দ করেছিলাম এন্ডিকে।

'আট ডলার লাগবে যে কোন রত্ন-পাথরের দোকানে,' সে বলেছিলো, 'কিন্তু আমি বুঝতে পারি এ ধরনের ব্যবসায় আপনি মূল্যের সাথে কিছু যোগ করে কাজ করেন–'

'দামের সাথে দশ শতাংশ কমিশনে আমার কাজ চলে, কিন্তু বিপজ্জনক জিনিসের জন্য অবশ্যই বাড়তি পরবে। আপনি যে ধরনের কেলেঙ্কারির কথা বলছেন তার জন্য যৎ সামান্য বেশি তেল ঢালতে হবে চাকা দৌড়াতে। দশ ডলারে আসুন।'

'দশ ঠিক আছে।'

আমি তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলাম সামান্য, 'দশ ডলার আছে আপনার?'

'আছে।' শান্ত ভাবে বলেছিলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেক অনেক পরে, আমি আবিষ্কার করেছিলাম তার কাছে দশ ডলারের অনেক বেশি ছিলো। এগুলো সাথে করে নিয়ে এসেছিলো সে। যখন আপনি এই হোটেলে চেক ইন করবেন বেলহোপদের একজন বাধ্য আপনাকে বাঁকা হয়ে দাঁড় করাতে এবং ভেতরে একবার দৃষ্টি দিতে, হয়তো খুব ভালো করে দিবে না। একজন মানুষ যে সত্যি সত্যি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তোলনামূলক বড় জিনিসই আনতে পারে একটু ভেতরে ঢুকিয়ে-এতোটুকু দূরে যেন দেখা না যায়, যদি না যে বেলহোপের পাল্লায় পরছেন সে রাবার গ্লাভ পরে ভেতরে দেখার মতো মোডে না থাকে।

'তাহলে ঠিক আছে,' আমি বলেছিলাম, ' আপনার জানা দরকার যদি ধরা পরেন আমি কি আশা করি আপনার কাছ থেকে।'

'মনে হয় আমার জানা উচিত।' সে বলেছিলো। তার ধূসর চোখের সামান্য পরিবর্তন দেখে আপনাকে বলতে পারি যে সে ঠিকঠাক জানতো কি বলতে যাচ্ছিলাম আমি।

'যদি ধরা পরেন, আপনি বলবেন এটা কুড়িয়ে পেয়েছেন। এ ব্যাপারে এটাই প্রথম এবং শেষ কথা।'

তারা আপনাকে তিন কিংবা চার সপ্তাহের জন্য একাকী থাকার শাস্তি দিবে...সেই সাথে আপনার খেলনাটা হারাবেন আর আপনার রেকর্ডে কালো দাগ পরবে। আপনি যদি তাদের আমার নাম বলে দেন আমি আর আপনার সাথে কখনোই কারবারে যাব না। জুতার ফিতে কিংবা একথলে পুতিঁর মতো সামান্য জিনিসের জন্যও না। এবং আমি কিছু লোককে পাঠাবো আপনাকে পিটিয়ে দলা বানিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি মারামারি পছন্দ করি না, কিন্তু আপনাকে আমার অবস্থানটা বুঝতে হবে। আমি এটা রটতে দিতে পারি না যে আমি নিজের দেখভাল করতে পারি না। ওটা নিশ্চিত ভাবেই আমকে শেষ করে দিবে।'

'হুঁ, মনে হয় করবে, আমি বুঝতে পরেছি। আপনার চিন্তিত হবার কারণ নেই।'

'আমি কখনো চিন্তিত হই না,' আমি বলেছিলাম। 'এখানকার মতো একটি জায়গায় এর জন্য কোন পার্সেনটিজ নেই।'

সে মাথা নেড়ে চলে গিয়েছিলো। তিন দিন পরে শরীর চর্চার চত্বরে সে হেঁটে হেঁটে আমার পাশে এসেছিলো লনড্রির কাজের সকালের বিরতির সময়। সে আমার সাথে কথা বলেনি কিংবা তাকায়ও নি, কিন্তু একজন পাকা জাদুকর যে ভাবে তাসের ছল করে সেভাবে সম্মানিত আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের ছবি সংবলিত জিনিসটা আমার হাতে চালান করে দেয় সে। সে এমন একজন মানুষ যে দ্রুত মানিয়ে নেয়। আমি তাকে রক হ্যামার সংগ্রহ করে দেই। এটা আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেলে রেখেছিলাম এক রাতের জন্য, জিনিসটা ঠিক তেমনই ছিলো যেমন বর্ণনা করেছিলো সে। কোন পালানোর যন্ত্র ছিলো না (আমি হিসেব করে দেখেছিলাম কোন মানুষের পক্ষে এই পাথর ভাঙ্গার হাতুড়ি দিয়ে দেওয়ালের নিচ দিয়ে সুরঙ্গ করতে প্রায় ছয়শ বছর সময় লাগবে) কিন্তু তারপরেও আমি কেমন যেন সন্দেহ বোধ করেছিলাম। যদি আপনি মতলব করেন ঐ পিকএক্স প্রান্ত দিয়ে কোন মানুষের মাথায় আঘাত করার, নিশ্চিত ভাবেই সে কোন দিন আর রেডিওতে ফিবার মেকগিল এবং মলিকে শুনতে পাবে না। এবং এন্ডির ইতোমধ্যেই সিসটারদের নিয়ে সমস্যা হচ্ছিলো। আমি আশা করেছিলাম এন্ডি তাদের জন্য রক-হ্যামার চাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত আমি আমার বিবেচনা বোধের উপরে আস্থা রেখে ছিলাম।

পরের দিন সকাল সকাল, জেগে উঠার ঘণ্টা বাজার বিশ মিনিট আগে আমি রক-হ্যামার আর এক প্যাকেট কেমেল এরনির কাছে পাচার করে দিয়েছিলাম, বুড়ো ট্রাস্টি যে ১৯৫৬ সালে মুক্ত হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেলব্লক পাঁচের করিডোর ঝাড় দিতো। সে কোন রা না করেই তার ঢিলে জামার ভিতরে গলে দেয় ওটা এবং আমি এই রক-হ্যামারটি সাত বছরের জন্য আর দেখিনি।

এর পরের রবিবার আবার এন্ডি হেঁটে আমার কাছে এসেছিলো শরীর চর্চার মাঠে। সেদিন তার দিকে তাকানো যাচ্ছিলো না। তার নিচের ঠোঁট ফুলে এতোটাই বড় হয়ে উঠেছিলো যে গ্রীষ্মের সসেজের মতো দেখাচ্ছিলো। তার ডান চোখ আধা বুজেছিলো। সিসটারদের সাথে সমস্যা হচ্ছিলো তার, কিন্তু সে কখনোই তাদের নিয়ে কথা বলেনি।

'যন্ত্রটার জন্য ধন্যবাদ।' বলে হেঁটে চলে গিয়েছিলো সে। কৌতুহল নিয়ে তাকে দেখেছিলাম আমি। কয়েক কদম হেঁটে গিয়ে বালুর দিকে তাকিয়ে কুঁজো হয়ে একটা জিনিস তুলে নিয়েছিলো সে। জিনিসটা একটা ছোট পাথর। জেলের পোশাকে কোন পকেট থাকে না, ব্যতিক্রম শুধু কাজের সময় ম্যাকানিক্সদের পোশাকগুলো। কিন্তু তারপরেও কাজ চালিয়ে নেওয়ার উপায় রয়েছে। সেই ছোট্ট নুড়িটা তার আস্তিনের ভিতরে উধাও হয়ে গিয়েছিলো আর নিচে নেমে আসেনি। আমি তার এবং তার কাজের প্রশংসা করেছিলাম।

সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও জীবনের পথে এগিয়ে যাচ্ছিলো সে। তার মুখের অবস্থা দেখে যদিও মনে হচ্ছিলো সেটার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছে তার পরেও আমি লক্ষ করেছিলাম তার হাত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নখ সুন্দর করে রাখা।

এর পরের ছয় মাসের মতো সময় আমি তেমন একটা দেখেনি তাকে; এন্ডি এসময়ের অনেকটাই সলিটারীতে কাটিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিসটারদের নিয়ে কিছু কথা।

বেশি ভাগের কাছেই তারা সমকামী ষাড় নামে পরিচিত–ইদানিং তাদের কিলার কুইন নামেও ডাকা হয়। কিন্তু শশাঙ্কে তারা সব সময় ছিলো সিসটার নামে। জানি না কি জন্য কিন্তু নামের পার্থক্য ছাড়া আমার অনুমান আর কোন ব্যবধান নেই। এটা কোন অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে এখনকার দিনগুলোতে অনেক বেশি বাগারি (গুহ্যদ্বার সঙ্গম) চলছে–শুধু যারা নতুন কয়েদি তারা ছাড়া–যারা তরুণ, হাতকা পাতলা, সুদর্শন এবং অসতর্ক। স্ট্রেইট সেক্সের মতো হোমোসেক্সও শতরকমের আকারে প্রকারে হয়ে থাকে। কিছু মানুষ আছে যারা কোন রকমের সঙ্গম ছাড়া থাকতে পারে না। এই রকম দুইজন পুরুষ যারা মৌলিকভাবে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্ত এক ধরনের সমঝোতায় আসে। যদিও আমার সংশয় আছে তারা নিজেদের যেমনটা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্ত ভাবে যখন তারা স্ত্রী অথবা গার্ল ফ্রেন্ডের কাছে ফেরত যাবে তা নিয়ে। এছাড়াও কিছু মানুষ আছে যারা জেলখানায় এসে এমনটা হয়ে যায়। চলতি ভাষায় বললে তারা সমকামী হয়ে যায়। এরাই হচ্ছে সিসটার।

তারা জেলের ভেতরে তাই করে যা ধর্ষকরা এই দেয়ালের বাইরের সমাজে করে। তারা সাধারণতো লম্বা সময়ের কয়েদি, নৃশংস কোন অপরাধের জন্য কঠিন সাজা ভোগ করছে। তাদের শিকার হচ্ছে তরুণ দুর্বল এবং অনভিজ্ঞ...কিংবা এন্ডির ব্যাপারটার মতো, দুর্বল দেখতে যারা।

তাদের শিকারের জায়গা ছিলো শাওয়ার, টানেল-যেমন লনড্রির ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াসারের পেছনের জায়গা, কখনো কখনো হাসপাতাল। একাধিক বার রেপ সংগঠিত হয়েছিলো অডিটোরিয়ামের পেছনের ক্লোসেট আকারের প্রজেকসন বুথে।

প্রায়শই সিসটাররা যেটা বল প্রয়োগ করে নিতো হয়তো এমনিতেই পেতে পারতো যদি চাইতো। যাদের নেওয়া হতো সব সময়ই দেখা যেতো তাদের উপরে 'ক্রাস' ছিলো একজন সিসটার কিংবা অন্যজনের যেমন টিনএজ মেয়েদের হয় সিনাত্রা, প্রিসলি কিংবা রেডফোর্ডের জন্য। কিন্তু সিসটারদের ক্ষেত্রে, সব সময় বল প্রয়োগ করে নেওয়াটাই হচ্ছে আনন্দের...এবং আমার অনুমান এমনটাই সব সময় হবে।

তার ছোট আকৃতি এবং বেশ ভালো দেখতে হওয়ার কারণে সিসটারা এন্ডির পেছনে লেগেছিলো এখানে যেদিন সে এসেছিলো সেদিন থেকেই। এটা যদি কোন কল্পকাহিনী হতো, আপনাদেরকে বলতে পারতাম এন্ডি দুর্দান্ত লড়েছিলো তাকে একলা ছাড়ার আগ পর্যন্ত। আমি ভাবি যদি সে রকম বলতে পারতাম, কিন্তু পারি না। জেলখানা কোন কল্পকাহিনীর দুনিয়া না। সে প্রথমবার আক্রান্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয় শাওয়ারে, আমাদের সুখী শশাঙ্ক পরিবারে যোগ দেওয়ার তিন দিনেরও কম সময়ে মাঝে। সেবার শুধুমাত্র অনেক চড় থাপ্পড় দিয়ে ছেড়ে দেয় তাকে। আমার মনে হয় তারা আসল পদক্ষেপের আগে অবস্থাটা বুঝে নিতে পছন্দ করে, যেমন শিয়াল যাচাই করে নেয় শিকার দেখতে যেমন দুর্বল আর....আসলেই তেমন কি না।

এন্ডি পাল্টা ঘুষি দিয়ে ঠোঁট রক্তাক্ত করে দিয়েছিলো বোগস ডায়মন্ড নামের এক পালোয়ানের মতো বিশালাকার সিসটারের–ব্যাপারটা কতো দূর যেতো কে যানে। বেশি দূর গড়ানোর আগেই এক গার্ড এসে মারামারি ভেঙ্গে দেয়, কিন্তু বোগস তাকে দেখে নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে–এবং নিয়েছিলো সে।

দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হয় লন্ড্রির ওয়াশারের পেছনে। সেই লম্বা ধূলিময় চাপা জায়গাটায় বছর ধরে অনেক ঘটছে এ ধরনের ঘটনা; গার্ডরা এ ব্যাপারে জানতো তারপরেও ঘটতে দিতো। জায়গাটা ছিলো অনুজ্জ্বল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিছানো ছিলো ওয়াশিং এবং ব্লিচিং মিশ্রণের ব্যাগ, হেক্সলাইট ক্যাটালিস্টের ড্রাম। হেক্সলাইট ক্যাটালিস্ট লবনের মতোই ক্ষতিকারক নয় যদি আপনার হাত শুষ্ক থাকে, ব্যাটারির এসিডের মতোই খুনে যদি আপনার হাত ভেজা থাকে। গার্ডরা সেখানে যেতে পছন্দ করতো না। তারা যখন এখানে কাজ করতে আসে শুরুতে তাদের যেসব জিনিস শেখানো হয় তার একটি হচ্ছে কয়েদিদের কখনোই আপনাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে দিবেন না যেখানে আপনি অন্য গার্ডদের ব্যাক আপ পাবেন না।

সেদিন বোগস ছিলো না সেখানে। হেনরি বেকাস নামের একজন, যে ১৯২২ থেকে সেখানে ওয়াশরুম ফোরম্যান হিসেবে কাজ করছিলো, আমাকে বলেছিলো, কিন্তু তার চারজন বন্ধু ছিলো। একটা স্কুপে হেক্সালাইট নিয়ে এন্ডি তাদের পিছিয়ে থাকতে বাধ্য করেছিলো আর হুমকি দিয়েছিলো যদি তারা কাছে আসে তাহলে তাদের চোখে ছুড়ে দিবে। কিন্তু দ্রুত ঘুরতে গিয়ে কাপড় ধোয়ার ড্রামে পরে যায় সে। আর তখনই তারা সবাই ঝাঁপিয়ে পরেছিলো তার উপরে।

আমার মনে হয় গ্যাং রেপ শব্দ গুচ্ছ এমন যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে তেমন একটা পরিবর্তিত হয় নি। এ কাজটাই তার সাথে করেছিলো সেই চার জন সিসটার। তাকে বাঁকা করে দাঁড় করিয়েছিলো গিয়ার বক্সের উপরে এবং তাদের একজন একটি ফিলিপস স্ক্রুড্রাইভার তার কপালের পাশে ধরেছিলো যখন কার্য উদ্ধার করে। এতে আপনার সামান্য ফেটে যাবে, কিন্তু খারাপ না-আমি কি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন? খুশী হতাম যদি না হতো। আপনার কিছুটা রক্তক্ষরণ হবে। যদি না চান যে কোন ভাঁড় জিজ্ঞেস করুক মাত্রই কি মাসিক শুরু হয়েছে, আপনাকে চাপা দিতে হবে

www.BanglaBook.org

একগুচ্ছ টয়লেট পেপার নিয়ে। এটা নিচে আন্ডার ওয়ারের পেছনে রাখতে হবে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত। রক্তপাত হয় সত্যি মাসিকের প্রবাহের মতো ; চলতে থাকে দুই দিন নয়তো তিন দিন, একটা ধীর প্রবাহ। তারপরে বন্ধ হয়ে যায়। কোন ক্ষতি হয় না, যদি না তারা আরো বেশি অস্বভাবিক কিছু করে। শাররিক ক্ষতি হয় না–কিন্তু রেপ রেপই। আপনাকে আয়নায় নিজের সামনে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে নিজেকে নিয়ে কি করতে চান।

এন্ডি এই সমস্যা একাই মোকাবেলা করেছে। এই সময়টায় যেসবের ভিতর দিয়ে সে চলেছে সব গুলোতেই একাকী চলেছে। তাকে অবশ্যই উপসংহারে আসতে হতো অন্যরা আসার আগেই, যেমন, সিসটারদের ব্যাপারে মাত্র দুইটিই উপায় ছিলো তাদের সাথে লড়াই কর তারপর নিতে দাও কিংবা শুধু নিতে দাও।

সে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলো যখন বোগস দুই বন্ধু নিয়ে তার পিছে লেগেছিলো লনড্রির ঘটনার সপ্তাহ খানেক পরে। এন্ডি তাদের সাথে লাঠি দিয়ে মারপিট করেছিলো। সে নাক ভেঙ্গে দিয়েছিলো রোস্টার ম্যাকব্রাইড নামের এক ব্যক্তির, সে সৎ মেয়েকে পিটিয়ে মেরে ফেলার দায়ে ভেতরে ঢুকেছিলো। আমার লিখতে পেরে আনন্দ হচ্ছে যে এখানেই মারা গিয়েছে সে।

তারা এন্ডিকে ধরেছিলো, তারপরে তিন জনই...যখন শেষ হয়েছিলো, রোস্টার আর অন্য শয়তানটা–সম্ভবতো সেটা ছিলো পিট ভেরনেস, কিন্তু আমি পুরোপুরি নিশ্চিত না–জোর করে হাঁটু গেরে বসতে বাধ্য করেছিলো তাকে।

বোগস ডায়মন্ড সামনে এগিয়ে এসেছিলো। তার একটি মুক্তার হাতল দেওয়া খুর ছিলো সে সময়। ধরার জায়গার দু'পাশে ডায়মন্ড পার্ল শব্দজোড়া খোদাই করাছিলো। ওটা খুলে বলেছিলো সে, 'এখন আমি যা দিবো তুই মুখে পুরে নিবি।'

এন্ডি বলেছিলো, 'তোমাদের কোন কিছু আমার মুখে ঢুকালে সেটা হারাবে।'

বোগস এমন করে এন্ডির দিকে তাকিয়েছিলো যেন সে পাগল, এনরি বলেছিলো।

'না,' সে ধীরে ধীরে এন্ডিকে বলেছিলো যেন সে একটা নির্বোধ বাচ্চা। 'তুই বুঝিসনি আমি কি বলেছি। তুই সে রকম কিছু করলে এই আট ইঞ্চি স্টীল তোর কানে গেঁথে দেবো আমি। বুঝেছিস?'

'আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলেছো। মনে হয় না তুমি আমাকে বুঝেছো। তুমি যাই আমার মুখে ঢুকাও না কেন কামড়ে দিবো আমি। মনে হয় তুমি ঐ খুরটা আমার মগজে গেঁথে দিতে পারবে, কিন্তু তোমার জানা জানা উচিত হঠাৎ মাথায় মারাত্মক আঘাত পেলে ভিকটিম অনবরত প্রস্রাব করে, মলত্যাগ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে এবং কামড়ে বসে।

সে মাথা তুলে বোগসের দিকে তাকিয়েছিলো মুখে সেই মুচকি হাসি নিয়ে। বুড়ো এনরি বলেছিলো, যেন তাদের তিনজন স্টক আর বন্ড নিয়ে আলোচনা করছে তার সাথে।

'আসলে,' সে বলে চলেছিলো, 'কখনো কখনো কামড় এতো শক্ত হয় যে আক্রান্ত ব্যক্তির চোয়াল ক্রোবার কিংবা জেক হেন্ডেল দিয়ে খুলতে হয়।' ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকের সেই রাতে বোগস কিছু ঢুকায়নি এন্ডির মুখে। রোস্টার মেকব্রাইডও না, যতোদূর আমি জানি অন্য কেউও কখনোই না। তাদের তিন জন যা করেছে তা হলো এন্ডিকে বেধড়ক পিটিয়েছে এবং তাদের চার জনেরই পরিণতি হয়েছিলো সলিটারী। এন্ডি আর রোস্টারকে যেতে হয়েছিলো হাতপাতালে।

ঐ একটি দলই কতোবার তার উপরে চড়াও হয়েছিলো? আমি জানি না। আমার মনে হয় রোস্টার খুব দ্রুতই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলো; এক মাস নাক ব্যান্ডেজ করা থাকলে একজন মানুষের এমনটা হতে পারে। আর সেই গ্রীষ্মেই বোগস ডায়মন্ড একেবারে তার পিছু ছেড়েছিলো।

অদ্ভুত ছিলো ব্যাপারটা। বোগসকে তার সেলে প্রচণ্ড মার খাওয়া অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো জুনের শুরুর দিকের এক সকালে, যখন সকালের গণনায় তাকে দেখা যায়নি। সে বলতে পারেনি কাজটা কারা করেছিলো কিংবা কি করে ঢুকেছিলো তারা । কিন্তু আমার ব্যবসার জন্য আমি জানি একজন গার্ডকে প্রায় যে কোন জিনিসের জন্য ঘুষ দেওয়া সম্ভব, শুধুমাত্র কয়েদির জন্য বন্দুক সংগ্রহ বাদে। তারা তখন চলন সই বেতন পেত না, এখনো পায় না। আর সেই দিনগুলোতে ইলেকট্রনিক লকিং সিস্টেম ছিলো না, ছিলো না ক্লোজ সার্কিট টিভি, কোন মাস্টার-সুইচ ছিলো না যেটা দিয়ে জেলের পুরো এলাকাকে নিয়ন্ত্রন করা যায়। সেই ১৯৪৮ সালে আলাদা আলাদা চাবি ছিলো প্রত্যেক সেলব্লকের। একজন গার্ডকে খুব সহজেই ঘুষ দেওয়া সম্ভব ছিলো কাউকে ব্লকের ভিতরে ঢুকতে দেওয়ার জন্য–দু'জন কিংবা তিনজনও হতে পারে। আর হ্যাঁ, বোগসের বেলাতেও তাই হয়েছিলো।

অবশ্যই এ ধরনের কাজের জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। বাইরের দুনিয়ার মানে নয়। জেলের দুনিয়ায় অর্থনৈতিক পরিমাপটা তোলামূলক বেশ ছোট। যখন আপনি এখানে কিছু দিন পার করে দিবেন, আপনার মনে হবে এক ডলারের একটি নোট এখানে বাইরের বিশ ডলারের কাজ দিচ্ছে। আমার অনুমান বোগসের উপরে যা হয়েছে তার জন্য কাউকে বেশ মোটা অংকের বিনিময় করতে হয়েছে–পনের ডলারের মতো দরজার চাবির জন্য এবং প্রত্যেক মারপিটের

www.BanglaBook.org

লোকের জন্য দুই ডলার।

আমি বলছি না যে এন্ডি ডিফ্রেন করিয়েছে, কিন্তু আমি জানতাম সে পাঁচশ ডলারেরও বেশি নিয়ে এসেছিলো যখন সে ভেতরে আসে। আর সে একজন ব্যাংকার ছিলো-একজন মানুষ যে আমাদের চেয়ে ভালো বুঝে কি করে টাকা ক্ষমতায় পরিণত হয়।

আমি যেটা জানি তা হলো মার খাবার পরে পাঁজরের তিনটি হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিলো, রক্ত ঝরেছিলো চোখ দিয়ে, পিঠ মচকে গিয়েছিলো এবং স্থান চ্যুত হয়েছিলো কোমড়।

বোগস ডায়মন্ড একলা ছেড়েছিলো এন্ডিকে। আসলে, সে সবাইকেই ছেড়েছিলো। আপনি বলতে পারেন একজন দুর্বল সিস্টারে পরিণত হয়েছিলো সে।

বোগস ডায়মন্ড এন্ডিকে মেরেই ফেলতো যদি না এন্ডি প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা না নিতো (যদি লোকটা সে হয়ে থাকে যে পদক্ষেপ নিয়েছিলো) কিন্তু সিসটারদের নিয়ে এন্ডির ঝামেলা এখানেই শেষ হয় নি। সামান্য বিরতি দিয়ে তারপর আবার শুরু হয়েছিলো। যদিও তেমন তিব্র ছিলো না এবং খুব ঘনঘন হয় নি। তারা সহজ শিকার পছন্দ করতো এবং সেখানে এন্ডি ডিফ্রেনের চেয়ে সহজে তোলে নেওয়ার মতো অনেকে ছিলো।

সব সময় তাদের সাথে লড়েছে সে, আমার তাই মনে পরে। আমার মনে হয় সে জানতো, যদি একবার তাদেরকে লড়াই ছাড়া পেতে দেয়, তাহলে তাদের জন্য সামনের বার লড়াই ছাড়া পাওয়াটা আরো সহজ হয়ে যাবে। আর তাই প্রায়শই আঘাতের ছাপ পরতো এন্ডির মুখে। ডায়মন্ডের মার খাওয়ার ছয় কিংবা আট সপ্তাহ পরে তার ভাঙ্গা আঙ্গুল দুটোর কারণও একই ছিলো। ওহ হ্যাঁ–১৯৪৯ এর শেষের দিকে যে লোকটা হাসপাতলে ভাঙ্গা চিবুক নিয়ে পরেছিলো, তার কারণ ছিলো কেউ পাইপ দিয়ে আঘাত করেছিলো তাকে। এন্ডি সব সময় আঘাতের পাল্টা জবাব দিতো আর এর জন্য তাকে সলিটারীতে থাকতে হতো। ভাববেন না একাকী থাকার শাস্তি তার জন্য কষ্টের ছিলো অন্যদের মতো। নিজেকে নিয়ে থাকতে পারতো সে। সিসটারদের ব্যাপারটাও নিজের সাথে মানিয়ে নিয়েছিলো। পরে ১৯৫০ সালে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সেটাও আমার গল্পের একটা অংশ এবং ঠিক সময়ে ঢুকবে।

১৯৪৮ সালের শরতের এক সকালে এন্ডি শরীর চর্চার মাঠে আমার সাথে দেখা করে বলেছিলো, যদি আপনি আমাকে এক ডজন রক-ব্রাংকেট সংগ্রহ করে দিতে পারেন।

'ওটা আবার কি জিনিস?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে আমাকে বলেছিলো রক হাউন্ডরা এ নামেই ডাকে। আসলে এগুলো হচ্ছে ডিশ টাওয়েল আকারের মসৃণ করার কাপড়। এক পাশ মসৃণ আর অন্য পাশ খস খসে–মসৃণ পাশ সেন্ডপেপারের মতো আর খসখসে পাশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওলের মতো রুক্ষ (এন্ডি সেগুলোও এক বাক্স তার সেলে রেখেছিলো যদিও আমি তাকে সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম না–আমার অনুমান জেলের লন্ড্রি থেকে সরিয়েছিলো সে)

রাজী হয়েছিলাম আমি এবং শেষ পর্যন্ত একই রত্ন পাথরের দোকান থেকে এগুলো সংগ্রহ করে দেই যেখান থেকে আমি রর্ক–হ্যামার সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম। এবার এন্ডির কাছ থেকে আমার চিরাচরিত দশ শতাংশের এক পয়সাও বেশি নেইনি আমি। সত্যি বলতে, আমি কোন মারাত্মক কিছু কিংবা বিপজ্জনক দেখিনি এক ডজন ৭" x ৭" স্কয়ার সাইজের প্যাডেড কাপড়ে।

এর প্রায় পাঁচ মাস পরে এন্ডি আমাকে অনুরোধ করেছিলো, যদি আমি তাকে রিতা হেইওয়ার্থকে সংগ্রহ করে দিতে পারি। আলোচনা হয়েছিলো একটি ছবি চলার সময় অডিটোরিয়ামে। আজকাল আমরা সপ্তাহে একবার কিংবা দুইবার বই দেখার সুযোগ পাই, কিন্তু আগে প্রদর্শনী ছিলো মাসিক ঘটনা। সাধারণতো যেসব বই আমদের দেখানো হতো সেগুলোতে নৈতিক অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তব্য থাকতো, এই বইটা, দ্য লস্ট উইক এন্ড, ও আলাদা না। এখানের উপদেশ ছিলো মদ্যপান বিপদজনক।

সে কৌশলে আমার পাশের আসনে এসেছিলো, তারপরে ছবির মাঝামাঝি সময়ে সামান্য ঝোঁকে আমার কাছাকাছি হয়ে অনুরোধ করেছিলো যদি আমি রিতা হেইওয়ার্থকে সংগ্রহ করে দিতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি এই ব্যাপারটা আমাকে সামন্য নাড়া দিয়েছিলো। সাধারণত সে শান্ত, ধীর এবং গোছানো ধরনের মানুষ কিন্তু সে রাতে বেশ চঞ্চল দেখাছিলো। প্রায় লজ্জিত যেন সে আমাকে সংগ্রহ করে দিতে বলেছ ট্রোজান লোড কিংবা ভেড়ার চামড়ায় মোড়া ঐসব যন্ত্রপাতি যেটাকে বলা হয় 'আপনার একাকীত্বের আনন্দকে বাড়াবে', পত্রিকাতে যেমনটা লেখা থাকে।

'সংগ্রহ করে দিতে পারবো,' আমি বলেছিলাম তাকে। 'ঘাবাবোর কিছুনেই, শান্ত হোন। আপনি বড়টা চান না ছোটটা?' সে সময় রিতা ছিলো আমার সেরা মেয়ে (কয়েক বছর আগে ছিলো বেটি গ্রাবল) এবং তাকে দুই রকমের সাইজে পাওয় যেত। এক ডলারে আপনি সংগ্রহ করতে পারতেন ছোট রিতাকে। আর আড়াইয়ে বড় রিতাকে, চার ফুট লম্বা পুরোটা জুড়ে সে।

'বড়টা,' সে আমার দিকে না তাকিয়ে বলেছিলো। সে এমন ভাবে রাঙ্গা হচ্ছিলো যেন একজন বাচ্চা তার বড় ভাইয়ের ড্রাফট কার্ড দিয়ে কোচ শোতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঢুকতে চেষ্টা করছে। 'আপনি করতে পারবেন?'

'সহজ ভাবে নেন, নিশ্চিত আমি পারবো।'

'কতো তাড়াতাড়ি?'

'এক হপ্তার মতো কমও লাগতে পারে।'

'ঠিক আছে।' কিন্তু হতাশ মনে হয়েছিলো তাকে, যেন সে আশা করছিলো আমার প্যান্টের নিচে এখনই ঐ জিনিস একটা আছে।

'কতো পড়বে? '

তাকে পাইকারী দাম বলেছিলাম।

এই জিনিসটা আমি তাকে ক্রয়মূল্যে দিতে সামর্থ রাখতাম সে ভালো ক্রেতা তারচেয়েও বড় কথা সে একজন ভালো মানুষ–একাধিক রাতে যখন তার সাথে বোগস, রোস্টার আর বাকীদের ঝামেলা চলছিলো আমি অবাক হয়ে ভেবেছি আর কতো সময় লাগবে সে রক–হ্যামার দিয়ে কোন একজনের মাথা ফাটিয়ে ফেলার আগে!

পোস্টার আমার ব্যবসার বড় একটা অংশ ছিলো, বোজ আর সিগারেটের পরেই কিন্তু রেফারের চেয়ে প্রায় আধা কদম এগিয়ে। ষাটের দশকে ব্যবসায় সব দিক দিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছিলো। অনেকে ঝুলিয়ে রাখার জন্য জিমি হেনরিক্স, বব ডিলান এদের পোস্টার চাইতো। কিন্তু বেশি ভাগই চাইতো মেয়েদের, একজন পিন আপ কুইনের পরে আরেকজনের পোস্টার।

আপনি সম্ভবত ছবিটি মনেও করতে পারবেন। রিতার পরনে ছিলো–এক ধরনের বাথিং স্যুট, এক হাত তার মাথার পেছনে, তার চোখ আধ বুজা, ফোলানো লাল ঠোঁট খোলে ছিলো। তারা এটাকে রিতা হেইওয়ার্থ বলে ডাকতো কিন্তু তারা সম্ভবতো এটাকে হৃদয়ের রাণী বলেও ডাকতে পারতো।

জেলের প্রশাসন ব্যাক মার্কেটের কথা জানতো, যদি আপনি এ ব্যাপারে দ্বিধায় থেকে থাকেন সে জন্য বলছি। তারা নিশ্চিত ভাবেই জানতো। তারা সম্ভবত আমার কারবার সম্পর্কে আমি নিজে যতটা জানতাম ততোটাই জানতো। তারা এটা মেনে নিয়েছিলো কারণ তারা জানতো জেলখানা একটা বড় প্রেসার কুকারের মতো, এবং সেখানে অবশ্যই কোথাও ছিদ্র থাকতে হবে ধুম বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। মাঝে মধ্যে তারা হঠাৎ করেই তল্লাশি চালাতো, কিন্তু যখন জিনিসটা পোস্টারের মতো সামান্য কিছু তারা দেখেও দেখতো না। যখন একটা বড় রিতা হেইওয়ার্থকে কোন কয়েদির সেলে ঝুলতে দেখা যায় ধরে নেওয়া হয় যে সেটা কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের চিঠির সাথে এসেছে। অবশ্যই বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে যে সব উপহার সামগ্রী প্যাকেট আসতো সেগুলো খোলা হতো এবং ভেতরের জিনিসপত্রের তালিকা করা হতো। কিন্তু পোস্টারের

www.BanglaBook.org

মতো একটা জিনিসের জন্য কে হিসেবের খাতা খোলে অনুসন্ধান করতে যায়।

পোস্টারটাও আমার ছয় নাম্বার সেল থেকে এনরি নিয়ে গিয়েছিলো এন্ডির চৌদ্দ নাম্বার সেলে। এনরি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলো এন্ডির সযত্নে লেখা একটা মাত্র শব্দঃ ধন্যবাদ। একটু পরে যখন তারা আমাদের লাইন করে সকালের খাবারের জন্য বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলো আমি এক পলক তার সেলের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম ছবিটা তার বাঙ্কারের উপরে ঝুলছে, লাইট আউটের পরে শরীর চর্চার চত্বরের আর্ক সোডিয়ামের হালকা আভায় সে তাকে দেখতে পাবে এমন ভাবে।

এখন আমি আপনাদের বলবো কি ঘটেছিলো ১৯৫০ সালের মে মাসের মাঝামাঝি যার জন্য এন্ডির সাথে সিসটারদের তিন বছরের ধারাবাহিক ঝামেলার অবসান হয়েছিলো। এটা ছিলো সেই ঘটনা যা পর্যায়ক্রমে তাকে লনড্রি থেকে বের করে লাইব্রেরিতে নিয়ে যায়, সেখানে সে কাজ করেছে এই বছরের শুরুর দিকে আমাদের ছোট সুখী পরিবার ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত।

আপনি সম্ভবতো লক্ষ্য করবেন এখন আমি আপনাদেরকে যা বলবো তার বেশি ভাগই আমার শুনা কথা। কেউ কিছু একটা দেখেছে এবং আমাকে বলছে আর আমি আপনাদেরকে বলছি। ভালো কথা, কখনো কখনো আমি ঘটনাকে সহজ করেছি এমনকি সত্যিকারে যা ঘটেছিলো তার চেয়েও। পুনরাবৃত্তি করেছি চার পাঁচ মুখ ঘুরে আসা তথ্য। আপনাকে এটা ব্যবহার করতে হবে যদি আপনি সামনে এগুতে চান। আপনাকে জানতে হবে কি করে সত্যের শষ্যদানা বের করে আনতে হয় মিথ্যের ভূষি, আজগবি গুজব থেকে। আর আপনাকে আশা করতে হবে ব্যাপারটা হয়তো এমন ছিলো। সম্ভবতো আপনি ধারনা পেতে পারেন যার কথা আমি বলছি সে যতটা না মানুষ তার চেয়ে বেশি লিজেন্ড, আমাকে একমত হতে হবে এটাও কিছুটা সত্য। আমরা যারা দীর্ঘ দিনের কয়েদি, এন্ডিকে চিনতাম অনেক বছর জুরে আমাদের তাকে নিয়ে ফ্যান্টাসি ছিলো, এক ধরনের অনুভূতি প্রায় মিথ ম্যাজিকের মতো, সম্ভবতো আপনি বুঝতে পারছেন আমি কি বোঝাতে চেয়েছি। আমি যে গল্প আপনাদের শুনিয়েছি এন্ডি বোগস ডায়মন্ডকে হ্যান্ড জব দিতে প্রত্যাখান করেছিলো সেটা এই মিথের অংশ। এবং কিভাবে সে সিসটারদের সাথে লড়াই করে চলেছিলো সেটাও এবং কিভাবে সে লাইব্রেরিতে কাজ পেয়েছিলো সেটাও...কিন্তু একটা বড়সর পার্থক্য হচ্ছেঃ আমি সেখানে ছিলাম এবং আমি দেখেছিলাম কি ঘটেছিলো আর আমার মায়ের কসম করে বলছি তার বিন্দু বিস্বর্গ সত্যি। একজন খুনি কয়েদির শপথের সম্ভবতো কোন মূল্য নেই কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করুন : আমি মিথ্যে বলছি না।

আমি আর এন্ডি সে সময় নাগাদ বেশ ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম। আমাকে

www.BanglaBook.org

অভিভূত করেছিলো সে। পোস্টারের ঘটনার দিকে ফিরে তাকালে সেখানে একটা ঘটনা আমার চোখে ভেসে উঠে, আমি তখন সেটা আপনাদের ঠিক বলে উঠতে পারিনি।

রিতাকে ঝুলিয়ে দেওয়ার পাঁচ সপ্তাহ পরে (ততোদিনে এটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম আমি, এবং অন্য কারবারে জড়িয়ে পড়েছিলাম) এরনি আমার সেলের গরাদ দিয়ে একটি ছোট বাক্স গলে দিয়েছিলো। ডিফ্রেন দিয়েছে, নিচু স্বরে বলেছিলো সে।

'ধন্যবাদ এনরি।' আমি এনরিকে কেমেলের আধ প্যাকেট দিয়েছিলাম।

জিনিসটা কি হতে পারে, বাক্সের ঢাকনা সরাতে সরাতে ভাবছিলাম আমি। ভিতরে অনেক সাদা তুলো ছিলো, এবং তার নিচে...আমি দীর্ঘ সময় তাকিয়ে ছিলাম। কয়েক মিনিটের জন্য এমন হয়েছিলো যেন আমি জিনিসগুলো ধরতে সাহস করছিলাম না, এতো সুন্দর ছিলো ওগুলো।

দুই টুকরো সিলিকা পাথর ছিলো বাক্সের ভেতরে। দুটোই কেটে ফালি কাঠের মতো করে খুব যত্ন করে মসৃণ করা হয়েছিলো আর লোহার জ্বলজ্বলে সোনালী আস্তরণ দেওয়া হয়েছিলো। যদি এগুলো এতো ভারী না হতো তাহলে ছেলেদের শার্টের এক জোড়া কাফলিং হিসেবে ব্যবহার করা যেত–এগুলো দেখতে এতো কাছাকাছি ছিলো যেন প্রায় মেলানো জোড়া। কি পরিমাণ শ্রম দিতে হয়েছে জিনিস দুটো তৈরি করতে? লাইট আউটের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রথমে কেটে আকার দিতে হয়েছে তারপরে রক–ব্লাংকেট দিয়ে মসৃণ করতে হয়েছে। জিনিস দুটোর দিকে তাকিয়ে আমার উষ্ণ অনুভূতি হয়েছিলো যেমনটা কোন নারী পুরুষ অনুভব করে কোন সুন্দরের দিকে তাকিয়ে। শ্রম দিয়ে বানানো কোন জিনিস সত্যিকার অর্থে আমাদের জন্তুদের থেকে আলাদা করে। আমার মনে হয়েছিলো আমি অন্য আরো কিছু অনুভব করছি। এক ধরনের শ্রদ্ধার অনুভূতি মানুষের পাশবিক অধ্যবসায়ের জন্য। কিন্তু আমি জানতাম না এন্ডি ডিফ্রেন কতোটা অধ্যবসায়ী হতে পারে আরো অনেক অনেক সময় পেরিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত।

১৯৫০ সালের মে মাসে সিদ্ধানত নেওয়া হয়েছিলো যে লাইসেন্স প্লেট ফ্যাক্টরির ছাদ পুনরায় আচ্ছাদিত করা হবে আলকাতরা দিয়ে। তারা কাজটা শেষ করতে চেয়েছিলো ঐ জায়গাটা খুব গরম হয়ে উঠার আগেই। এ কাজের জন্য তারা ভলেনটিয়ার চেয়েছিলো আর ভলেনটিয়ার নেওয়ার পরিকল্পনা ছিলো এক সপ্তাহের মধ্যেই।

সত্তর জনেরও বেশি কাজ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলো কারণ কাজটি ছিলো বাইরে আর মে মাস বাইরে কাজ করার জন্য চমৎকার। নয় দশজনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাম কতৃপক্ষের পছন্দ থেকে বাছাই করাই ছিলো। আমি আর এন্ডি অবশ্যই তাদের দুইজন ছিলাম।

আগামি সপ্তাহ থেকে সকালের নাস্তার পর আমরা মার্চ করতে করতে বেরিয়ে যাব শরীর চর্চার চত্বর থেকে, দু'জন গার্ড সামনে আরো দু'জন পেছনে থাকবে...সেই সাথে টাওয়ারের উপরে দাঁড়ানো গার্ডরা দূরবীন দিয়ে বেশ ভালো করেই আমাদের কাজের দিকে নজর রাখবে।

আমাদের মধ্যে চার জন একটা বড় মই বহন করবে সকালের এই কুচকাওয়াজগুলোতে। এই মই দেয়ালে লাগিয়ে বালতিতে করে আলকাতরা নিয়ে আমরা দালানের ছাদে উঠে যাবো। যদি এই বালতির কোনটা পিছলে গিয়ে আপনার উপরে পরে তাহলে সোজা হাসপাতালে যেতে হবে।

এ কাজে পাহাড়া দেওয়ার জন্য ছয়জন গার্ড নিয়োজিত করা হয়েছিলো। তাদের সবাইকে নেওয়া হয়েছিলো সিনিয়রিটির ভিত্তিতে। তাদের কাছে এটা ছিলো এক সপ্তাহের চমৎকার একটা ছুটির মতো। কারণ লন্ড্রিতে কিংবা প্লেট-শপে কিংবা কয়েদিদের ঝোপঝাড় পরিস্কার করার কাজের পাশে দাঁড়িয়ে ঘামার পরিবর্তে তারা নিচু ছাদের কিনারায় আরামে বসে মাঝে মাঝে কয়েদিদের কাজের তদারকি করছিলো।

তাদের আমাদের দিকে তেমন নজর রাখতে হতো না, কারণ দক্ষিনের দেওয়ালের সেনট্রি পোস্ট এতো কাছে ছিলো যে সেখানকার পাহারাদাররা চাইলে আমাদের গায়ে থুতু ছিটাতে পারবে। আমরা যারা ছাদের কাজে ছিলাম আমাদের কেউ যদি বোকার মতো পালানোর চেষ্টা করে তাহলে চার সেকেন্ডও লাগবে না .৪৫ কেলিবার মেশিন গান দিয়ে তাকে ঝাঁঝরা করে ফেলতে। সেই জন্যই আমাদের দায়িত্বে নিয়োজিত পাহারাদাররা শুধু বসে থাকতো আর আরাম করতো।

তাদের মাঝে বাইরান হেডলি নামে একজন লোক ছিলো। ১৯৫০ সালে তার শশাঙ্কে থাকার বয়স আমি যতোদিন ছিলাম তার চেয়েও বেশি ছিলো। এমন কি শেষ দুইজন ওয়ার্ডেন যতোদিন ছিলেন তা যোগ করলে যা হবে তার চেয়েও বেশি দিন ছিলো। ১৯৫০ সালে যে ব্যক্তি জেল পরিচালনা করছিলো তার নাম ছিলো জর্জ ডুনাহ। পিনাল এডমিনিস্ট্রেশনে একটা ডিগ্রী ছিলো তার। আমি যতদূর জানি কেউ তাকে পছন্দ করতো না, শুধু ব্যতিক্রম ছিলো যারা তার কাছ থেকে চাকরি পেয়েছিলো। তাকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয় ১৯৫৩ সালে, যখন আবিষ্কৃত হয় যে সে ডিসকাউন্টে মোটর গাড়ী মেরামতের কাজ করছে জেলের গ্যারাজে আর লভ্যাংশ বাইরান হেডলি আর গ্রেগ স্ট্যামাসের সাথে ভাগ করে নিচ্ছে। হেডলি আর স্ট্যামাস. অক্ষত থেকে ফাঁড়া কাটাতে

www.BanglaBook.org

পেরেছিলো–তারা অপকর্ম চাপা দিতে ঝানু ছিলো–কিন্তু চলে যেতে হয়েছিলো ডুনাহকে। তাকে চলে যেতে দেখে কেউ দুঃখ পায় নি, কিন্তু কেউ আবার সন্তুষ্টও হতে পারেনি গ্রেগ স্ট্যামাসকে তার জায়গা নিতে দেখে।

স্ট্যামাসের মুখে সব সময় এমন যন্ত্রণার ছাপ থাকতো যেন সে আর সংবরণ করতে পারছে না তাকে এখনই বাথরুমে যেতে হবে। স্ট্যামাস ওয়ার্ডেন হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় শশাঙ্কে অনেক নিষ্ঠুরতা হয়েছে। যদিও আমার কাছে প্রমাণ নেই, তবে আমার বিশ্বাস জেলের পূর্ব পাশের ঝোপঝাড়ের বনে আধা ডজনেরও বেশি দাফন সংগঠিত হয়েছে চন্দ্রালোয়। ডুনাহ খারাপ লোক ছিলো, কিন্তু গ্রেগ স্ট্যামাস ছিলো নিষ্ঠুর, বদমাশ, পাষাণ হৃদয়ের মানুষ। সে এবং বাইরান হেডলি ভালো বন্ধু ছিলো আর ওয়ার্ডেন হিসেবে জর্জ ডুনাহ কাগজের পুতুল ছাড়া কিছুই ছিলো না। স্ট্যামাস এবং স্ট্যামাসকে দিয়ে হেডলি আদতে জেলের প্রশাসন চালাতো।

হেডলি লম্বা লোক ছিলো। মাথার লাল চুল কমে এসেছিলো তার। সে পা ঘষে ঘষে হাঁটতো আর জোরে কথা বলতো। আপনি তার গতির সাথে তাল মেলাতে না পারলে আপনাকে আঘাত করতো সে। সেদিন ছিলো আমাদের ছাদের কাজের তৃতীয় দিন, সে মার্ট এন্টহুইসেল নামের আরেক গার্ডের সাথে কথা বলছিলো।

হেডলির চমৎকার কিছু ভালো খবর ছিলো, সেগুলো নিয়ে মেতেছিলো কথাবার্তা। একজন অকৃতজ্ঞ মানুষ ছিলো সে, কারো সাথেই ভালো করে কথা বলতো না। ভাবতো সারা দুনিয়াই তার বিরুদ্ধে। তার জীবনের পুরোটা সময় পৃথিবী তার সাথে প্রতারণা করেছে আর যতোটা বাকী আছে সেটাও প্রতারণা করে কাটাতে পারলে খুশী হবে। আমি কিছু কারারক্ষী দেখেছি আমার মনে হয়েছে তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি ঋষিতুল্য। আমার মনে হয় এমনটা হয়েছে তারা তোলনা করতে সমর্থ হয়েছিলো, তাদের নিজেদের জীবন হয়তো সেটা দরিদ্র আর সংগ্রামের, তার সাথে যাদের পাহারা দেওয়ার জন্য রাজ্য তাদের টাকা দেয় তাদের জীবন। এই কারারক্ষীরা তোলনা করে কষ্ট পেয়েছিলো। অন্যরা পারেনি।

হেডলি মে মাসের রোদে আরামে বসে তার সৌভাগ্যের কথা ভাবতে পারতো যখন তার থেকে দশ ফুটেরও কম দূরত্বে একদল লোক কাজ করছিলো, ঘামছিলো। ফুটন্ত আলকাতরা ভর্তি বালতি নিয়ে কাজ করে হাত পুড়াচ্ছিলো। আপনি সেই পুরোনো প্রশ্নটার কথা মনে করতে পারেন। যখন আপনি উত্তর দিবেন তখন প্রশ্নকর্তা আপনার জীবনের বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি সজ্জায়িত করতে চেষ্টা করবে। বাইরান হেডলির জন্য সব সময়ই উত্তর হচ্ছে অর্ধেক খালি, গ্লাসের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অর্ধেক খালি। আপনি যদি তাকে আপেলের মদ পান করতে দেন, সে ভাববে হয়তো ভিনেগার। আপনি যদি তাকে বলেন তার স্ত্রী সব সময়ই তার প্রতি বিশ্বস্ত, সে আপনাকে বলবে কারণ তার স্ত্রী ভয়ানক কুৎসিত। যাই হোক সে বসে মার্ট এন্টহুইসেলের সাথে কথা বলছিলো এতোটা জোরে যে আমরা সবাই তা শুনতে পাচ্ছিলাম। তার চওড়া কপাল এরই মাঝে লালচে হয়ে উঠেছিলো রোদের আঁচে। সে পেছন দিকে ছাদের নিচু রেলিংয়ের উপরে এক হাত রেখেছিলো আর অন্য হাত তার পয়েন্ট ৩৮ এর বাটে।

মার্টের সাথে সাথে আমরাও গল্পটা শুনতে পাচ্ছিলাম। হেডলির বড় ভাই প্রায় চৌদ্দ বছর আগে টেক্সাসে চলে গিয়েছিলো আর গোটা পরিবার তখন থেকে তার কোন খবর জানতো না। তারা সবাই ভেবেছিলো সে মারা গিয়েছে। এখন এক দেড় সপ্তাহ আগে একজন আইনজীবী তাদের ফোন করেছে সেই সুদূর অস্টিন থেকে। হেডলির ভাই চার মাস আগে মারা গিয়েছে একজন ধনী লোক হিসেবে। তেল আর তেলের ইজারা থেকে টাকা আয় করেছে সে এবং প্রায় এক মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি রেখে গিয়েছে। না, হেডলি মিলিয়নিয়ার হয়ে যায়নি–তা হলে হয়তো সে ক্ষণিকের জন্য খুশি হতো–কিন্তু তার ভাই মেইনের তার পরিবারের প্রত্যেক জীবিত সদস্যের জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার করে উইল করেছিলো। সৌভাগ্যবান হওয়া এবং লটারির টিকিটের মতো হঠাৎ করে অনেক টাকা পেয়ে যাওয়া খারাপ না।

কিন্তু বাইরান হেডলির কাছে গ্লাস সব সময়ই অর্ধেক খালি। তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া টাকায় সরকার যে বড় রকমের একটা কামড় বসাবে এটা নিয়ে বেশি ভাগ সকালেই সে মার্টকে অভিযোগ করতো। 'তারা একটা নতুন কার কেনার মতো টাকা আমাকে ছেড়ে যাবে। তারপর কি হবে? কারের জন্য ট্যাক্স দিতে হবে। মেরামত আর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তো আছেই। তারপর বাচ্চারা কারে চড়ার জন্য বায়না ধরবে–'

'আর তারা চালাতেও চাইবে যদি তারা চালানোর মতো বড় হয়, বুড়ো এন্টহুইসেল জানতো রুটির কোন পাশে বাটার দেওয়া আর তাই সে বলেনি যা তার জন্য এবং আমাদের জন্যও বলা স্বাভাবিক ছিলো: যদি এই টাকাগুলো তোমার এতো দুচিন্তার কারণ হয় বাইরান তাহলে আমি নিয়ে নিচ্ছি। আসলে বন্ধুরা যদি কাজেই না লাগে তাহলে কি জন্যে?

'তা ঠিক তারা চালাতে চাইবে, চালানো শিক্ষতে চাইবে সেই কারে।' বাইরান বলেছিলো, 'তারপরে বছরের শেষে কি হবে? যদি ট্যাক্সের হিসেবে ভুল করো আর অতিরিক্ত টাকা পরিশোধ করার মতো অবশিষ্ট না থাকে তখন তোমাকে নিজের পকেট থেকে দিতে হবে আর নয়তো লোন এজেন্সিগুলো থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধার করতে হবে। তারা অডিট করবে যাই হোক এটা কোন ব্যাপার না। কিন্তু সরকার অডিট করবে, তুমি জানো তারা সব সময় বেশি নেয়।' উত্তরাধীকার সূত্রে পাওয়া পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার তার জন্য কেমন ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছে সেটা ভেবে সে গোমড়া মুখ করে চুপ করে গিয়েছিলো। এন্ডি ডিফ্রেন প্রায় পনের ফিট দূরে ব্রাশ দিয়ে আলকাতরা লাগাচ্ছিলো। এখন ব্রাশ বালতিতে ছুড়ে দিয়ে মার্ট আর হেডলি যেখানে বসেছিলো সেখানে হেঁটে গিয়েছিলো সে।

সতর্ক হয়ে উঠেছিলাম আমরা সবাই। আমি দেখেছিলাম কারারক্ষিদের আরেকজন, টিম ইয়াংব্লাড ঝুলে থাকা পিস্তলে হাত রেখেছিলো। সেন্ট্রি টাওয়ারের এক পাহারাদার চমকে তার পার্টনারের বাহুতে আঘাত করে দুজনেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিলো এন্ডি হয়তো গুলি খাবে কিংবা লাঠির মার। তখন সে শান্তভাবে হেডলিকে বলেছিলো: 'আপনি কি আপনার স্ত্রীকে বিশ্বাস করেন?' তার দিকে শুধু মাত্র এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো হেডলি। তার মুখ লাল হয়ে উঠছিলো আর আমি জানতাম এটা খারাপ লক্ষণ। প্রায় তিন সেকেন্ডের মধ্যে সে এন্ডির তলপেটে তার লাঠির গোড়া দিয়ে আঘাত করতে যাচ্ছে। সে জায়গায় জোরে একটা আঘাত আপনাকে মেরে ফেলতে পারে তারপরেও তারা সেখানে আঘাত করে। আর যদি আপনি মারা না জান আপনার মাথায় যে পরিকল্পনা ছিলো তা ভুলে যাওয়ার মতো দীর্ঘ সময় প্যারালাইজ হয়ে থাকবেন।

হেডলি বলেছিলো, 'আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি তুমি ঐ প্যাডটা তোলে নিয়ে এই ছাদ থেকে নেমে যাও।'

এন্ডি খুব শান্ত আর স্থির ভাবে তারদিকে তাকিয়ে ছিলো। বরফ শীতল ছিলো তার দৃষ্টি। মনে হচ্ছিলো সে শুনতে পায় নি। আমি প্রায় তাকে বলতে যাচ্ছিলাম কি বলা হয়েছে এবং ক্র্যাশ কোর্স দিতে যাচ্ছিলাম।

ক্র্যাশ কোর্স হচ্ছে কখনো গার্ডদের কথার মাঝে ঢুকে যাবে না যদি না তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় (সব সময়ই তাদের তাই বলবে যা তারা শুনতে চায় তারপরে আবার চুপ করে যাবে)। কালো মানুষ,সাদা মানুষ, লাল মানুষ, হলুদ মানুষ, জেলখানায় এগুলো কোন ব্যাপার না, কারণ আমাদের প্রত্যেকের সমতার চিহ্ন রয়েছে, কয়েদি। জেলখানায় প্রত্যেক কয়েদিই একজন নিগার। আপনাকে এই ধারনার সাথে মানিয়ে নিতে হবে যদি আপনি হেডলি আর স্ট্যামাসদের মতো লোকের থেকে বাঁচতে চান। এরা আপনাকে সত্যি মেরে ফেলবে আপনার উপরে দৃষ্টি পরার সাথে সাথে। যখন জেলে আছেন তখন আপনি রাজ্যের সম্পত্তি আর এ কথাটা যদি ভুলে যান, আপনার কপালে দুঃখ আছে। আমি মানুষজন চিনি যারা তাদের চোখ হারিয়েছে, হাত পায়ের আঙুল হারিয়েছে।

www.BanglaBook.org

আমি এক লোককে চিনি যে তার শিশ্নের অগ্রভাগ হারিয়েছে এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান ভেবেছে যে শুধুমাত্র অতোটুকুই হারিয়েছে সে। আমি এন্ডিকে বলতে চেয়ে ছিলাম ইতোমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। সে ফিরে গিয়ে ব্রাশ তুলে নিতে পারতো তারপরেও তার জন্য সেদিন রাতের শাওয়ারে তার বিপদ আছে। আমি তাকে বলতে চাচ্ছিলাম ইতোমধ্যে পরিস্থিতি যতো খারাপ হয়ে গেছে তার চেয়ে আর খারাপ করে তোল না।

আমি যা করতে পেরেছিলাম তাহলো ছাদে অনবরতো আলকাতরা লাগিয়ে চলে ছিলাম যেন কিছুই ঘটছে না।

সবার মতোই আমি প্রথমে নিজের স্বার্থ দেখেছি।

এন্ডি বলেছিলো, 'হয়তো আমার বলতে ভুল হয়েছে। আপনি তাকে বিশ্বাস করেন কিনা সেটা কোন ব্যাপার না। আসলো হচ্ছে আপনি বিশ্বাস করেন কি করেন না যে সে আপনার অজানতে আপনার ক্ষতি করবে।'

হেডলি, মার্ট, টিম ইয়াংব্লাড উঠে দাঁড়িয়ে ছিলো। হেডলির মুখ এতোটা লাল হয়ে উঠেছিলো যেন আগুনে পোড়া, 'তোর এক মাত্র সমস্যা হচ্ছে,' হেডলি বলেছিলো, 'কতোগুলো হাড়হাড্ডি এখনো ভাঙ্গেনি। হাসপাতালে গুণে নিতে পারবি তুই। এসো মার্ট আমরা একে ছাদের কোণা থেকে ফেলে দেই।'

টিম ইয়াংব্লাড তার পিস্তল হাতে নিয়েছিলো। আমরা বাকীরা আলকাতরা লাগিয়ে যাচ্ছিলাম পাগলের মতো।

তারা সত্যি সত্যি কাজটা করতে যাচ্ছিলো। হেডলি আর মার্ট আস্তে করে ছাদের উপর থেকে ফেলে দিতে যাচ্ছিলো তাকে।

ভয়াবহ দূর্ঘটনা ঘটেছে। ডিফ্রেন কয়েদি নাম্বার ৮১৪৩৩-SANk, কয়েকটি খালি বালতি নিয়ে নামার সময় মই থেকে পিছলে পরে গিয়েছে।

মার্ট তার ডান বাহু আর হেডলি বাম বাহু ধরেছিলো। এন্ডি বাধা দেয়নি এবং হেডলির লালচে মুখের উপর থেকে সামান্যের জন্যও চোখ সরায়নি।

'যদি স্ত্রীর প্রতি আপনার পূর্ননিয়ন্ত্রন থাকে মিঃ হেডলি,' সে একই রকম শান্ত গলায় বলেছিলো, 'তাহলে এই পুরো টাকাটা আপনার পকেটে না যাওয়ার কোন কারণ নেই। চূড়ান্ত হিসেব হবে মিঃ বাইরান হেডলি পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার আর সরকার শূন্য।'

মার্ট টেনে কোণার দিকে নিতে শুরু করেছিলো তাকে। হেডলি স্থির দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। মুহূর্তের জন্য এমন হলো যেন রশি টানা টানি খেলায় এন্ডি দু'জনের মাঝে রশি। তখন হেডলি বলেছিলো, 'মার্ট এক সেকেন্ড দেরি করো। তুই কি বলতে চাইছিস?'

'আমি বলতে চাইছি আপনার যদি স্ত্রীর উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে তাহলে আপনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে এই টাকাটা দিতে পারেন।'

'তুই ঠিক করে বুঝিয়ে বল নয়তো এখনই ফেলে দিচ্ছি।'

'সরকার স্বামী বা স্ত্রীকে মাত্র একবারের জন্য উপহার দেওয়ার অনুমতি দেয়।' এন্ডি বলেছিলো। 'এই উপহার দেওয়া যায় সর্বোচ্চ ষাট হাজার ডলার পর্যন্ত।'

হেডলি এমন ভাবে এন্ডির দিকে তাকিয়েছিলো যেন সে বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছে, 'ট্যাক্স ফ্রি?'

'ট্যাক্স ফ্রি।' এন্ডি বলেছিলো। 'IRS এক পয়সাও ছুঁতে পারবে না।'

'এ রকম একটা বিষয় তুই কি করে জানিস?'

টিম ইয়াংবাড বলেছিলো 'সে ব্যাংকার ছিলো, বাইরান। আমার মনে হয় জানতে পারে সে।'

'তুমি চুপ করো ট্রাউট,' তার দিকে না তাকিয়েই ধমকে উঠেছিলো হেডলি। টিম ইয়াংব্রাড সাথে সাথে চুপ মেরে গিয়েছিলো। অনেক গার্ড তাকে ট্রাউট বলে ডাকতো কারণ তার ছিলো মোটা ঠোঁট আর ফোলা চোখ। হেডলি এন্ডির দিকে তাকিয়ে ছিলো, 'বউকে গুলি করে মারা সেই স্মার্ট ব্যাংকার তুই। আমি কেন তোর মতো একজনকে বিশ্বাস করবো? যেন তোর পাশে এসে পাথর ভাঙ্গতে পারি, তাই? সেটা খুব ভালো লাগবে তোর, তাই না?'

এন্ডি শান্তভাবে বলেছিলো, 'আপনি যদি ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য জেলে যান, কোন জাতীয় চরিত্র সংশোধন কেন্দ্রে আপনাকে পাঠানো হবে শশাঙ্কে না। কিন্তু জেলে যাবেন না আপনি। স্বামী বা স্ত্রীকে দেওয়া ট্যাক্স ফ্রি উপহার সম্পূর্ণ বৈধ্য। আইনের ফাঁক ফোঁকরের মতো একটা ব্যাপার এটা। অসংখ্য মানুষকে এ কাজ করে দিয়েছি আমি।'

'আমার মনে হয় তুই মিথ্যা বলছিস,' হেডলি বলেছিলো। কিন্তু সে বলে নি–আপনি দেখেই বুঝতেন সে বলেনি। এক ধরনের অনুভূতির ছাপ পরেছিলো তার মুখে। জোর দিয়ে কথা বলে সমর্থন আদায়ের এক অদ্ভুত ছাপ ছিলো তার মুখ আর রোদে পোড়া ভ্রুতে।

'না, আমি মিথ্যে বলছি না। আর আপনারতো কোন দরকার নেই আমর কথা বিশ্বাস করার। একজন আইনজীবী নিয়োগ করুন–'

'এক ডাকাতের হাত থেকে বাঁচতে আরেক চোরের কাছে যাব!' হেডলি চিৎকার করে উঠেছিলো।

এন্ডি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিলো, 'তাহলে IRS এর কাছে যান। তারা আপনাকে একই কথা বলবে বিনে পয়সায়। আসলে আপনার আমাকে দরকার নেই এই কথা বলার জন্য। আপনি নিজেই দেখে নিতে পারবেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার তোর মতো বউ মারা স্মার্ট ব্যাংকারের কোন দরকার নেই।'

'আপনার একজন ট্যাক্স ল'ইয়ার অথবা ব্যাংকারকে লাগবে কাজটা করার জন্য,' এন্ডি বলেছিলো। 'অথবা আপনি যদি চান আমি খুশী মনে আপনাকে কাজটা করে দিতে পারি প্রায় বিনে পয়সায়। খরচ যা পরবে তা হলো আমার প্রত্যেক সহকর্মীকে তিনটা করে বিয়ার পান করাতে হবে–'

'সহকর্মী,' মার্ট অট্টহাসিতে ফেটে পরেছিলো। 'সহকর্মী, চমৎকার না? সহকর্মী! তুই নিবি না একটুও–?'

'চুপ করো,' গর্জে উঠেছিলো হেডলি। মার্ট চুপ মেরে গিয়েছিলো। আবার এন্ডির দিকে তাকিয়েছিলো হেডলি। 'তুই কি বলছিলি?'

'বলছিলাম আমি আমার সহকর্মীদের প্রত্যেকের জন্য তিনটা করে বিয়ার চাই যদি আপনার কাছে ন্যায্য মনে হয়।' এন্ডি বলেছিলো। 'আমার মনে হয় একজন পুরুষ নিজেকে আরো বেশি পুরুষ ভাবতে পারে যখন বসন্তে কাজ করার সময় পান করার সুযোগ পায়। এটা আমার নিজের ভাবনা। গলা দিয়ে চমৎকার ভাবে নেমে যায়। আর আমি নিশ্চিত আপনি তাদের কৃতজ্ঞতাও পাবেন।'

সে দিন যারা ছাদে ছিলো তাদের সাথে পরে কথা বলেছিলাম আমি–রেনি মার্টিন, লগান পিয়ার এবং পল বানসেইন্ট তাদের তিন জন ছিলো–আর আমরা সবাই তখন একই জিনিস দেখেছিলাম...একই জিনিস অনুভব করেছিলাম। হঠাৎ করেই সুবিধাজনক পশে চলে গিয়েছিলো এন্ডি। হেডলির কোমরে পিস্তল হাতে লাঠি ছিলো, হেডলির পেছনে ছিলো তার বন্ধু গ্রেগ স্ট্যামাস আর জেলের পুরো প্রশাসন ছিলো স্ট্যামাসের পেছনে আর জেলের প্রশাসনের পেছনে ছিলো রাজ্যের পুরো শক্তি, কিন্তু হঠাৎ করেই সেটাকে কোন ব্যাপার মনে হয় নি। আমি আমার বুকের ভেতরে এমন হৃদকম্পন অনুভব করেছিলাম যা আমি সেই ১৯৩৮ সালে যখন ট্রাক আমাকে আরো চার জনের সাথে গেইটের ভেতরে নিয়ে এসেছিলো এবং আমি শবীর চর্চার চত্বরে নেমে এসেছিলাম তখন থেকে আর করিনি।

এন্ডি সেই একই রকম পরিস্কার শান্ত চোখে হেডলির দিকে তাকিয়েছিলো। ব্যাপারটা শুধু মাত্র সেই পঁয়ত্রিশ হাজার ডলারের ছিলো না, আমরা সবাই একমত হয়েছিলাম। আমি পুরো ঘটনাটা বার বার ভেবেছি আর আমি জানি। এটা ছিলো একজন মানুষের বিরুদ্ধে আরেকজন মানুষের অবস্থান। এন্ডি শ্রেফ তার উপরে জোর খাটিয়েছিলো, ইন্ডিয়ান রেসলিংয়ে যেভাবে একজন শক্তিশালী মানুষ একজন দুর্বল মানুষের কোমরে ধাক্কা দিয়ে তাকে টেবিলের দিকে নিয়ে যায়। আপনিই দেখুন, এন্ডিকে ছাদের উপর থেকে ফেলে দিতে মার্টকে সম্মতি দিতে না পারার হেডলির কোন কারণ ছিলো না। তারপরেও এন্ডির পরামর্শ নিয়েছে সে।

www.BanglaBook.org

আমি একটা পরামর্শ দিবো আপনাকে IRS-এর কোন সমস্যা হবে না,' এন্ডি বলেছিলো। তার চোখ পলকহীন ভাবে হেডলির চোখের উপরে ছিলো। 'স্ত্রীকে উপহার দিন যদি আপনি নিশ্চিত থাকেন। আর আপনার যদি মনে হয় তার প্রতারণা করার কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে তাহলে আমরা কাজটা অন্য ভাবেও সারতে পারবো–'

'প্রতারণা করবে আমার সাথে?' কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করেছিলো হেডলি। 'আমার সাথে প্রতারণা! মিঃ ব্যাংকার আমি মাথা না নাড়লে একটা পাদ দিতে সাহস করবে না সে।'

মার্ট, ইয়াংব্লাড আর অন্যান্য কারারক্ষীরা বাধ্য ছেলের মতো মাথা নেড়ে ছিলো আর এন্ডি একটুও হাসে নি।

'আপনার যে ফরমটা লাগবে সেটার নাম লিখে দিব,' সে বলেছিলো। 'পোস্ট অফিসে পাবেন, তারপরে আমি পূরণ করে আপনার স্বাক্ষরের জন্য পাঠাব।'

বাদবাকী আমরা যারা আশেপাশে ছিলাম আমাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেডলি চেঁচিয়ে উঠেছিলো, 'তোরা এদিকে তাকিয়ে কি দেখিস? তাড়াতাড়ি হাত চালা।' তারপরে এন্ডির দিকে ফিরে তাকিয়েছিলো সে। 'তুমি এদিকে এসে আমার কথা ভালো করে শোনো : যদি কোন ভাবে আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা কর তাহলে সপ্তাহ শেষ হবার আগেই শাওয়ারে আমি তোমাকে দেখে নিবো।'

'হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি।' নরম স্বরে বলেছিলো এন্ডি।

আর সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলো। যে দিকে মোড় নিয়েছিলো ঘটনাটা, আমার থেকে অনেক ভালো ভাবেই সে বুঝেছিলো–আমাদের যে কারো থেকেই ভালোভাবে।

এইভাবে, কাজ শেষ হওয়ার আগের দিন যে কয়েদিরা প্লেট–শপ ফ্যাক্টরির ছাদে আলকাতরা লাগিয়েছিলো ১৯৫০ সালে বসন্তের সকাল দশটায় সারিবদ্ধ ভাবে বসে শশাঙ্ক জেলখানায় আসা এ যাবত কালের সবচেয়ে কঠোর কারারক্ষীর সরবরাহকৃত ব্ল্যাক লেভেল বিয়ার পান করেছিলো। বিয়ারটা প্রস্রাবের মতো গরম ছিলো তারপরেও এটা ছিলো আমার জীবনের সেরা। বসে পান করেছিলাম আমরা আর সূর্যের উত্তাপ উপভোগ করেছিলাম কাঁধের উপর। বিশ মিনিট টিকেছিলো বিয়ার পানের বিরতিটা আর সেই বিশ মিনিট নিজেদের মুক্ত মানুষ বলে অনুভব করে ছিলাম আমরা।

শুধুমাত্র এন্ডি পান করে নি। ইতোমধ্যেই আমি তার পান করার অভ্যাসের কথা বলেছি আপনাদের। পায়ের উপরে ভর রেখে সে ছায়ায় বসেছিলো। হাঁটুর

www.BanglaBook.org

উপরে রাখা ছিলো তার হাত। সে আমাদের দেখছিলো আর মুচকি হাসছিলো। আশ্চর্যের ব্যাপার কতো জন মানুষ তাকে সে ভাবে মনে করতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার সেদিন কর্মী দলে কতো জন লোক ছিলো যখন এন্ডি বাইরান হেডলির মুখোমুখি হয়েছিলো। মনে হয় আমরা নয় দশ জন ছিলাম, কিন্তু ১৯৫৫ সাল নাগাদ আমাদের প্রায় দুইশজন সেখানে ছিলো, হয়তো আরো বেশি...যদি আপনি বিশ্বাস করেন যা শুনছেন।

তাই যদি আপনি আমাকে সোজাসাপ্টা উত্তর দেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করেন, আমি একজন মানুষ না লিজেন্ডকে নিয়ে বলার চেষ্টা করছি যা একজন মানুষকে ঘিরে গড়ে উঠেছে, যেমনটা সামান্য এক কণা বালুকে ঘিরে মুক্তা তৈরি হয়–আমাকে অবশ্যই বলতে হবে উত্তরটা দুটোর মাঝখানে কিছু একটা।

আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি এন্ডি আমার মতো কিংবা অন্য কারো মতো নয় যাদেরকে আমি ভেতরে আসার পর থেকে চিনি। সে পাঁচশ ডলার কৌশলে সাথে করে নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু সেই সাথে অন্য আরো কিছু সাথে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলো সে। এক ধরনের নিজস্ব অনুভূতি যে শেষ পর্যন্ত সে বিজয়ী হবেই...অথবা নিজেকে মুক্ত ভাবার বোধ, এমন কি এই ধূসর পাঁচিলের ভেতরেও। এটা ছিলো এক ধরনের অন্তরের আলো যেটা তার চার পাশে বয়ে বেড়াতো সে। আমি শুধু একবারের জন্য তার এই আলোটা হারানোর কথা জানি। আর সেটাও এই গল্পের একটা অংশ।

এন্ডির সিসটারদের নিয়ে আর কোন সমস্যা হয় নি। স্ট্যামাস আর হেডলি তাদের কথা প্রচার করে দিয়েছিলো। তাদের দু'জন কিংবা অন্য কোন কারারক্ষী যদি এন্ডির আন্ডারওয়ার থেকে এক ফোঁটা পরিমাণও রক্ত পরতে দেখে তাহলে শশাঙ্ক জেলখানার প্রত্যেক সিসটার সে রাতে মাথা ব্যথা নিয়ে ঘুমোতে যাবে। প্লেট শপের ছাদের সেদিনের ঘটনার পরে এন্ডি এন্ডির পথে হেঁটেছে আর সিসটাররা সিসটারদের।

তখন থেকে সে লাইব্রেরিতে কাজ করতে শুরু করেছিলো ব্রুকস হেটলেন নামের এক বুড়ো কয়েদির অধীনে। সেই বিশের দশকের শেষের দিকে হেটলেন এই কাজটা পেয়েছিলো কারণ তার পেটে কলেজের বিদ্যে ছিলো। যদিও ব্রুকসির ডিগ্রি ছিলো এ্যানিমাল হাসবেনড্রি বিষয়ে, তারপরেও শশাঙ্কের মতো কম শিক্ষিতের দঙ্গলে কলেজের বিদ্যে এতো দুষ্প্রাপ্য যে বাছা বাছির অবকাশ ছিলো না।

পোকার খেলায় হেরে যাওয়ার পরে তার স্ত্রী আর কন্যাকে খুন করেছিলো ব্রুকস। তাকে প্যারোল প্রদান করা হয়েছিলো ১৯৫২ সালে। সব সময় যা হয়, রাজ্য তার সকল বিচার বিবেচনা বোধ দিয়ে তাকে এমন বয়সে মুক্তি দিয়েছিলো

www.BanglaBook.org

যখন তার সমাজের কার্যকর সদস্য হওয়ার বয়েস অনেই আগেই পেরিয়ে গিয়েছে। যখন সে মসৃণ সুট আর ফ্রেন্স সু পরে খুড়িয়ে খুড়িয়ে মেইন গেইট পেরিয়ে এসেছিলো তখন তার বয়েস আটষট্টি আর আর্থ্রাইটিসে ধরেছে। এক হাতে পেরোলের কাগজ আর অন্যটায় গ্রেহাউন্ড বাসের একটি টিকিট নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গিয়েছিলো সে। শশাঙ্ক ছিলো তার দুনিয়া। জেলের ভিতরে ব্রুকি কিছুটা হলেও গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলো। সে লাইব্রেরির প্রধান ছিলো এবং শিক্ষিত লোক বলে লোকে কদর করতো। যদি সে কিটারি লাইব্রেরিতে গিয়ে কাজ চায়, তারা তাকে লাইব্রেরির কার্ডও দিবে না। আমি শুনেছিলাম ফ্রি পোর্টওয়েতে দরিদ্র বৃদ্ধেদের থাকার একটি বাড়িতে ১৯৫২ সালে থাকতো সে। সেখানে আমার ধারনার চেয়ে ছয়মাস বেশি সময় বেঁচে ছিলো সে। রাজ্য তাকে ভেতরে থাকতে অভ্যস্ত করেছিলো তারপরে ছুড়ে দিয়েছিলো বাইরে।

এন্ডি ব্রুকসের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলো এবং তেইশ বছরের জন্য প্রধান লাইব্রেরিয়ান ছিলো। সে ঠিক একই রকম ইচ্ছে শক্তির ব্যবহার করেছিলো লাইব্রেরির জন্য তার প্রয়েজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে যেমনটা আমি তাকে বাইরান হেডলির উপরে ব্যবহার করতে দেখেছিলাম। আমি দেখেছি তাকে রিডার ডাইজেস্ট আর ন্যাশনাল জিওগ্রাফি সারিবন্দ করে (যেটায় এখনো তারপিনের গন্ধ পাওয়া যায়, কারণ ১৯২২ সালের আগ পর্যন্ত এটা রংয়ের সরঞ্জাম রাখার খুপরি ঘর ছিলো) রাখা একটি ছোট রুমকে ধীরে ধীরে নিউ ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ জেল লাইব্রেরিতে পরিণত করতে।

ধাপে ধাপে কাজ করেছিলো সে। একটি সময়ে মাত্র একটি পদক্ষেপই নিতো। সে দরজার বাইরে সাজেসন বক্স ঝুলিয়েছিলো। তারপর ধর্য্য ধরে বেছে বেছে বাদ দিয়েছিলো হাস্যকর সাজেশনগুলো। নিউ ইয়র্কের তিনটি প্রধান বুক ক্লাবকে চিঠি দিয়েছিলো সে এবং দু'টোর কাছ থেকে সারা পেয়েছিলো। দ্য লিটারারি গ্লিড এবং দ্য বুক অব দ্য মানথ ক্লাব তাদের প্রধান নির্বাচিত সংখ্যাগুলো বিশেষ সস্তা দামে দিতে সম্মত হয়েছিলো আমাদের। সে সাবান আর কাঠের কাজ, হাতসাফাই, তাসের সলিটারী খেলা এসবের তথ্যের উপরে আগ্রহ খোঁজে পেয়েছিলো। এসব বিষয়ে যতো বই তার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিলো করে ছিলো সে। এবং জেলের দুইটি অপরিহার্য পণ্য, ইরি স্ট্যানলে গার্ডেনার আর লুইস লামার রেখেছিলো। আর হ্যাঁ সে এক বাক্স বেশ মসলাদার পেপারব্যাক বই রেখেছিলো চেক আউট ডেস্কের নিচে, ওগুলো সে বেশ সতর্কতার সাথে ধার দিতো এবং সব সময় নিশ্চিত করতো যেন ওগুলো ফিরে আসে। এমন কি এ ধরনের বইয়ের যতো নতুন সংগ্রহ আসতো সবই খুব তাড়াতাড়ি পড়ে পুরোনো ছেঁড়া ছেঁড়া হয়ে যেত।.

www.BanglaBook.org

১৯৫৪ সাল থেকে অগাস্টার সিনেটে চিঠি দিতে শুরু করেছিলো সে। সে সময় স্ট্যামাস ওয়ার্ডেন ছিলো, সে এন্ডির সাথে এমন ভাব করতো যেন একটা মাসক্ট সে। সে কখনো এন্ডির কাঁধে পিতৃসুলভ হাত রাখতো অথবা নিতম্বে চিমটি কাটতো। কিন্তু এন্ডি কারো মাসক্ট ছিলো না। সে এন্ডিকে বলেছিলো হয়তো বাইরের দুনিয়ায় ব্যাংকার ছিলো সে, কিন্তু তার জীবনের ঐ অংশটা দ্রুত অতীত হয়ে যাচ্ছে আর সে ভালো করবে জেলের জীবনকে আঁকড়ে ধরলে।

অগাস্টার রিপাবলিকান রোটারীয়ানরা কর দাতাদের টাকায় জেলখানা এবং সংশোধন সংক্রানতো খাতে মাত্র তিন ধরনের খরচের ব্যপারে উৎসাহী। এক নাম্বার হচ্ছে দেয়াল নিমার্ণ, দুই নাম্বার হচ্ছে আরো গরাদ দেওয়া, আর তিন নাম্বার হচ্ছে আরো গার্ড নিয়োগ দেওয়া। রাজ্য সিনেটের মাথা ব্যথা অনুযায়ী বললে, স্ট্যামাস ব্যাখ্যা করেছিলো, থমাস্ট্যান, শশাঙ্ক, পিটসফিল্ড আর দক্ষিণ পোর্টল্যান্ড হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে লোকদের আবাস। তারা এখানে কঠিন সাজা ভোগ করে এবং ঈশ্বর আর যিশুর দোহাই তারা এখানে কঠিন সাজাই ভোগ করবে। তাদের রুটিতে যদি কয়েকটা পোকা পাওয়া যায়, খুব বেশি খারাপ হবে কী?

এন্ডি তার ছোট হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করে ছিলো স্ট্যামাসকে যদি একটি কংক্রিটের ব্লকে বছরে একবার করে এক ফোঁটা পানি দশ লক্ষ্য বছর ধরে পরে তা হলে কি ঘটবে?

স্ট্যামাস হেসে এন্ডির পিঠে চাপড় দিয়ে বলেছিলো, 'তুমি দশ লক্ষ বছর পাবে না। তারপরেও যদি তুমি করো, আমার বিশ্বাস তুমি করবে মুখে একই রকম ছোট হাসি ধরে রেখে। যাও তুমি চিঠি লিখ। এমন কি আমি পোস্টও করে দিবো যদি তুমি ডাকটিকিটের দাম দাও।'

এন্ডি তাই করেছিলো। আর শেষ হাসিটা সেই হেসেছিলো যদিও স্ট্যামাস আর হেডলি আশেপাশে ছিলো না তা দেখার জন্য। লাইব্রেরি ফান্ডের জন্য এন্ডির অনুরোধ গতানুগতিক প্রত্যাখাত হয়েছে ১৯৬০ সালের আগ পর্যন্ত, এ সময় দুইশ ডলারের একটি চেক পায় সে। সিনেট সম্ভবতো প্রশংসা করেছিলো এই আশায় হয়তো সে শান্ত হয়ে এবং নিবৃত হবে। আর এন্ডি অনুভব করেছিলো যাক শেষ পর্যন্ত এক পা দরজায় রাখা গেছে। সে তার চেষ্টা দ্বিগুন করেছিলো ; সপ্তাহে দুটো চিঠি লিখতে শুরু করেছিলো একটার পরিবর্তে। ১৯৬২ সালে সে চারশ ডলার পেয়েছিলো এবং এই দশকের বাকি বছরগুলোতে লাইব্রেরি সাতশ ডলার করে প্রত্যেক বছর নিয়মিত পেয়েছিলো। এমনকি ১৯৭১ সাল নাগাদ তা বেড়ে এক হাজার ডলার হয়েছিলো। তেমন কিছুই না আপনাদের গড়পড়তা ছোট শহরের লাইব্রেরিগুলো যা পায় সে তোলনায়, কিন্তু আমার মনে হয় হাজার

www.BanglaBook.org

ডলার বেশ অনেক টাকা ব্যবহার করা পেরি ম্যাসন স্টোরি আর জেক লগান ওয়েস্টার্ন কেনার জন্য। এন্ডি যে সময় চলে গেছে তখন আপনি লাইব্রেরিতে গিয়ে খোঁজলে আপনার প্রয়োজনের প্রায় যেকোন জিনিস পেতেন। আর যদি আপনি নাও পান ভালো সুযোগ ছিলো এন্ডি আপনাকে তা সংগ্রহ করে দিতো।

এখন আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন নিজেকে এতো কিছু হয়েছে শুধু এই কারণে যে এন্ডি বাইরান হেডলিকে তার হঠাৎ উত্তরাধীকার সূত্রে পাওয়া টাকাগুলোর কর ফাঁকি দেবার পথ বাতলে দিয়ে ছিলো তাই। উত্তর হ্যাঁ...না। সম্ভবতো আপনি নিজেই বের করতে পারবেন কি ঘটেছিলো।

কথা রটে গিয়েছিলো যে শশাঙ্কে এমন একজন আছে যে অবলীলায় বিস্ময়কর ভাবে টাকা কমাতে পারে। ১৯৫০ সালের বসন্তের শেষর দিকে এবং গ্রীষ্মে এন্ডি দুইটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছিলো গার্ডদের জন্য যারা তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য কলেজের শিক্ষা নিশ্চিত করতে চায়। সে আরো কয়েজন গার্ডকে পরামর্শ দিয়েছিলো, তারা ঝুঁকিহীন বিনিয়োগ করতে চেয়েছিলো কমন স্টকে। চমৎকার সাফল্য লাভ করেছিলো তারা। একজন এতো ভালো করেছিলো যে দুই বছর পরে সে আর্লি রিটায়ারমেন্টে চলে গিয়েছিলো। ১৯৫১ সালে এন্ডি শশাঙ্কের প্রায় অর্ধেক গার্ডের ট্যাক্স রির্টান করে দিয়েছিলো এবং ১৯৫২ সালে প্রায় সবার। সে মাইনে পেয়েছিলো সম্ভবতো জেলের সবচেয়ে মূল্যবান মুদ্রা : সুনাম।

পরবর্তীতে, গ্রেগ স্ট্যামাস ওয়ার্ডেনের দায়িত্ব নেওয়ার পরে, এন্ডি পরিণত হয়েছিলো আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে–কিন্তু আমি যদি আপনাকে ঠিক মতো বলার চেষ্টা করি কি করে হয়েছিলো তাহলে আমাকে অনুমানে বলতে হবে। কিছু কিছু বিষয় আছে আমি জানি আর অন্যগুলো আমি শুধু অনুমান করতে পারি। আমি জানি কিছু কয়েদি ছিলো যারা সব ধরনের বিশেষ সুবিধা ভোগ করতো–যেমন তাদের সেলে রেডিও থাকতো, অতিরিক্ত মানুষ দেখা করার সুযোগ পেতো–বাইরে মানুষ ছিলো যারা তাদের এই বিশেষ সুবিধা ভোগের পিছে পয়সা ঢালতো। এ রকমের মানুষরা কয়েদিদের কাছে 'দেবদূত' নামে পরিচিত ছিলো।

যেভাবে সাধারণতো কাজটা হতো দেবদূত কোন একজন মধ্য পর্যায়ের গার্ডকে ঘুষ দিতো, এবং গার্ড প্রশাসনের উপর নিচ উভয় ধাপে সেই তেল ছড়িয়ে দিতো। তারপর ডিসকান্ট কৃত মূল্যে মোটর গাড়ি মেরামতের কাজ ছিলো যেটা ওয়ার্ডেন ডুনাহকে ভূপাতিতি করেছিলো। এটা কিছু দিনের জন্য চাপা ছিলো তারপরে আগের যেকোন সময়ের চেয়ে জোরেশোরে শুরু হয়েছিলো পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে। এবং কিছু ঠিকাদার ছিলো যারা জেলের কাজ করতো তারা সময় সময় প্রশাসনের বড় সাহেবদের ঘুষ দিতো। আমি বেশ নিশ্চিত এই একই ব্যাপার ঐ কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রেও একদম সত্যি যাদের

www.BanglaBook.org

যন্ত্রাংশ কেনা হয় এবং সংযোগ করা হয় লন্ড্রিতে, লাইসেন্স প্লেট শপে (গাড়ির রেজিস্ট্রশন নাম্বার লিখার প্লেট তৈরির কারখানা) এবং স্ট্যামপিং মিলে। স্ট্যামপিং মিল ১৯৬৩ তে স্থাপন করা হয়েছিলো।

ষাটের দশকের শেষের দিকে আরেকটি রমরমা ব্যবসায় ছিলো, সেটা হলো পিলের। প্রশাসনের একই লোকেরা জড়িত ছিলো এবং এটা তাদের অবৈধ আয়ে বড়সর পরিমাণ যোগ করেছিলো। টাকার বিরাট স্তূপ না যেমনটা সত্যিকারের বড় জেলখানা যেমন স্যাম কুয়েনটিনে চারপাশে উড়ে, কিন্তু সামান্যও না। টাকা নিজেই কিছু সময় পরে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আপনি চাইলেই সেগুলো ওয়ালেটে পুরতে পারেন না এবং যখন পেছনের উঠোনে পুল কিংবা বাড়িতে বাড়তি অংশ বানানোর সময় ছেঁড়া ফাঁটা ভাঁজ হওয়া দশ বিশ টাকার নোটের ছড়া বের করে আনতে পারেন না। একবার যখন আপনি একটা নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করে যাবেন আপনাকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে এই টাকা কোথা থেকে আসলো...ব্যাখ্যা যথেষ্ট পরিমাণ সন্তোষজনক না হলে জেলের কয়েদির নাম্বারাওয়ালা পোশাক আপনার শেষ পরিণতি হবে।

এই জন্য এন্ডির সার্ভিসের প্রয়োজন ছিলো তাদের। তারা তাকে লন্ড্রি থেকে বের করে এনে লাইব্রেরিতে বসিয়েছিলো। কিন্তু আপনি যদি এটা অন্য দৃষ্টি কোণ থেকে দেখেন, তারা কখনোই তাকে লন্ড্রি থেকে বাইরে আনতো না। তারা তাকে ময়লা কাপড় পরিষ্কারেই ব্যস্ত রাখতো নোংরা নোটা পরিষ্কারের পরিবর্তে। সে ঢুকে পরেছিলো স্টক, বন্ড ট্যাক্স ফ্রি মিউনিসিপালের ভিতরে। সে আমাকে একবার বলেছিলো, প্লেট শপের ছাদের ঘটনার প্রায় দশ বছর পরে, যে সে কি করছিলো সে ব্যাপারে তার বেশ পরিস্কার ধারনা ছিলো, তাই তার মানসিক অবস্থা তোলনামূলক ভাবে নিরুদ্বেগ ছিলো। তাকে শশাঙ্কে পাঠানোর কথা বলা হতো না, সে বলে চলেছিলো; সে একজন নিরীহ মানুষ ছিলো, যদিও কোন মিশনারী কিংবা সমাজ সেবক ছিলো না। বড় রকমের দুর্ভাগ্যের শিকার সে, 'তা ছাড়া, রেড' সে দেঁতো হাসি দিয়ে আমাকে বলেছিলো, 'এখানে আমি যা করছি তা বাইরে যা করতাম তার চেয়ে খুব একটা আলাদা না। যে মানুষগুলো এ জায়গাটা চালায় তারা বেশির ভাগই আহাম্মক আর নিষ্ঠুর শয়তান। বাইরের দুনিয়ার যে মানুষগুলো চালায় তারাও নিষ্ঠুর শয়তান, কিন্তু এতোটা আহাম্মক না কারণ যোগ্যতার মানদণ্ড সেখানে কিছুটা উপরে। বেশি না কিন্তু সামান্য।'

'কিন্তু পিল,' আমি বলেছিলাম। 'আমি তোমাকে তোমার ব্যবসায়ের কথা বলতে যাব না, কিন্তু পিল আমাকে চিন্তিত করে। এগুলো আমি কখনোই নিব না। কখনোই না।'

'না,' এন্ডি বলেছিলো। 'আমি নিজেও পিল পছন্দ করি না। কখনো নেইনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু আমি তো সিগারেট কিংবা বোজও নেই না। আমি পিলের জন্য সাফাই গাইছি না কিংবা পিলের ব্যবসায় চালাচ্ছি না। আমি এগুলো ভিতরে আনি না, এবং একবার যখন ভিতরে চলে আসে আমি এগুলো বিক্রিও করি না। বেশি ভাগ ক্ষেত্রেই গার্ডরা কাজটা করে।'

'কিন্তু–'

'হুঁ, আমি জানি। ওখানে একটা সুন্দর লাইন আছে। সেটা নিচের দিকে নেমে গেছে। রেড, কিছু লোক আছে যারা কোন ভাবেই তাদের হাত একদম নোংরা করতে চায় না। এটাকে বলে সাধুতা। বিপরীত দিকের চরম পর্যায় হচ্ছে সব রকমের ময়লা আবর্জনা গায়ে মাখা। এক ডলারের জন্যও যে কোন ধরনের কাজে জড়িত হওয়া–বন্দুক, সুইচব্লেড, হেরোইন। তোমার কাছে কখনো কোন কয়েদি এসে চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে?'

সম্মতি সূচক মাথা নেড়েছিলাম আমি। এতো বছর ধরে এমনটা অনেকবার হয়েছে।

'তুমি তো আসলে জিনিস সংগ্রহ করে দেওয়ার মানুষ। তারা ভাবে যদি তুমি তাদের ট্রানজিস্টরের জন্য নয় বোল্টের ব্যাটারী কিংবা এক কার্টন লুকিস কিংবা রেফারের একটা লিড সংগ্রহ করে দিতে পার। তুমি তাদের একজন মানুষের সংস্পর্শে নিয়ে আসতে পার যে ছুরি ব্যবহার করবে।'

'নিশ্চয় তুমি,' এন্ডি সম্মত হয়েছিলো। 'কিন্তু তুমি তা করবে না। কারণ মানুষরা আমাদের পছন্দ করে, রেড। আমরা জানি এখানে একটি তৃতীয় সুযোগ আছে। একটা বিকল্প হচ্ছে পুত পবিত্র থাকা অথবা ময়লা আবর্জনা গায়ে মাখা। পৃথিবীর সব জায়গাতে এই বিকল্পটা আছে। তুমি কি পাচ্ছ সেটা দেখে নিয়ে চলার পথে ভারসাম্য আনতে হবে। দুটো খারাপের মধ্যে থেকে অপেক্ষাকৃত কমটাকে বেছে নিতে হবে এবং তোমার ভালো উদ্দেশ্যকে সামনে রাখতে চেষ্টা করতে হবে। আমার মনে হয় তুমি কতোটা ভালো করছো তার বিচার করো রাতে কতো ভালো ঘুমাও তার উপরে ভিত্তি করে–আর তোমার স্বপ্নগুলো কেমন।'

'ভালো উদ্দেশ্য,' আমি বলে হেসেছিলাম। 'আমি এন্ডির দিকটা সব জানি।'

'তুমি কি বিশ্বাস করো না এটা,' মলিন মুখে বলেছিলো সে। 'এমনটাই এখানে হচ্ছে এই শশাঙ্কের ভেতরে। তারা পিল বিক্রি করে আর আমি বলে দেই সেই পয়সা কড়িগুলোর কি করতে হবে। আমার কিন্তু লাইব্রেরিও আছে, এবং আমি দুই ডজনের বেশি মানুষকে চিনি ঐখানকার বইগুলো ব্যবহার করছে হাইস্কুলের সমমাণের পরীক্ষায় পাস করার জন্য। হয়তো তারা যখন এখান থেকে বেরিয়ে যাবে তারা কোন ভাবে সমর্থ হবে এ বিদ্যা কাজে লাগাতে। সেই ১৯৫৭

www.BanglaBook.org

সালে যখন আমাদের ঐ দ্বিতীয় রুমটা দরকার ছিলো, আমি ওটা পেয়েছিলাম কারণ আমাকে খুশী রাখতে চেয়েছিলো তারা। আমি সস্তায় কাজ করি। আর এটাই আমাদের মাঝের লেনদেন।'

'আর তুমি তোমার প্রাইভেট কোয়াটার পাচ্ছ।'

'নিশ্চয়ই। এভাবে কাজ করতে পছন্দ করি আমি।'

জেলের জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছিলো পুরো পঞ্চাশের দশক জুরে এবং এটা প্রায় বিস্ফোরিত হয়েছিলো ষাটের দশকে। কিন্তু এ পুরো সময়ে কখনোই এন্ডির কোন সেল মেট ছিলো না; শুধু বিশালাকার চুপচাপ স্বভাবের ইন্ডিয়ান নরডেমেন ছাড়া (শশাঙ্কের সব ইন্ডিয়ানের মতো তাকেও সর্দার বলে ডাকা হতো) কিন্তু নরডেমেন বেশি দিন থাকেনি। দীর্ঘ সময়ের সাজা প্রাপ্ত অন্য কয়েদীরা এন্ডিকে পাগল ভাবতো, কিন্তু এন্ডি শুধু হাসতো এতে। এন্ডি একা থাকতো এবং সেভাবে থাকতেই পছন্দ করতো...এবং সে যেরকম করে বলেছিলো, তারা তাকে খুশী রাখতে পছন্দ করে। সে সস্তায় কাজ করে।

জেলের সময় খুব ধীরে ধীরে যায় কখনো কখনো মনে হবে থেমে আছে, কিন্তু তারপরেও কেটে যায়। জর্জ ডুনাহ দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিয়েছিলো পত্রিকার নোংরা কলঙ্কজনক শিরোনাম হয়ে। স্ট্যামাস তার জায়গা অধিকার করেছিলো এবং ছয় বছরের জন্য শশাঙ্ক প্রায় এক রকমের দোজখ হয়েছিলো। গ্রেগ স্ট্যামাসের শাসনামলে হাসপাতালের বিছানাগুলো আর সলিটারি উইংয়ের সেলগুলো সব সময় ভর্তি থাকতো।

একদিন ১৯৫৮ সালে একটা ছোট সেভ করার আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম একজন চলিশ বছরের বুড়ো আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে আছে। সেই ১৯৩৮ সালে একজন বালক ভিতরে এসেছিলো, বড় লাল জটা চুলের এক বালক, বিবেকের দংশনে আধা উন্মাদ হয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবছিলো সে। সেই বালক চলে গেছে। সেই লাল চুল হয়ে গেছে আধা ধূসর এবং কমে যেতে শুরু করেছে। বলি রেখা পরেছে চোখের চারপাশে। সেদিন আমি একজন মানুষকে দেখতে পেয়েছিলাম ভেতরে যে তার বেরিয়ে যাওয়ার সময়ের অপেক্ষায় আছে। এতে ভয় পেয়েছিলাম আমি। জেলের ভেতরে বন্দী থেকেই কেউ বুড়িয়ে যেতে চায় না। স্ট্যামাস চলে গিয়েছিলো সেই ১৯৫৯ সালের শুরুর দিকে।

কিছু অনুসন্ধানী রিপোর্টার চারপাশে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছিলো। আবারো অপকর্ম টেনে বের করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো তারা, কিন্তু তার আগেই পালিয়েছিলো স্ট্যামাস। যদি তাকে ধরে বন্দী করা হতো হয়তো এখানেই আসতে হতো তাকে। যদি এমন হতো হয়তো সর্বোচ্চ পাঁচ ঘণ্টা সে টিকতো। বাইরান হেডলি দুই বছর আগেই চলে গিয়েছিলো। হার্ট এ্যাটাক হয়েছিলো তাই

www.BanglaBook.org

আর্লি রিটায়ার্মেন্ট নিয়েছিলো সে। স্ট্যামাসের ব্যপারটার কোন আঁচ এন্ডির গায়ে লাগেনি। ১৯৫৯ সালে একজন নতুন ওয়ার্ডেন, এ্যাসিসটেন্ট ওয়ার্ডেন, প্রধান গার্ড নিযুক্ত করা হয়েছিলো। পরের আট মাসের মতো সময়ের জন্য এন্ডি আবার অন্যসব কয়েদিদের মতো ছিলো, সাধারণ। সে সময়ে নরমেডেন এন্ডির সাথে শেয়ার করে একই সেলে থাকতো। তারপরে সব কিছু যখন আবার নতুন করে শুরু হলো, সরিয়ে নেওয়া হয়েছিলো নরমেডেনকে এবং এন্ডি আগের মতো একা থাকতে শুরু করেছিলো। আসলে উপরের মহলের নাম পরিবর্তন হয়েছিলো কিন্তু কর্মে তাদের পরিচয় একই ছিলো।

নরমেডেনের সাথে আমার একবার এন্ডির বিষয়ে কথা হয়েছিলো। 'ভালো মানুষ সে,' নরডেমেন বলেছিলো। তার কথা বোঝা বেশ শক্ত ছিলো কারণ ঠোঁট আর তালু কাটা ছিলো তার। কিছুটা জড়ানো ভাবে তার সব কথা বেরিয়ে আসতো।

'সেখানে আমার ভালো লেগেছিলো। সে কখনো মজা করে নি। কিন্তু আমি আপনাকে বলতে পারি, সে কখনো চায়নি সেখানে থাকি আমি।' তারপরে বেশ জুরেশোরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিলো, 'আমি চলে যেতে পেরে খুশী। সেলটা অনেক গোমট আর ঠান্ডা। কাউকে সে তার জিনিস স্পর্শ করতে দেয় না। সেটা ঠিক আছে। ভালো মানুষ সে।'

রিতা হেইওয়ার্থ এন্ডির সেলে ঝুলেছিলো ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত, যদি আমি ঠিক ঠাক মনে করতে পেরে থাকি। তারপরে ঝুলেছিলো মেরিলিন মনরো, ছবিটা ছিলো সেভেন ইয়ার ইচ সিনেমা থেকে নেওয়া, যেখানে সে একটা সাবওয়ের ঝাঁঝরির পাশে দাঁড়ানো আর গরম বাতাসে তার স্কার্ট দোলছে। মেরিলিন টিকেছিলো ১৯৬০ সালের আগ পর্যন্ত, সে কোণা দিয়ে বেশ ছিড়ে গিয়েছিলো যখন এন্ডি জেন ম্যান্সফিল্ডকে দিয়ে তাকে বদল করে। মাত্র এক বছরের মতো সময়েই তাকে পাল্টানো হয়েছিলো একজন ইংলিশ অভিনেত্রীকে দিয়ে...সম্ভবতো হেজেল কোর্ট কিন্তু আমি নিশ্চিত না। ১৯৬৬ সালে সেটা নামিয়ে ঝুলানো হয়েছিলো র‍্যাকুলেন ওয়েলচকে। সে এন্ডির সেলে ঝুলেছিলো রেকর্ড ধরে ছয় বছর। সেখানে ঝুলানো শেষ পোস্টারটি ছিলো সুন্দরী কান্ট্রি রক গায়িকা লিন্ডা রোনস্ট্যাড। আমি তাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম পোস্টারটা তার কাছে কি মানে বহন করে। সে আমার দিকে অবাক হয়ে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়েছিলো। 'কেন, আমার মনে হয়, ওগুলো আমার কাছে সেই একই অর্থ বহন করে যেমনটা অন্য সব কয়েদিদের কাছে করে। মুক্তি। এই সুন্দরী মহিলার দিকে তাকাও। এমন অনুভব করো যে তুমি পারবে...পুরোপুরি নয়, কিন্তু প্রায় তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। মুক্ত হউ। আমার মনে হয় এই জন্যই আমি রাকুয়েল

www.BanglaBook.org

ওয়েলচকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি। শুধু তাকে না তার পিছে যে সৈকতে সে দাঁড়িয়ে আছে সেটাকেও। দেখে মনে হচ্ছে সে মেক্সিকোর কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। নির্জন কোথাও যেখানে একজন মানুষ নিজেকেও শুনতে পায়। তুমি কি কখনো কোন ছবি নিয়ে এমন অনুভব করনি রেড, তুমি...ছবিটার ভিতরে চলে যেতে পারবে।' আমি বলেছিলাম আমি আসলে কখনো এভাবে ভাবি নি। 'হয়তো কোন একদিন তুমি বুঝতে পারবে আমি কি বুঝিয়েছি,' সে বলেছিলো। ঠিকই বলেছিলো সে। বছর কয়েক পরে আমি পুরোপুরি দেখেছিলাম সে কি বুঝিয়েছিলো...এবং যখন আমি দেখেছিলাম প্রথম ভেবেছিলাম নরডেমেনের কথা কি ভাবে সে বলেছিলো এন্ডির সেল সব সময় ঠান্ডা।

১৯৬৩ সালের মার্চের শেষে নয়তো এপ্রিলের শেষে এন্ডির সাথে ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটেছিলো। আমি আপনাদের বলেছি তার কিছু একটা ছিলো যেটা বেশির ভাগ কয়েদির, আমারও, দেখে মনে হতো নেই। এক ধরনের আত্মার শান্তি। হয়তো দৃঢ় বিশ্বাস কোন একদিন দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের সমাপ্তি হবে। তার মাঝে হতাশার কোন ছাপ ছিলো না। যেটা অল্প কিছুদিন পরেই যাবজ্জীবন দণ্ড পাওয়া কয়েদিদের মাঝে চলে আসে ; আমি কখনোই তার মাঝে আশা হতের বেদনা দেখিনি ৬৩ সালের শীতের শেষ দিকের আগ পর্যন্ত। সে সময় নাগাদ আমরা আরেকজন ওয়ার্ডেন পেয়েছি তার নাম স্যামুয়েল নরটন। আমি যতদূর জানি কেউ তাকে কখনো হাসতে দেখেনি। সে পাদ্রী ছিলো। আমাদের সুখী পরিবারের প্রধান হিসেবে সে যেসব নিয়ম চালু করেছিলো তার মধ্যে অন্যতম ছিলো প্রত্যেক ভেতরে আসা কয়েদিকে একটি করে বাইবেল দেওয়া নিশ্চিত করা। তার ডেস্কের উপরে ছোট একটা ফলক ছিলো তাতে টেক উডে সোনালী হরফে লেখা ছিলো যিশু আমার পরিত্রাতা। হাসপাতালে যাওয়ার ঘটনা এ সময় গ্রেগ স্ট্যামাসের সময়ের চেয়ে কম ছিলো এবং যতদূর জানি চন্দ্রালোকে দাফনের ঘটনাও, কিন্তু এজন্য বলা যায় না যে নরটন শাস্তিতে বিশ্বাস করতো না। সলিটারী সব সময়ই গিজগিজ করতো। কয়েদিরা দাঁত হারাতো মারপিটে নয় বরং রুটি খেয়ে।

এন্ডি এগুলোর সবই জানতো। এবং সে সময় নাগাদ আমরা খুব ভালো বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম, সে আমাকে কথা বলতে দিয়েছিলো এগুলোর কোন কোনটার প্রসঙ্গে। যখন এন্ডি এগুলো নিয়ে কথা বলতো, এক ধরনের বিরক্তিকর ঘৃণার অনুভূতি তার মুখে ছাপ ফেলতো, যেন সে আমার সাথে কোন বিশ্রি জাতের পোকা নিয়ে কথা বলছে। এদের ভয়াবহ বাজে চেহারা আর লোভ যতোটা না আতঙ্কের তার চেয়েও বেশি হাস্যকর।

ওয়ার্ডেন নরটন 'ভেতর-বাইরে' কর্মসূচি চালু করেছিলেন আপনি সম্ভবতো ষোল সতের বছর আগে এ সম্পর্কে পড়ে থাকতে পারেন ; এমন কি নিউজ

www.BanglaBook.org

উইকেও এ ব্যাপারে লেখালেখি হয়েছিলো। প্রেসের মনে হয়েছিলো হাতে কলমে সংশোধন এবং পূনর্বাসনের ক্ষেত্রে এটা সত্যিকারের অগ্রগতি বয়ে আনবে। কয়েদিরা প্লাপউড কাটতো, ব্রিজ আর নিচু জমি বা জলাভূমির উপর দিয়ে নির্মিত উঁচু সড়ক বা পায়ে-চলা পথ মেরামত করতো, আলু সংরক্ষণের জন্য ভূগর্ভস্থ গোদাম ঘর নির্মাণ করতো। নরটন এটাকে 'ভেতর-বাইরে' কর্মসূচি নামে ডাকতো। সে নিউ ইংল্যান্ডের প্রায় প্রত্যেকটি রোটারী এবং কিওয়ানিজ ক্লাবে আমন্ত্রণ পেয়েছিলো এ কর্মসূচিটার ব্যাপারে ব্যাখ্যা করার জন্য, বিশেষ করে নিউজ উইকে তার ছবি ছাপা হওয়ার পরে। কিন্তু আমি যতোদূর জানি তারা কয়েদিদের কাউ কেই এ ব্যাপারে তাদের মতামত জানানোর জন্য ডাকেনি।

নরটন সেখানে সব কাজেই উপস্থিত হতো। প্লাপউড কাটা থেকে ঝড়ের পানি সরে যাওয়ার জন্য নালা কেটে রাজ্য হাইওয়ের উপরে নতুন কালভার্ট তৈরির কাজ সব জায়গায়। এই কাজ করার হাজার উপায় আছে-শ্রমিক, উপকরণ, আপনি এগুলোর নাম বলতে পারেন। কিন্তু তার কাছে এগুলো অন্যভাবে করার উপায়ও ছিলো। এলাকার নিমার্ণ ব্যবসায়ীরা নরটনের ভেতর–বাইরে কর্মসূচীকে মারাত্মক ভয় পেত, কারণ জেলের কয়েদিরা দাসের শ্রম দেয়, আপনি কখনোই এর সাথে প্রতিযোগিতা করে কুলিয়ে উঠবেন না। আর তাই স্যাম নরটন শশাঙ্কে ওয়ার্ডেন হিসেবে পনের বছরের কর্ম জীবনে বেশ অনেক মোটা মোটা খাম তার টেবিলেন নিচ দিয়ে পেয়েছেন। যখন একটা খাম চালান হয়ে যেতো ; সে হয় বিটে তার দাম বাড়িয়ে দিতো নয়তো দাবী করতো তার ভেতর–বাইরের সব লোকবল অন্য কোথাও ব্যস্ত।

এন্ডি ডিফ্রেন তার ডান হাত ছিলো এসব কাজে, তার ঘুমন্ত অংশিদারও বলা যায়। জেলের লাইব্রেরিকে এন্ডি আঁকড়ে ধরেছিলো তার সৌভাগ্যের জন্য। এটা জানতো নরটন আর এই সুযোগটা ব্যবহারও করেছিলো। এন্ডি ভালো পরামর্শ আর উপদেশ দিতো। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না নরটনের 'ভেতর–বাইরে' কর্মসূচিতে তার হাত ছিলো কি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত তার টাকার কারিগরি করে দিতো সে। ভালো পরামর্শ আর কার্যকর উপদেশ দিতো টাকা চারপাশে ছড়িয়ে যেতো। লাইব্রেরি পেতো মোটর গাড়ি মেরামতের নতুন ম্যানুয়াল, নতুন একসেট গ্রলিয়ার এনসাইক্লোপিডিয়া, শিক্ষকতা পেশা অর্জনের পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক বই এবং অবশ্যই আরো বেশি ইরি স্ট্যানলার গার্ডেনারস, লুইস লামারস। আমি নিশ্চিত ছিলাম যেভাবে ঘটছে এভাবে ঘটতেই থাকবে কারণ নরটন কোন ভাবেই তার কার্যকর ডান হাতকে হারাতে চায় না। আমি আরো দূরের ভবিষ্যতের কথা বলছি এটা ঘটছে কারণ সে ভীত ছিলো কি ঘটতে পারে–হয়তো এন্ডি তার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে–যদি কখনো শশাঙ্ক

www.BanglaBook.org

জেল থেকে ছাড়া পায়।

সাত বছরের মতো সময় জুড়ে আমি এ গল্পের কিছু অংশ এখানে কিছু অংশ ওখানে এভাবে পেয়েছি। এর কিছু অংশ এন্ডির কাছে পেয়েছি কিন্তু পুরো নয়। কখনোই তার জীবন নিয়ে কথা বলতে চায়নি সে, আর এজন্য তাকে দোষ দেই না আমি। এটার অংশগুলো পেয়েছি প্রায় আধা ডজন বিভিন্ন উৎস থেকে। আমি বলেছি কয়েদিরা দাশ ছাড়া আর কিছু নয় আর তাদের চমৎকার দেখা আর কান খাড়া রাখার সেই দাশ স্বভাবও আছে। আমি গল্পটা ছাড়া ছাড়া ভাবে পেয়েছি কিন্তু আপনাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলবো। আমার মনে হয় না সে ১৯৬৩ সালের আগ পর্যন্ত সত্য জানতো, ছোট্ট গর্তে ঢুকার পনের বছর পরে টমি উইলিয়ামসের সাথে সাক্ষাৎ হবার আগে।

টমি আমাদের ছোট পরিবারে যোগ দিয়েছিলো ১৯৬২ সালে। সে নিজেকে নেটিভ ম্যাসাচুসেটস বলে ভাবতো, কিন্তু এজন্য কোন গর্ব করতো না; তার সাতাশ বছরের জীবনে নিউ ইংল্যান্ডের প্রায় সব জায়গাতে থেকেছে সে। পেশায় ছিলো ছিঁচকে চোর। আপনি হয়তো অনুমান করতে পেরেছেন, আমার নিজস্ব অনুভূতি ছিলো যে তার অন্য কোন পেশা বেছে নেওয়া উচিৎ ছিলো।

বিবাহিত ছিলো আর তার স্ত্রী প্রত্যেক সপ্তাহে তাকে দেখতে আসতো তাকে। টমির স্ত্রীর একটা ধারনা ছিলো টমির এবং সেই সাথে তার তিন বছর বয়সের শিশু বাচ্চার এবং তার নিজের জীবনও ভালো ভাবে যাবে যদি টমি হাইস্কুলের ডিগ্রিটা নিতে পারে। সে এ ব্যাপারে টমির সাথে কথা বলেছিলো, আর তাই সে নিয়মিত লাইব্রেরিতে যেতে শুরু করেছিলো। এন্ডির জন্য তখন এটা একটা পুরোনো রুটিন।

আমার মনে হয় না এন্ডির ছাত্রদের মাঝে সেরা ছিলো সে এবং আমি জানি না সে কখনো হাইস্কুল ডিপোমা সংগ্রহ করতে পারতো কি না কিন্তু ওটা আমার গল্পের কোন অংশ না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সে এন্ডি ডিফ্রেনকে খুব পছন্দ করতে শুরু করেছিলো যেমনটা বেশি ভাগ মানুষই করে তাকে চেনার পর থেকে।

সে কয়েকবার এন্ডিকে জিজ্ঞেস করেছিলো তার মতো স্মার্ট লোক এখানে কেন। এই কথাটা প্রায় সমান বিরক্তিকর "তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে এ রকম একটা জায়গায় কি করছো?" এ প্রশ্নের মতো। কিন্তু তাকে যে বলতে যাবে ও ধরনের লোক এন্ডি না ; সে হেসে কথাবার্তাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতো। খুব স্বাভাবিক ভাবেই অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলো সে এবং যখন কাহিনীটা জানতে পেরেছিলো ধাক্কা খেয়েছিলো প্রচণ্ড। যাকে সে জিজ্ঞেস করেছিলো সে লন্ড্রিতে তার সাথে একত্রে কাজ করতো। কয়েদিরা কাজের ফাঁকে কথা বলাকে নিজেকে ধ্বংস করা হিসেবে অখ্যায়িত করে, কারণ আপনার কপালে তাই ঘটবে

www.BanglaBook.org

যদি আপনি মনযোগ দিচ্ছেন না এটা ধরা পরে। তার নাম ছিলো চার্লি লের্থপ, সে প্রায় বার বছর ধরে ভেতরে ছিলো খুনের অভিযোগে। সে খুব মজা পেয়েছিলো এন্ডি ডিফ্রেনের ট্রায়ালের বিস্তারিত টমির কাছে বলে, কারণ এই গল্প তকতকে বিছানার চাদরগুলো মেশিন থেকে তোলে বাক্সে রাখার এক ঘিয়েমিকে ভেঙ্গেছিলো। জুরি সদস্যরা অপেক্ষা করছিলো লাঞ্চের পরে তাদের অভিমত দেওয়ার জন্য-চার্লি যখন এ পর্যন্ত এসেছিলো তখন ঝামেলা বেঁধেছিলো। ইলিয়ট নার্সিং হোমের সদ্য ধোয়া চাদরগুলো দূরের প্রান্ত থেকে ধারাবাহিক ভাবে মেশিনের ভেতর দিয়ে আসছিলো। সেগুলো শুষ্ক পরিপাটি হয়ে টমি আর চার্লির প্রান্তে বেরুচ্ছিলো প্রায় প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে একটা করে। তাদের কাজ ছিলো সেগুলো ধরা, ভাঁজ করা এবং কার্টে রাখা। এগুলো ইতোমধ্যেই বাদামী কাগজে লাইনটানা থাকতো। কিন্তু টমি উইলিয়ামস সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো চার্লি লের্থপের দিকে। তার চোয়াল ঝুলে পরেছিলো। সে দাঁড়িয়ে ছিলো আর একটার পর একটা চাদর বেরিয়ে এসে ভিজে যাচ্ছিলো মেঝের ভেজা জঞ্জালে পরে। অনেক জঞ্জাল ছিলো লন্ড্রির মেঝেতে। তাই প্রধান পাহারাদার হোমার যোসেফ, ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে দ্রুত এগিয়ে এসেছিলো। টমি তার কোন টেরই পায় নি। সে চার্লিকে জিজ্ঞেস করেছিলো, 'সেই গলফ প্রফেশনালের কি নাম বললেন আপনি?'

'কুয়েনটিন,' চার্লি পাল্টা জবাব দিয়েছিলো বিভ্রান্ত আর অস্থির ভাবে। সে পরে বলেছিলো ছেলেটা সন্ধির পতাকার মতো সাদা হয়ে গিয়েছিলো, 'গ্রেন কুয়েনটিন, আমার মনে হয় এ রকমের একটা নাম. যাই হোক–'

হোমার যোসেফের ঘাড় মোরগের ঝুটির মতো লাল হয়ে উঠেছিলো, 'চাদরগুলো তোলে ঠান্ডা পানিতে রাখো! তাড়াতাড়ি কর! তাড়াতাড়ি যিশুর দোহাই, তুমি–'

'গ্রেন কুয়েনটিন, হায় আল্লাহ্,' টমি উইলিয়ামস বলেছিলো। আর সে শুধুমাত্র এতোটুকুই বলতে পেরেছিলো কারণ হোমার যোসেফ ততোক্ষণে টমির কানের পেছনে বসিয়ে দিয়েছিলো তার ডান্ডাটা। এতো জুরে মেঝেতে পরেছিলো যে সামনের তিনটি দাঁত ভেঙ্গে যায় টমির। যখন উঠে তখন সলিটারীতে সে। আর সেখানেই এক সপ্তাহের জন্য বন্দী ছিলো। সেই সাথে কালো দাগ পরেছিলো তার রিপোর্ট কার্ডে। এই ঘটনাটি ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুর দিকের ঘটনা। টমি উইলিয়ামস সলিটারী থেকে বেরিয়ে আসার পরে কথা বলেছিলো আরো ছয় সাতজন দীর্ঘ সময়ের কয়েদির সাথে। এবং প্রায় একই রকম কাহিনী পেয়েছিলো সবার কাছে। আমি জানি ; আমিও তাদের একজন ছিলাম। যখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করে ছিলাম কেন এন্ডির কাহিনী জানতে চায়,

www.BanglaBook.org

চুপ মেরে গিয়েছিলো সে।

তারপরে একদিন লাইব্রেরিতে গিয়ে এন্ডি ডিফ্রেনকে বোমা ফাটার মতো তথ্যটা দিয়েছিলো সে। প্রথম এবং শেষ বারের মতো, অন্তত পক্ষে তারপরে যখন সে আমার কাছে রিতা হেইউর্থের পোস্টার চাইতে এসেছিলো একটা বাচ্চা ছেলের প্রথম ট্রোজানের প্যাকেট কেনার মতো লাজুক আর উত্তেজিত হয়ে...এন্ডি তার মেজাজ হারিয়ে ছিলো...শুধু মাত্র এবারই আত্মবিস্মৃত হয়েছিলো সে। সেদিন পরে তাকে দেখেছিলাম আমি। কথা বলেছিলাম তার সাথে, কিন্তু সে কোন উত্তর করে নি। হাত কাঁপছিলো তার। সেদিন বিকেলটা পেরিয়ে যাওয়ার আগেই প্রধান কারারক্ষী বিলি হেনলনকে ধরেছিলো সে এবং তারপরের দিন ওয়ার্ডেন নরটনের সাথে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করেছিলো। পরে আমাকে বলেছিলো যে সেদিন রাতে এক পলকের জন্যও ঘুমোয়নি সে ; শীতের হিমেল বাতাসের শো শো শব্দ শুনে কাটিয়েছে। সেই হেরি ট্রুম্যান যখন থেকে প্রেসিডেন্ড তখন থেকে যে খাঁচকে তার আবাস বলে এসেছে তার সিমেন্টের পাঁচিলে চলমান ছায়া ফেলে সার্চ লাইটের বারবার ঘুরে আসা দেখতে দেখতে পুরো ঘটনাটা নিয়ে ভেবেছে সে। এটা এমন ছিলো যেন তার মনের আড়ালে থাকা একটা খাঁচার চাবি দিয়েছে টমি, যে খাঁচাটা তার সেলের মতো দেখতে। একজন মানুষের পরিবর্তে সে খাঁচাটা একটা বাঘকে আটকে রেখেছে, আর সে বাঘের নাম আশা। উইলিয়ামসের দেওয়া চাবি দিয়ে খাঁচা খোলে বাঘটা বেরিয়ে এসে তার মগজে ক্রমাগত গর্জন করছে।

চার বছর আগে টমি উইলিয়ামস রোড আইল্যান্ডে গ্রেপ্তার হয়েছিলো চোরাই পণ্যদ্রব্য বোঝাই চুরি করা কার চালানোর সময়। টমি সহযোগীদের নাম ফাঁস করে দেয় এবং ডিএ তাকে সাহায্য করে আর তাই হালকা সাজা হয়েছিলো তার। সাজা শুরু হওয়ার এগার মাসের মাথায় বেরিয়ে যাওয়ার টিকেট পেয়েছিলো তার পুরোনো সেলমেট। নতুন একজনকে পেয়েছিলো টমি। তার নাম ছিলো এলউড ব্লেচ। সিঁধেল চুরি আর অস্ত্র রাখার দায়ে ছয় থেকে বার বছরের সাজা ভোগ করছিলো সে।

'আমি জীবনে কখনো তার মতো এতো অল্পতে আঁতকে উঠা লোক দেখিনি,' টমি বলেছিলো। 'এ রকম একজন মানুষের সিঁধেল চোর হওয়া ঠিক না, বিশেষ করে রিভলভার নিয়ে। খুব সামান্য শব্দে ফুট তিনেক লাফিয়ে উঠতো সে এবং নেমে আসতো গুলি করতে করতে। এক রাতে সে টুটি চেপে ধরে আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলো কারণ নিচের হলে কিছুলোক টিনের কাপ দিয়ে গরাদে জোরে আঘাত করছিলো।' ব্লেচ ছিলো ষ্ট্রসের লম্বা গড়নের প্রায় টেকো লোক। তার সবুজ চোখ ছিলো কোঠরের গভীরে ঠাসা। বাচাল প্রকৃতির মানুষ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সে প্রতি রাতেই অনেক বকবক করতো। যেখানে বড় হয়েছে, যে এতিমখানা থেকে পালিয়েছে, যেসব কাজ করেছে, যেসব মহিলাদের সাথে ঘুমিয়েছে এসব নিয়ে।'

সে বলতো দুইশ এর বেশি সিঁধেল চুরি করেছে। কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত ছিলো আমার পক্ষে, কারণ কেউ জোরে পাদ দিলেও সে ধপ করে উঠতো আতসবাজির মতো। কিন্তু কসম কেটে বলেছিলো সে।

এখন...আমার কথা শুনো, রেড। আমি জানি কখনো কখনো মানুষ কোন কিছু জানার পরে তা বাড়িয়ে চারিয়ে বলে। কিন্তু এই গলফ প্রফেশনাল গ্লেন কুয়েনটিন সম্পর্কে জানারও আগে, আমি এটা ভাবার কথা মনে করতে পারি যদি এল ব্লেচ আমার বাড়িতে চুরি করতো আর পরে এটা জানতে পারতাম আমি। নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান জীবিত মানুষ বলে গণ্য করতাম। কোন মহিলার শোবার রুমে তুমি তাকে কল্পনা করতে পারো, জুয়েলারী বাক্স থেকে গহনা সরাচ্ছে সে তখন সেই মহিলা ঘুমের মাঝে কাশি দিয়েছে অথবা দ্রুত পাশ ফিরে শুয়েছে? এটা ভাবতেই আমার গা শিউরে উঠে।

'সে বলেছিলো সে মানুষও খুন করতো। যেসব মানুষরা তার সাথে অতিরিক্ত সমস্যা করতো। তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম আমি। তাকে দেখেও মনে হতো সে খুন করতে পারে। তাই এক রাতে শুধু কিছু বলতে হয় তাই বলেছিলাম: "তুমি কাকে খুন করেছ?" কথাটা মজা করে বলেছিলাম। সে হেসে বলেছিলো, "মেইনে একলোক সাজা ভোগ করছে খুনের অপরাধে, কিন্তু সেই দু'জনকে আমি খুন করেছি। একজন হচ্ছে গ্লেন কুয়েনটিন আর যে সাজা ভোগ করছে তার স্ত্রী।" আমি মনে করতে পারছি না সে আমাকে মহিলাটার নাম বলেছিলো কি না,' টমি বলে চলেছিলো। 'হয়তো সে বলেছিলো। কিন্তু নিউ ইংল্যান্ডে ডিফ্রেন নামটা দেশের বাকী অংশে স্মিথ আর জোন্স নামের মতো, কারণ এখানে ফ্রেন্স বংশোদ্ভোত মানুষ অনেক। ডিফ্রেন, উইলেট, পোলেন, কে ফরাসি নাম মনে রাখতে পারে? কিন্তু সে আমাকে লোকটার নাম বলেছিলো। সে বলেছিলো লোকটি ছিলো গ্লেন কুয়েনটিন। একজন ধনী গলফ প্রফেশনাল। এল বলেছিলো সে ভেবেছিলো লোকটির বাড়িতে হয়তো নগদ টাকা আছে, হতে পারে পাঁচ হাজার ডলারের মতো বিরাট অংকের। সেই সময় এটা ছিলো অনেক টাকা। তাই আমি গিয়েছিলাম। "ঘটনাটা কখনকার?" সে বলে চলেছিলো, "যুদ্ধের পরের। একদম যুদ্ধের পরের।"

তাই সে ভেতরে গিয়েছিলো। কিন্তু তারা জেগে উঠেছিলো এবং তাকে অসুবিধায় ফেলেছিলো লোকটি। এল বলেছিলো কুয়েনটিন কোন এক দুঁদে উকিলের বউয়ের সাথে শোয়ে ছিলো আর আইনের লোকজন সেই উকিলকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শশাঙ্ক রাজ্য জেলখানায় পাঠিয়েছে।'

আমার মনে হয় আপনি বুঝতে পারছেন কেন এন্ডি সামান্য বিচলিতো হয়ে পরেছিলো যখন টমি তাকে এই গল্প বলে। এবং তখনই কেন দেখা করতে চেয়েছিলো ওয়ার্ডেনের সাথে। এল উড ব্লেচ ছয় থেকে বার বছরের সাজা খাটছিলো যখন চার বছর আগে টমি তাকে চিনতো। যে সময় এন্ডি এসব শুনেছে ১৯৬৩ সালে, তখন সে হয়তো প্রায় বেরিয়ে যাওয়ার পথে ছিলো...কিংবা ইতোমধ্যেই বেরিয়ে গিয়েছিলো। এই দুইটা ব্যাপারই পোড়াছিলো এন্ডিকে–এক দিকে হয়তো সে তখনো ভেতরে আছে এই ভাবনা এবং অন্যদিকে বেরিয়ে গিয়েছে। টমির গল্পে ধারাবাহিকতার অভাব আছে, কিন্তু সে রকম কি আমাদের বাস্তব জীবনে সব সময় হয়ে থাকে না? ব্লেচ টমিকে বলেছিলো যাকে জেলে পাঠানো হয়েছিলো সে একজন বিখ্যাত উকিল আর এন্ডি একজন ব্যাংকার, কিন্তু এই দুইটা পেশা নিয়ে যেসব মানুষরা তেমন একটা শিক্ষিত না তারা সহজেই তাল গোল পাকিয়ে ফেলতে পারে। এবং ভুলে যাবেন না ব্লেচ যখন পত্রিকার কাটা অংশে ট্রায়াল সম্পর্কে পড়েছিলো এবং যে সময় টমিকে কাহিনীটা বলেছিলো তার মাঝে পেরিয়ে গিয়েছিলো বার বছর। সে টমিকে আরো বলেছিলো কুয়েনটিনের ক্লজিটের ফুটলকার থেকে আট হাজার ডলারেরো বেশি পেয়েছিলো কিন্তু এন্ডির বিচারের সময় পুলিস বলেছিলো কোন চুরির চিহ্ন দেখা যায়নি। এ ব্যাপারে কয়েকটা ভাবনা আছে আমার।

প্রথমত, আপনি যদি টাকা সরান এবং মালিক যদি মারা যায় আপনি কি করে জানবেন কোন কিছু চুরি হয়েছে, যদি না অন্য কেউ আপনাকে আগেই বলে। দ্বিতীয়, কে বলেতে পারবে ব্লেচ এ কথাটা বানিয়ে বলেনি? হয়তো সে প্রকাশ করতে চায়নি দুইজন মানুষকে খুন করে কিছুই পায় নি। তৃতীয়, হয়তো সেখানে চুরির চিহ্ন ছিলো কিন্তু এক হয় তা পুলিশের চোখে পরেনি–নয়তো ইচ্ছাকৃত ভাবে চেপে গেছে যেন ডিএ-য়ের মামলা পন্ড হয়ে না যায়। সে হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছিলো মনে রাখবেন। আর প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার জন্য তার মানুষের মনে আস্থা তৈরি করার প্রয়োজন ছিলো। অমীমাংসিত চুরি–খুনের ঘটনায় তার তেমন কোন উপকার হতো না। কিন্তু এই তিনটার মধ্যে মাঝেরটা আমার সবচেয়ে পছন্দ।

টমির গল্পে একটা বিষয় ছিলো যেটা সন্দেহের ছায়ার পেছনে থেকেও এন্ডিকে সন্তোষ্ট করেছিলো। ব্লেচ কুয়েনটিনকে কোন কারণ ছাড়াই অচেনা কোন মানুষ হিসেবে গুলি করে নি। সে কুয়েনটিনকে ধনী বলেছে এবং জানতো কুয়েনটিন একজন গলফ প্রফেশনাল। এন্ডি আর তার স্ত্রী সেই কান্ট্রি ক্লাবে ডিনার অথবা পান করার জন্য সপ্তাহে দুই একবার করে যেতো কয়েক বছর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরে। আর এন্ডি যথেষ্ট পরিমাণ পান করেছিলো সেখানে তার স্ত্রীর প্রেমের ব্যাপারটা জানার পরে। একটা মেরিনা ছিলো কান্ট্রি ক্লাবে, ১৯৪৭ সালে সেখানে একজন লোক পার্ট টাইম কাজ করতো যার সাথে টমির বর্ণনা অনুযায়ী এলউড ব্লেচ মিলে যায়। বড়সর লম্বা একজন মানুষ, প্রায় টাক মাথা আর কুঠরের ভেতরে ঠাসা সবুজ চোখ। তার তাকানোর ভঙ্গি ছিলো অসস্তিকর। সে বেশি দিন ওখানে ছিলো না। এক হয় সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলো আর নয়তো মেরিনার ইনচার্জ ব্রিগস বহিষ্কার করেছিলো তাকে।

তাই এন্ডি দেখা করতে গিয়েছিলো ওয়ার্ডেন নরটনে সাথে। সেদিনটা ছিলো ঝড়বৃষ্টির। আকাশে কালো মেঘ ভির করেছিলো ধূসর পাঁচিলের উপরে। বছরের ঐ সময়ে শেষ তুষার গলতে শুরু করেছিলো আর গত বছরের প্রাণহীন ঘাস জেলের পেছনের মাঠে উঁকি দিচ্ছিলো সবে। প্রশাসন শাখায় একটা বড়সর অফিস ছিলো ওয়ার্ডেনের। ওয়ার্ডেনের ডেস্কের পেছনে একটা দরজা দিয়ে এ্যাসিসটেন্ট ওয়ার্ডেনের অফিসের সংযোগ ছিলো। সেদিন বাইরে ছিলো এ্যাসিসটেন্ট ওয়ার্ডেন, কিন্তু সেখানে ছিলো একজন ট্রাস্টি। তার আসল নাম আমার মনে নেই কিন্তু সব কয়েদিরা এমন কি আমিও তাকে চেস্টার বলে ডাকতাম। সে গাছে পানি দেওয়া এবং ধুলো পরিষ্কার করে মেঝে তকতকে করার কাজে ব্যস্ত ছিলো। মনে হয় সেদিন গাছগুলো তৃষ্ণার্ত ছিলো বেশি। সে ওয়ার্ডেনের রুমের প্রধান দরজা খোলতে এবং বন্ধ হতে শুনেছিলো এবং তারপর ওয়ার্ডেন বলছে, 'সুপ্রভাত মিঃ ডিফ্রেন, আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'ওয়ার্ডেন,' এন্ডি শুরু করেছিলো। বুড়ো চেস্টার আমাদের বলেছিলো সে এন্ডির গলা প্রায় চিনতেই পারেনি এতোটা অন্য রকম লাগছিলো।

'ভালো কথা, আপনি কেন শুরু থেকে আরম্ভ করছেন না?' ওয়ার্ডেন বলেছিলো। 'এটাই সবচেয়ে ভালো হবে।' এন্ডি তাই করেছিলো। সে নরটনকে শুরু থেকে বিস্তারিত বলেছিলো যে অপরাধে সে ভিতরে এসেছে। তারপরে ওয়ার্ডেনকে হুবুহু বলেছিলো যা তাকে টমি উইলিয়াম বলেছে। সে টমির নাম বলে দিয়েছিলো, আমার গল্প আর একটু এগুলে সেটা আপনার কাছে মনে হতে পারে তেমন বুদ্ধিমানের মতো কাজ হয় নি। কিন্তু আমি আপনাকে শুধু জিজ্ঞেস করবো সে আর কি বা করতে পারতো যদি তাকে গল্পটা অন্যের কাছে বিশ্বাস যোগ্য করে তুলতে হয়। যখন সে শেষ করেছিলো নরটন কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধ হয়েছিলো। আমি তাকে কল্পনা করতে পারছি, সম্ভবতো তার ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে দেয়ালে ঝুলতে থাকা গভর্ণর রিডের ছবির নিচে। ভ্রু কুচকে কপালে উঠে গিয়ে ছিলো তার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হুঁ,' শেষ পর্যন্ত বলেছিলো সে। 'আমার শোনা সবচেয়ে তাজ্জব গল্প এটা। কিন্তু জানো কোন জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে, ডিফ্রেন।'

'কী স্যার।'

'তুমি গল্পটা গ্রহণ করেছো।'

'স্যার? আমি বুঝতে পারছি না আপনি কি বোঝাতে চাইছেন।' চেস্টার বলেছিলো এন্ডি ডিফ্রেন যে তের বছর আগে প্লেট শপের ছাদে বাইরন হেডলির মুখোমুখি হয়েছিলো সে বলার জন্য প্রায় ভাষাই খোঁজে পাচ্ছিলো না।

নরটন বলেছিলো, 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই তরুন উইলিয়ামস তোমার ভক্ত। কিছুটা তোমার কাছ থেকে নিয়েছে, আসলে তোমার বেদনার কাহিনী শুনে, এটা খুব স্বাভাবিক সে খুশী করতে চেয়েছে তোমাকে। সে একজন তরুণ এবং তেমন বোধবুদ্ধি সম্পন্ন নয়। বুঝে উঠতে পারেনি এটা তোমার মনের কি হাল করবে। এখন আমি যা বলি–'

'আপনার কি মনে হয় না এ ব্যাপারটা ভেবেছি আমি?' এন্ডি জিজ্ঞেস করেছিলো। 'কিন্তু যে লোকটা মেরিনাতে কাজ করতো তার সম্পর্কে আমি টমিকে কখনোই বলিনি। আমি এটা কাউকেই কখনোই বলিনি-এমন কি এটা আমার মনেও আসেনি। কিন্তু তার সেলমেট সম্পর্কে টমির বর্ণনা আর সেই লোকটা...একদম এক রকম!'

'আচ্ছা এখন, তোমাকে বোঝার জন্য সামান্য বিচার বিবেচনা বোধ কাজে লাগাতে হবে।' নরটন চাপা হাসির সাথে বলেছিলো।

'এটা কোন ভাবেই ও রকম কোন কিছু না, স্যার।'

'এটা তোমার মনোভাব,' নরটন বলেছিলো, 'আর মনোভাব লোকে লোকে আলাদা হতে পারে।

'না স্যার–'

'যাই হোক,' নরটন জোর গলায় তাকে থামিয়ে দিয়েছিলো, 'আসো আমরা এটা অন্য ভাবে ভেবে দেখি, দেখবো কী? ধর। শুধু ধর, যে- সেখানে সত্যি এলউড ব্লোচ নামে একজন ছিলো।

'ব্লেচ,' এন্ডি শক্ত করে বলেছিলো।

'ব্লেচ, ও আচ্ছা। ধরে নিলাম রোড আইল্যান্ডে থমাস উইলিয়ামের সেলমেট ছিলো সে। বেশ ভালো রকমের সম্ভাবনা আছে এর মাঝে বেরিয়ে গেছে। এমন কি আমরা জানিও না উইলিয়ামসের সাথে তার শেষ দেখার আগে কতোটা সময় জেলে পার করেছে সে, জানি কী? শুধু জানি ছয় থেকে বার বছরের সাজা খাটছিলো।'

'না আমরা জানি না সে কতোটা সময় পার করেছে। কিন্তু টমি বলেছিলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে ঝামেলায় জড়াতো এবং তার মাথা নষ্ট ছিলো তাই তার এখনো সেখানে থাকার ভালো সম্ভাবনা আছে। এমন কি যদি মুক্তি পেয়েও থাকে, জেলের কাছে অবশ্যই তার সর্বশেষ ঠিকানা আছে এবং তার আত্মীয়দের নাম–'

'আর দুটোরই শেষ মাথায় কিছু পাওয়া যাবে না।'

এন্ডি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিস্ফোরিত হয়েছিলো, 'আচ্ছা, এটা একটা সুযোগ, তাই না?'

'হুঁ অবশ্যই। কয়েক মুহূর্তে জন্য ডিফ্রেন একটু ভাবো যে ব্লেচ বেঁচে আছে এবং এখনো নিরাপদেই বন্দী আছে রোড আইল্যান্ড জেলে। এখন সে কি বলবে যদি আমরা তার সামনে এই অপকর্মে ঝাপা খুলি? সে কি হাঁটু ভেঙ্গে বসে পরবে এবং চোখ ভাসিয়ে বলবে, "আমি এই কাজ করেছি! আমি এই কাজ করেছি! আমার চুরির সাজার সাথে একটা যাবজ্জীবন জুড়ে দিন!"

'আপনি কি করে এতোটা স্থূল বুদ্ধির হতে পারেন?' এন্ডি বলেছিলো, এতো আস্তে যে চেস্টার প্রায় শুনতেই পায় নি, কিন্তু ভালো করেই শুনেছিলো ওয়ার্ডেন।

'কী? তুমি আমাকে কি বললে?'

'নির্বোধ,' এন্ডি চিৎকার করেছিলো।

'ডিফ্রেন, তুমি আমার পাঁচ মিনিট সময় নিয়েছ–না সাত মিনিট–আর আমার আজকের দিনের অনেক ব্যস্ত সূচি তাই এখানেই আমাদের মিটিং শেষ এবং–'

'কান্ট্রি ক্লাবের পুরোনো দিনের সব কাগজ পত্র থাকবে, আপনি কি বুঝতে পারছেন, না?' এন্ডি চিৎকার করেছিলো। 'তাদের ট্যাক্স ফরম, আনইমপ্লয়মেন্ট কমপেনসেশন ফরম, সবগুলোতে তার নাম থাকবে! এখনো সেখানে কর্মচারী থাকবে যারা সে সময় কাজ করেছে, হয়তো ব্রিগস নিজেই থাকবে! পনের বছর পেরিয়েছে মাত্র সারা জীবন না! তারা সবাই মনে করতে পারবে ব্লেচকে! যদি আমি টমির সাক্ষ্য পাই যে ব্লেচ তাকে কি বলেছিলো এবং ব্রিগস সাক্ষ্য দেয় যে ব্লেচ সেখানে ছিলো, সত্যি কান্ট্রি ক্লাবে কাজ করেছে, আমি একটা নতুন বিচার পেতে পারি! আমি পেতে পারি –'

'গার্ড! গার্ড! এই লোকটাকে নিয়ে যাও!'

'আপনার কি হয়েছে? বলেছিলো এন্ডি,' আর চেস্টার বলেছিলো তখন প্রায় চিৎকার করছিলো সে। 'এটা আমার জীবন, আমার সুযোগ আছে বেরিয়ে যাওয়ার, আপনি সেটা দেখবেন না? একটা কল করে অন্তত টমির গল্পটা যাচাই করবে না? শুনুন, ফোনের টাকা আমি দিব! আমি পারিশোধ করবো–'

তারপরে সেখানে টানা হ্যাচড়ার শব্দ হয়েছিলো। গার্ডরা জাপটে ধরে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করেছিলো তাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সলিটারী,' ওয়ার্ডেন রুক্ষ স্বরে হুকুম জারি করেছিলো।

এন্ডিকে টেনে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলো তারা, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনের বাইরে তখন সে। তখনো ওয়ার্ডেনের প্রতি চিল্লাচ্ছিলো সে। চেস্টার বলেছিলো এমন কি দরজা বন্ধ করার পরেও আপনি তার চিৎকার শুনতে পেতেন।

বিশ দিনের জন্য এন্ডি সলিটারীতে একাকি ছিলো। এটা ছিলো তার দ্বিতীয়বার একাকি থাকার শাস্তি এবং নরটনের সাথে উত্যপ্ত বাকবিতন্ডা ছিলো আমাদের সুখী ছোট পরিবারে যোগ দেওয়ার পরে তার প্রথম সত্যিকারের কালো দাগ।

যখন আমরা এই বিষয়ে আছি, আমি দুই চারটা কথা বলবো শশাঙ্কের সলিটারী নিয়ে। এই কথাগুলো আপনাকে মেইনের সেই কষ্টের দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে যেমনটা ১৭০০ শতকের শুরু থেকে মধ্য পর্যন্ত ছিলো। সেই দিনগুলোতে কেউ তেমন সময় নষ্ট করতো না দণ্ড বিজ্ঞান, পুনর্বাসন এইগুলো নিয়ে। সরাসরি দেখা হতো আপনি দোষী না নির্দোষ। যদি দোষী হতেন তাহলে এক ফাঁসিতে ঝুলানো হতো নয়তো পুরা হতো জেলে। এবং যদি জেলের শাস্তি হতো তাহলে কোন প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হতো না। আপনাকে নিজের গর্ত নিজেই খোঁড়তে হতো মেইন প্রদেশ থেকে দেওয়া কোঁদাল দিয়ে। গর্তটা দৈর্ঘ্য প্রস্থে এতোটুকু খোঁড়তে পারতেন যেন কোন ক্রমে শরীরটা আঁটে। তারপর তারা আপনাকে নিচে নামিয়ে দিতো একটা বালতি দিয়ে। নিচে নেমে গেলে গর্তের উপরে গরাদ দিয়ে দিতো পাহারাদাররা। কিছু খাদ্যশষ্য কিংবা কখনো এক টুকরা মাছি জেকে ধরা মাংসের টুকরা ছুড়ে দেওয়া হতো সপ্তাহে এক দুইবার। এবং কখনো কখনো লম্বা হাতল যুক্ত পেয়ালা দিয়ে রবিবার রাতে স্যুপ দেওয়া হতো। আপনি যে বালতিতে প্রস্রাব করতেন আবার সে একই বালতিতেই পানি নিতেন যখন সকাল ছয়টার দিকে পাহারাদাররা আশে পাশে আসতো। যখন বৃষ্টি হতো তখন আপনাকে বালতি দিয়ে সিচে গর্তের পানি বাইরে ফেলতে হতো...যদি না ইঁদুরের মতো গর্তে ডুবে মরতে না চান। কেউই গর্তে বেশি দিন থাকতে পারতো না, ত্রিশ মাস হচ্ছে অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময়। যতোদূর আমি আপনাদের বলতে পারবো সবচেয়ে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে জীবিত বেরিয়ে এসেছিলো যে সে ছিলো একজন পনের বছর বয়েসি উম্মাদ। সে তার সহপাঠীর প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছিলো ধাতব বস্তু দিয়ে আঘাত করে। সে থাকতে পেরেছিলো সাত বছর। অবশ্য তরুণ আর শক্তসামর্থ অবস্থায় ভিতরে গিয়েছিলো সে। চুরি, প্রতারণা, দূর্নীতি এসবের চেয়ে বেশি কিছু হলে আপনাকে তারা ফাঁসিতে ঝুলাতো। এই মাত্র বলা অপরাধগুলোর মতো হলে তখন গর্তে থাকতে হতো তিন থেকে ছয় মাস এবং বেরিয়ে আসতেন মাছের পেটির মতো সাদা

www.BanglaBook.org

হয়ে। আপনি অর্ধেক অন্ধ হয়ে যেতেন, দাঁত মাঁড়িতে ঝুলতো স্কার্ভিরোগে আর পায়ে থাকতো ফাংগাস।

শশাঙ্কের সলিটারী উইং কোন ভাবেই এতো খারাপ না...আমর অনুমান। আমার মনে হয় মানুষ তিন ধরনের প্রধান পরিমাপে কোন জিনিস অনুভব করে। সেগুলো হলো ভালো, খারাপ, ভয়ঙ্কর। আপনি যখন ক্রমশ বাড়তে থাকা ভয়ঙ্কর অন্ধকারের দিকে নেমে যাবেন তখন খুব কঠিন ওটাকে কোন উপবিভাগে ভাগ করা।

সলিটারী উইংয়ে যাবার জন্য আপনাকে তেইশটি সিঁড়ি মাড়িয়ে নিচে নেমে যেতে হবে একটি ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে। সেখানে একমাত্র যে শব্দটা পাওয়া যায় তাহলো পানির ফোঁটা পরার শব্দ। সামান্য যা আলো পাওয়া যায় সেটা ষাট ওয়াটের ব্লাব। সেলের আকার পিঁপের মতো, যে ধরনের দেয়াল আলমারিতে সিনেমায় আমরা বড় লোকদের লুকাতে দেখি সে রকম। উপরের দিকে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু সেই ষাট ওয়াটের ব্লাব ছাড়া আপনি অন্য কোন আলো পাবেন না। এই ব্লাব রাত আটটার সাথে সাথেই বন্ধ করে দেওয়া হয় একটা মাস্টার সুইচ থেকে, বাকী জেলখানার লাইট আউটের এক ঘণ্টা আগে। ইলেকট্রিক তার কোন মেশ কেইজ বা ঐ জাতীয় কিছুতে রাখা না। এ ধরনের একটা অনুভূতি পাবেন যদি অন্ধকারে সেখানে বেঁচে থাকতে চান, তার জন্য আপনাকে স্বাগত জানানো হয়েছে। খুব বেশিজন চায় না...অবশ্যই রাত আটটার পরে, তখন আপনার পছন্দ করারও কোন সুযোগ নেই। আপনি দেয়ালের দিকে গুটানো একটা বাংক আর ক্যান পাবেন কোন টয়লেট সিট ছাড়া। সময় পার করার তিন ধরনের সুযোগ আছে আপনার বসে থাকা, মলত্যাগ করা, আর ঘুমানো। বিরাট সুযোগ! বিশ দিনকে মনে হয় এক বছরের মতো, ত্রিশ দিনকে দুই আর চলিশ দিনকে দশ বছরের মতো। কখনো কখনো ভেনটিলেশন সিস্টেমে আপনি ইঁদুরের শব্দ পাবেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ভয়ঙ্করের উপবিভাগও হারিয়ে যায়।

যদি সলিটারীর পক্ষে কিছু বলা যায় তাহলে সেটা হচ্ছে আপনি ভাবার জন্য সময় পান সেখানে। এন্ডি সলিটারীতে ভাবার সুযোগ পেয়েছিলো বিশ দিন এবং যখন বেরিয়ে এসেছিলো ওয়ার্ডেনের সাথে আরেকবার সাক্ষাতের অনুরোধ করেছিলো সে। অনুরোধ প্রত্যাখান করা হয়েছিলো। ওয়ার্ডেন তাকে বলেছিলো এ ধরনের একটি মিটিং তার জন্য ক্ষতিকর হবে।

এন্ডি ধর্য্য ধরে পুনরায় বারবার অনুরোধ করে চলেছিলো। ১৯৬৩ সালে যখন বসন্ত আমাদের চারপাশে প্রস্ফুটিত হচ্ছিলো তখন হঠাৎ করে অনেক পাল্টে গিয়েছিলো সে। বলিরেখা পরেছিলো তার মুখে এবং চুল ধূসর হয়ে উঠেছিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে হারিয়ে ফেলেছিলো তার মুখে লেগে থাকা ছোট্ট হাসিটা। তার চোখ প্রায়ই শূন্যের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। আপনাকে জানতে হবে যখন কোন মানুষ এভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তখন সে গুনছে কতো বছর, মাস, সপ্তাহ, দিন সাজা ভোগ করেছে।

সে ধর্য্য ধরে পুনপুন অনুরোধ করে চলেছিলো। তার কিছু না থাকলেও অভাব ছিলো না সময়ের। গ্রীষ্ম চলে এসেছিলো অনুরোধ করতে করতে। ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট কেনেডি দারিদ্র আর নাগরিক অধিকারের অসমতার উপরে আঘাত করার সংকল্প করেছিলো না জেনেই যে তার বেঁচে থাকার জন্য আর ছয় মাসের মতো সময় আছে। লিভারপুলে একটা গানের দলের আবির্ভাব হয়েছিলো বিটলস নামে, কিন্তু আমার মনে হয় আমেরিকার দিকে কেউ তখনো তাদের গান শুনেনি। বোস্টন রেড সক্স তখনো চার বছর দূরে ছিলো যে ঘটনাকে নিউ ইংল্যান্ডের মানুষরা আখ্যায়িত করে '৬৭ এর আলৌকিক ঘটনা বলে, তখন তারা আমেরিকান লীগের তলানিতে পরেছিলো দুর্বল দলের মতো। এসবই ঘটছিলো বাইরের বিশাল দুনিয়ায় যেখানে মানুষ মুক্ত। জুনের শেষ দিকে তাকে সাক্ষাৎ দিয়েছিলো নরটন। তাদের এই আলোচনাটা প্রায় সাত বছর পরে এন্ডির মুখে শুনেছিলাম আমি।

'তুমি আবার কখনো আমার কাছে টাকার কথা তুলবে না,' নরটন বলেছিলো। 'এই অফিসে না কোথাও না। যদি না তুমি দেখতে চাও লাইব্রেরি আবার গোদাম ঘর আর পেইন্ট লকারে পরিণত হচ্ছে। বোঝতে পেরেছো?'

'আমি আপনার মনের উদ্বেগ দূর করতে চেষ্টা করেছিলাম, আর কিছু নয়।'

'হুঁ, আমার যখন মনের উদ্বেগ দূর করার জন্য তোমার মতো কাউকে দরকার হবে তখন অবসরে যাব। এই এপয়েন্টমেন্টের জন্য রাজি হয়েছি কারণ এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি ক্লান্ত, ডিফ্রেন। আমি চাই এটা এখানেই বন্ধ হোক। তোমার জন্য আমার এরচেয়ে বেশি সম্মান বোধছিলো। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ। একেবারে শেষ। আমরা কি একমত হতে পেরেছি?'

'হ্যাঁ,' এন্ডি বলেছিলো। 'কিন্তু আমি একজন আইনজীবী নিয়োগ করতে যাচ্ছি।'

'কী জন্য?'

'আমার মনে হয় দুটো ঘটনা এক করতে পারবো,' এন্ডি বলেছিলো। 'আমার আর টমি উইলিয়ামসের সাক্ষ্য এবং কান্ট্রি ক্লাবের কাগজপত্র আর কর্মচারীদের সাক্ষ্য একত্র করে মনে হয় পুরো ব্যাপারটা প্রমাণ করা যাবে।'

'টমি উইলিয়ামস এখন আর এখানে নেই।'

'কী?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাকে বদলি করে দেওয়া হয়েছে।'

'বদলি! কোথায়?'

এতে নীরব হয়ে গিয়েছিলো এন্ডি। সে বুদ্ধিমান লোক ছিলো, কিন্তু এর মধ্যে যে কোন কারসাজি আছে তার গন্ধ না পেতে একজন অসাধারণ আহাম্মক লোক লাগবে। ক্যাশম্যান হচ্ছে নূন্যতম নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি জেলখানা দূর উত্তরের এরোস্টোক কান্ট্রিতে। এই জেলের বাসিন্দারা প্রচুর আলু তোলে। অনেক পরিশ্রমের কাজ, কিন্তু তাদের শ্রমের ভালো মূল্য দেওয়া হয়। যদি তারা পড়তে চায়, CVI তে পড়তে পারে; এটা বেশ ভালো একটা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। টমির মতো তরুণ যার তরুণী স্ত্রী এবং বাচ্চা রয়েছে তার জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো ক্যাশম্যানে সাময়িক ছুটির কর্মসূচী আছে...এর মানে একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবন যাপনের সুযোগ অন্তত সপ্তাহের শেষ দিনে। বাচ্চাদের সাথে সময় কাটানো, স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন অথবা হয়তো পিকনিকে যাওয়ার একটা সুযোগ দেওয়া হয়। নরটন প্রায় নিশ্চিত ভাবেই এসব মুলোর মতো টমির সামনে ঝুলিয়েছিলো: এলউড ব্লেচকে নিয়ে আর কোন কথা নয়, এখন না কখনোই না। নয়তো তোমাকে থমাস্টোনে কঠিন সময় পার করতে হবে।

'কিন্তু কেন?' এন্ডি জিজ্ঞেস করেছিলো। 'কেন বদলি করা হলো–'

'তোমার প্রতি আনুকূল্য হিসেবে,' নরটন শান্ত ভাবে বলেছিলো, 'আমি রোড আইল্যান্ডে খোঁজ নিয়েছি। তাদের একজন কয়েদি ছিলো এলউড ব্লেচ নামে। তাকে প্রোভেনশিয়াল পেরোল দেওয়া হয়েছিলো তারপর থেকে উধাও।'

এন্ডি বলেছিলো, 'সেখানকার ওয়ার্ডেন কি আপনার বন্ধু?'

'আমরা পূর্ব পরিচিত,' সে বলেছিলো।

'কেন?' এন্ডি পুনরায় জিজ্ঞেস করেছিলো। 'আপনি কি আমাকে বলবেন কেন এ কাজটি করলেন? আপনি জানেন আমি আপনার কাজ কারবারের ব্যাপারে কখনোই বলতে যেতাম না। তাহলে কেন?'

'কারণ মানুষ তোমাকে পছন্দ করে সেটা আমি সহ্য করতে পারি না।' খুব স্বাভাবিক ভাবে বলেছিলো নরটন। 'এখন যেখানে আছো তোমাকে আমার সেখানেই দেখতে ভালো লাগে, মি: ডিফ্রেন। যতোদিন আমি ওয়ার্ডেন হিসেবে শশাঙ্কে আছি ততোদিন তুমি ঠিক এখানেই থাকবে। দেখ, সব সময়ই ভাবতে তুমি অন্য যে কারো থেকে ভালো। প্রথমবারই লাইব্রেরিতে তোমার মুখে এই ভাবটি দেখেছিলাম। হয়তো তোমার কপালে বড় হাতের অক্ষরে লেখাও ছিলো। এখন সে ভাবটা চলে গেছে, বেশ ভালো লাগছে আমার। তুমি একজন প্রয়োজনীয় মানুষ, কখনোই তা ভাববে না। তোমার মতো একজন মানুষের জন্য

www.BanglaBook.org

নম্রতা শেখা খুব জরুরী। কেন তুমি শরীর চর্চার চত্বরে এমন ভাবে হাঁট যেন ওটা একটা ড্রয়িংরুম আর তুমি একটা ককটেল পার্টিতে আছো সেখানে যেমন একজন আরেকজনের স্ত্রী আর স্বামীকে সম্ভাষন জানায় এবং পান করে তেমন করে? তুমি আর ওখানে ঐভাবে হাঁটবে না। আমি তোমার উপরে নজর রাখবো আবারো ঐভাবে হাঁটা শুরু করো কিনা তা দেখার জন্য। আগামী কয়েক বছর আমি বেশ আনন্দের সাথেই তোমার উপরে নজর রাখবো। এখন বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

'ঠিক আছে নরটন, কিন্তু আমি যেসব বাড়তি কাজ করে দেই সেগুলো এখন থেকে আর করবো না। ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিলিং, প্রতারনামূলক ব্যবসায়ের পরিকল্পনা, কর অবকাশের পরামর্শ সবকিছু বন্ধ এখন থেকে। HRM ব্লকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন কি করে আপনার এতো বাড়াবাড়ি রকমের আয় প্রকাশ করবেন।'

প্রথমে ওয়ার্ডেন নরটনের মুখ লাল ইটের মতো হয়ে গিয়েছিলো...তারপরে বিবর্ণ। 'তুমি আবার সলিটারীতে ফিরে যাচ্ছ ত্রিশ দিনের জন্য, শুধু পানি আর রুটি পাবে। আরেকটা কালো দাগ পরবে তোমার রেকর্ডে আর তুমি যখন ভেতরে থাকবে ততদিনে লাইব্রেরি সরিয়ে ফেলবো। আমি নিজে তত্ত্বাধান করবো যেন তুমি আসার আগে লাইব্রেরি যে অবস্থায় ছিলো সে অবস্থায় ফিরে যায়। তোমার জীবনটা দুর্বিষহ করে ছাড়বো...অনেক কষ্টের সময় পার করতে হবে। যতটা কষ্টের করা সম্ভব ততোটা কষ্টের সময় তুমি পার করবে। সেলব্লক পাঁচে আরামের এক বাঙ্কের আবাসটা হারাবে। জানালার পাশের পাথরগুলো হারাবে। একেবারে নতুনের মতো আবার শুরু করতে হবে তোমাকে আর সমকামীদের বিরুদ্ধে পাহারাদারদের দেওয়া সুরক্ষা তুমি পাবে না। তুমি সব কিছু হারাবে। পরিষ্কার?'

আমার মনে হয় কথাগুলো যথেষ্ট পরিষ্কার ছিলো।

অনেক পাল্টে গিয়েছিলো এন্ডি। সে ওয়ার্ডেন নরটনের নোংরা কাজগুলো চালিয়ে গিয়েছে আর তাই বাইরের দিক থেকে দেখলে সবকিছু আগের মতোই ছিলো। লাইব্রেরি ধরে রেখেছিলো সে। তার জন্ম দিন আর নিউ ইয়ার ইভে পান করা আর বোতলের বাকি অংশ বরাবরের মতো সবার সাথে শেয়ার করা অব্যাহত রেখেছিলো। আমি মাঝে মাঝে পাথর মসৃণ করার নতুন কাপড় সংগ্রহ করে দিতাম তাকে। এবং ১৯৬৭ তে নতুন একটা রক হ্যামার এনে দিয়েছিলাম তাকে। উনিশ বৎসর আগে যেটা সংগ্রহ করতে দশ ডলার ব্যয় করতে হয়েছিলো, '৬৭ তে তার জন্য লেগেছিলো বাইশ ডলার আর তাই আমি এবং সে দেঁতো হাসি হেসেছিলাম। শরীর চর্চার চত্বরে পাওয়া পাথরের গড়ন ঠিক করা আর মসৃণ করার কাজ অব্যাহত রেখেছিলো এন্ডি, কিন্তু ততোদিনে চত্বর অনেক

www.BanglaBook.org

ছোট হয়ে এসেছে। ১৯৫০ সালে চত্বরে যতোটা জায়গা ছিলো ১৯৬২ সাল নাগাদ আলকাতরা আর কাঁকরের আস্তরণে ঢাকা পরেছিলো তার অর্ধেকটা। তারপরেও মনে হয় সে যথেষ্ট পরিমাণ পাথর পেত নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য। যখন প্রত্যেকটি পাথর নিয়ে কাজ শেষ হতো এন্ডি সেগুলোকে জানালার পাশের তাকে রাখতো। তাকটা পূর্বমুখী ছিলো। সে আমাকে বলেছিলো এগুলোকে সূর্যের আলোয় দেখতে পারলে তার ভালো লাগতো। এন্ডি সময় সময় তার পাথরের ভাস্কর্যগুলো উপহার হিসেবে কাউকে কাউকে দিতো নতুন বানানো গুলোর জন্য জায়গা বের করতে। মনে হয় আমাকেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যাক দিয়েছে। সে একটি ভাস্কর্য দিয়েছিলো আমাকে, দক্ষতার সাথে একটি পাথরকে মানুষের রূপ দেয়া যেন বর্শা ছুড়ছে। তার দেওয়া পাথরগুলো এখনো আমার কাছে আছে। আমি প্রায়ই সেগুলো বের করে দেখি আর ভাবি একজন মানুষ তিল তিল করে কি করতে পারে যদি তার হাতে সময় থাকে আর সেটা কাজে লাগানোর ইচ্ছে থাকে।

তাই বাইরের দিক দিয়ে দেখলে সবকিছু আগের মতোই ছিলো। যদি নরটন এন্ডিকে বিধ্বস্ত করতে চাইতো যেভাবে সে বলেছিলো, তাহলে তাকে ভেতর থেকে দেখতে হতো এন্ডিকে। আমার মনে হয় নরটনের সাথে দ্বন্দ্বের পরবর্তী চার বছরে এন্ডি কতোটা বদলে গিয়েছিলো যদি সে দেখতো তাহলে বেশ সন্তুষ্ট হতো।

এ ব্যাপারটা এন্ডি সম্পর্কে আমার সেই কথাকে ইঙ্গিত করে সে স্বাধীনতাকে একটা অদৃশ্য কোটের মতো গায়ে চাপিয়ে রাখতো, আর এ কারণেই তার মধ্যে জেলের মানসিকতা জন্মায়নি কখনো। তার দৃষ্টি কখনোই বিবর্ণ হয় নি। সে ঐরকম হাঁটা রপ্ত করে নি যেমন করে হেঁটে কয়েদিরা দিন শেষে আরেকটা অনন্ত রাতের জন্য সেলে ফেরে–পা ঘষে ঘষে কুঁজো হয়ে হাঁটা। এন্ডি কাঁধ সোজা রেখে হাঁটতো আর তার পদক্ষেপ সব সময়ই ছিলো হালকা যেন তার শান্তির ঠিকানায় ফিরছে–সুস্বাদু খাবার আর সুন্দরী মহিলা তার অপেক্ষায় আছে; থলথলে সবজি, সেদ্ধ আলু আর এক বা দুই টুকরো সেই তৈলাক্ত জিনিস যাকে বেশিভাগ কয়েদি রহস্যময় মাংস বলে...আর দেয়ালে সেটে থাকা একটি ছবি রাকুয়েল ওয়েলচের বদলে। কিন্তু ঐ চার বছরের জন্য সে অন্য রকম হয়ে গিয়েছিলো, যদিও কখনোই পুরোপুরি অন্যদের মতো হয়ে যায়নি, শুধু চুপচাপ থেকেছে আর নিজেকে নিয়ে দীর্ঘ চিন্তা মগ্ন প্রহর কাটিয়েছে। ওয়ার্ডেন নরটন হয়তো এতে খুশী হয়েছিলো...অন্তত কিছু দিনের জন্য।

১৯৬৭ সাল, সেটা ছিলো স্বপ্নের মতো একটা বছর। সে বছর লাস ভেগাসের বাজিকরদের গণনা অনুযায়ী নবম হওয়ার বদলে শিরোপা জিতেছিলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্য রেড সক্স। যখন তারা আমেরিকান লীগের শিরোপা জেতে এক ধরনের উচ্ছাস আন্দোলিত করেছিলো পুরো জেলকে। এক ধরনের পাগল করা অনুভূতি আমি বলে বোঝাতে পারবো না, মনে হয় কোন এক্স-বিটলমেনিয়াক পারবে। কিন্তু এন্ডির মধ্যে কোন ভাবলেশ দেখা যায়নি। বেসবলের তেমন ভক্ত ছিলো না সে, হয়তো সে জন্যই। মনে পরে অক্টোবরের শেষের দিকে শরতের এক উজ্জ্বল সোনালী বিকেলের কথা, ওয়াল্ড সিরিজ শেষ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে। অবশ্যই সেদিনটা কোন রবিবার ছিলো কারণ লোকে লোকারণ্য ছিলো শরীর চর্চার চত্বর। একটা দুটো ফিসবি ছুড়ে, বল পাস দিয়ে খেলছিলো কেউ কেউ। অন্যরা ভিজিটর হলের লম্বা টেবিলে কারারক্ষীদের কড়া নজরদারীর মাঝে আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলছিলো, সিগারেট ফুঁকছিলো, অকপটে মিথ্যা বলছিলো আর গ্রহণ করছিলো তাদের জন্য নিয়ে আসা স্নেহের প্যাকেটগুলো। এন্ডি ভারতীয়দের মতো দেয়ালে হেলান দিয়ে আসন করে বসেছিলো, সূর্যের দিকে ঘুড়ানো ছিলো তার মুখ। বছরের শেষের দিকের একটা দিন হিসেবে সেদিনের সূর্যটার উত্তাপ ছিলো আশ্চর্য রকমের।

'এই রেড,' সে ডেকেছিলো। 'এখানে এসে একটু বসো।'

আমি বসেছিলাম।

'এটা নিবে তুমি ?' সে জিজ্ঞেস করে দুইটি সযত্নে মসৃণ করা পাথরের একটি দিয়েছিলো।

'অবশ্যই নিবো,' আমি বলেছিলাম। 'এটা খুব সুন্দর এন্ডি। অনেক ধন্যবাদ।'

উদাসীন ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টে ছিলো সে 'সামনের বছর বিরাট একটা উদযাপনের উপলক্ষ্য পাচ্ছো তুমি।'

মাথা নেড়েছিলাম। আগামী বছর একজন ত্রিশ বছরের কয়েদি হবো আমি। আমার জীবনের ষাট শতাংশ সময় শশাঙ্কে কেটেছে।

'কী মনে হয় তুমি কখনো বেরুতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই। যখন আমার লম্বা সাদা দাড়ি হবে এবং এক পা কবরে থাকবে।'

সে সামান্য হেসে আবার সূর্যে দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিলো। চোখ বন্ধ ছিলো তার। 'ভালো লাগছে।'

'আমার মনে হয় সব সময়ই এটা ভালো লাগবে যখন টের পাবে শীত তোমার উপরে জেকে বসেছে।'

মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়েছিলো সে। কিছু সময়ের জন্য আমরা চুপ মেরেছিলাম।

'যখন আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাবো,' এন্ডি অবশেষে বলেছিলো, 'এমন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জায়গায় যাবো যেখানে সব সময়ই গরম।' সে এমন নিশ্চয়তার সাথে বলেছিলো যে আপনার মনে হবে তার হয়তো এক মাসের মতো সাজা ভোগকরা বাদ আছে।

'তুমি জানো আমি কোথায় যাচ্ছি, রেড?'

'না।'

'জিহুয়াটানিয়ু,' সে বলেছিলো, শব্দটা মুখে গানের মতো ঝঙ্কার তুলে।

'মেক্সিকোতে। এই ছোট জায়গাটা পেয়া আজুল আর মেক্সিকো হাইওয়ে ৩৭ থেকে বিশ মাইল দূরে। এ জায়গাটা একশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে প্যাসেফিক সাগরের আকুপুলকোও থেকে। তুমি কি জান মেক্সিকানরা প্যাসিফিক সাগর নিয়ে কি বলে? '

আমি তাকে বলেছিলাম আমি জানি না।

'তারা বলে এর কোন স্মৃতি নেই। আর সেখানেই আমার জীবনটা শেষ করতে চাই, রেড। একটা উষ্ণ জায়গা যার কোন স্মৃতি নেই।'

সে এক মুঠো নুড়ি পাথর তুলে নিয়ে একটা একটা করে ছুড়ে মেরেছিলো আর সেগুলোকে লাফাতে লাফাতে আর গড়াতে গড়াতে বাস্কেট বল মাঠের ভেতর দিয়ে চলে যেতে দেখেছিলো, যেখানটা অল্প কদিনের মাথায় চাপা পরবে ফুট খানেক বরফে।

'জিহুয়াটানিয়ু। সেখানে আমার একটা ছোট হোটেল থাকবে। সমুদ্রের পাড়ে ছয়টি তাবু ঘর থাকবে এবং আরো ছয়টা অনেক পেছনে হাইওয়ের ব্যবসার জন্য। আমার একজন লোক থাকবে যে আমার অতিথীদের মাছ ধরতে নিয়ে যাবে। যে মৌসুমের সবচেয়ে বড় মার্লিন মাছটা ধরবে তার জন্য একটা ট্রফি পুরস্কার থাকবে আর আমি তার ছবি লবিতে ঝুলিয়ে দিবো। এটা পরিবার নিয়ে থাকার কোন জায়গা হবে না। এই জায়গাটা হবে তাদের জন্য যারা হানিমুনে এসেছে।'

'আর এই চমৎকার জায়গাটা কেনার জন্য তুমি টাকা পাচ্ছো কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। 'তোমার স্টকের হিসেব থেকে?'

সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলো, 'তেমন ভুল বলোনি। মাঝে মাঝে তুমি আমাকে অবাক করে দাও।'

'তুমি কি নিয়ে বলছো?'

'পৃথিবীতে দুই ধরনের লোক দেখা যায় যখন কোন বিপদ আসে,' এন্ডি বলেছিলো, হাত দিয়ে ম্যাচ ঢেকে সিগারেট ধরাতে ধরাতে। 'ধর একটা বাড়ি দুষ্পত্তাপ্য ছবি, ভাস্কর্য আর পুরোনো এনটিকে ভরা, রেড? আর বাড়ির মালিক শুনলো যে একটা ভয়াবহ হারিকেন তার বাড়ির দিকে ধেয়ে আসছে। ঐ দুই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরনের মানুষের এক ধরন আশা করবে যে হারিকেন তার দিক পরিবর্তন করবে, হারিকেন কখনোই সাহস করবে না এই সব রেমব্রান্টস, জ্যাকশন পোলকস, পল ক্লীজ ভাসিয়ে নিতে। তার থেকেও বড় কথা ঈশ্বর হতে দিবে না। আর যদি সবচেয়ে খারাপটাই হয়, তাহলে তো বীমা করাই আছে। অন্য ধরনের মানুষরা ভাবে যে হারিকেন মাঝ বরাবর তার বাড়ি ভেঙ্গে ফেলবে। আবহাওয়া অফিস যদি জানায় হারিকেন পথ পরিবর্তন করেছে, এই লোকরা ভাবে যে এটা আবার ফিরে আসবে তার বাড়িকে লক্ষ্য বস্তু বানাবার জন্য। এই দ্বিতীয় ধরনের মানুষরা জানে যে সবচেয়ে ভালোটা আশা করাতে কোন ক্ষতি নেই যদি তুমি সবচেয়ে খারাপের জন্য প্রস্তুত থাকো।'

আমি নিজের জন্য একটি সিগারেট ধরিয়ে বলেছিলাম 'তুমি বলছো যে সম্ভাব্য ঘটনাবলির ব্যাপারে তুমি প্রস্তুতি নিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, আমি ঝড়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। ঘটনার ভয়াবহতা জানতাম আমি। হাতে বেশি সময় ছিলো না, কিন্তু সেটুকু সময়ের মাঝেই আমি কাজ সেরেছিলাম। আমার একজন বন্ধু ছিলো–আমার পাশে দাঁড়ানোর মতো একমাত্র ব্যক্তি–পোর্টল্যান্ডের একটা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানীতে কাজ করতো সে। প্রায় ছয় বৎসর হলো মারা গিয়েছে সে।'

'দুঃখিত।'

'লিন্ডা আর আমার পনের হাজার ডলার ছিলো। বিরাট অংকের কিছু না, কিন্তু আমরা তখন তরুণ। আমাদের পুরো জীবন সামনে পরেছিলো।' সে সামান্য মুখ বাঁকিয়ে হেসেছিলো। 'যখন জীবনে সমস্যা আসতে শুরু করলো আমার সব স্টক বিক্রি করে দিয়েছিলাম এবং সংযুক্ত কর সুবোধ বালকের মতো পরিশোধ করেছিলাম আমি। পুরো সম্পদের হিসেব দিয়েছিলাম সামান্যও লুকোইনি।'

'তারা তোমার সম্পদের উপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে নি?'

'আমর উপরে খুনের অভিযোগ ছিলো, রেড, আমি মারা যাইনি। তুমি কোন নিরপরাধ লোকের সম্পদের উপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পার না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আর ঘটনাটা ছিলো আমার উপরে খুনের আরোপ আনার কিছু আগে। আমার বন্ধু জিম আর আমি কিছু সময় পেয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে।'

'আমি যখন শশাঙ্কে আসি সেগুলো নিরাপদে ছিলো। এখনো নিরাপদেই আছে। এই প্রাচীরের বাইরে একজন মানুষ আছে, রেড। যাকে কেউ কোন দিন দেখেনি। তার সোশাল সিকিউরিটি কার্ড আছে, মেইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। আর তার জন্ম সনদও আছে। তার নাম পিটার স্টীভেনস। সুন্দর অজ্ঞাত নাম,

www.BanglaBook.org

তাই না?

'সে কে?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমি ধরতে পারছিলাম কি বলতে যাচ্ছে সে, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছিলো না।

'আমি।'

'তুমি নিশ্চয়ই বলতে যাচ্ছো না যে যখন আইনী ঝামেলায় ছিলে তখন ভুয়া পরিচয় তৈরি করার মতো সময় পেয়েছো।' আমি বলেছিলাম 'কিংবা যখন তোমাকে বিচারের জন্য নেয়া হয়েছিলো তার আগেই তুমি কাজ সম্পন্ন করেছো।'

'না, আমি তোমাকে সে রকম বলতাম না। বন্ধু জিম ভুয়া পরিচয় তৈরির সব কাজ সম্পন্ন করেছিলো। আমার আপিল আবেদন ব্যর্থ হওয়ার পরে সে কাজ শুরু করে আর পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার হাতে চলে আসে ১৯৫০ সালের বসন্ত নাগাদ।'

'সে অবশ্যই খুব ভালো বন্ধু,' আমি বলেছিলাম। জানি না এর কতোটা আমি বিশ্বাস করেছিলাম–খুব সামান্য, অনেকটা অথবা একটুও না। কিন্তু সেদিনটা ছিলো উষ্ণ রোদ্র উজ্জ্বল আর গল্পটা চমৎকার। 'এরকম ভুয়া পরিচয় তৈরি করা পুরোপুরি বেআইনী।'

'আমরা খুব ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলাম।' সে বলেছিলো। 'ফ্রান্স আর জার্মানিতে আমরা পেশাগত কাজে এক সাথে ছিলাম। সে অনেক ভালো বন্ধু ছিলো। সে জানতো কাজটা বেআইনী, কিন্তু এটাও জানতো যে এদেশে ভুয়া পরিচয় তৈরি করা খুব সহজ আর নিরাপদ। সে আমার টাকা নিয়েছিলো সব কর পরিশোধ করা অবস্থায় তাই IRS আর আগ্রহ দেখায়নি। সে টাকাটা পিটার স্টীভেনসের নামে বিনিয়োগ করেছিলো। সে এই কাজটা করে ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালে। আজকে এর পরিমাণটা তিনশ সত্তর হাজার ডলার।'

তার হাসি দেখে আমার চোয়াল দুম করে ঝুলে পরেছিলো।

সে হাতে আলগা মাটি থেকে আরো কিছু নুড়ি নিয়ে সাবলীল ভাবে এক হাত থেকে অন্য হাতে অনবরতো নাড়ছিলো।

'আমি আশা করছিলাম সবচেয়ে ভালোটা আর পাব ভেবেছিলাম সবচেয়ে খারাপটা। নকল নামটি শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয়েছে আমর সামনে টাকা কড়িকে ঝামেলা মুক্ত রাখতে।'

আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য কিছু বলতে পারিনি। মনে হয় আমি এই কথাকে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছিলাম যে আমার সামনে বসা জেলের বন্দী এই ছোট মানুষটা এতো টাকার মালিক যা ওয়ার্ডেন নর্টন বাকি জীবনেও আয় করতে পারবে না, এমন কি তার সব অসৎ পন্থা দিয়েও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যখন বলেছিলে তুমি আইনজীবী নিতে পারতে, তুমি নিশ্চিত যে কৌতুক করনি,' আমি শেষ পর্যন্ত বলেছিলাম, 'ঐ পরিমাণ টাকায় তুমি ক্লারেন্স ডেরোকে নিয়োগ দিতে পারতে। কেন করনি, এন্ডি? তুমি এখান থেকে রকেটের মতো বেরিয়ে যেতে।'

সে হেসেছিলো। এটা সেই একই হাসি, যেটা তার মুখে ছিলো যখন সে বলেছিলো তার আর তার স্ত্রীর সামনে পুরো জীবন পরেছিলো।

'না,' সে বলেছিলো।

আমি বলেছিলাম, 'কেন না, এন্ডি? তুমি নতুন বিচার পেতে পারতে এবং ব্লেচকে খোঁজার জন্য ব্যক্তিগত গোয়েন্দাও নিয়োগ দিতে পারতে।'

'কারণ আমি নিজেকেই নিজের বুদ্ধিতে পরাস্ত করেছি। আমি এখানে ভেতরে থেকেই যদি কোন ভাবে পিটার স্টীভেনের টাকায় হাত দিতে চেষ্টা করতাম তাহলে প্রত্যেকটি পয়সা হারাতাম। আমার দোস্ত জিম হয়তো ব্যবস্থা করতে পারতো কিন্তু সে মারা গিয়েছে। বুঝতে পারছো সমস্যাটা?'

আমি দেখেছিলাম টাকার সবচেয়ে ভালো ব্যবহারই করেছে এন্ডি। হয়তো টাকাটা সত্যি অন্যের মালিকানায় ছিলো। হ্যাঁ, এক দিক দিয়ে তাই ছিলো। টাকাগুলো যেখানে বিনিয়োগ করাছিলো যদি লোকসানের দিকে যেতো, এন্ডি যা করতে পারতো তা হলো তাকিয়ে তাকিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হতে দেখা, প্রেস-হেরাল্ডের স্টক আর বন্ডের পাতার দিকে দিনের পর দিন নজর রেখে কি ঘটছে তা দেখা। আমার মনে হয় এটা একটা কঠিন জীবন যদি আপনি দুর্বল হয়ে না পরেন।

'আমি তোমাকে বলবো ব্যাপারটা কেমন, রেড। বক্সটনে একটা বড় শুষ্ক ঘাসের মাঠ আছে। তুমি তো জানো বক্সটন কোথায়, তাই না?'

আমি বলেছিলাম জানি। স্কার্বোফেয়ারের ঠিক সামনেই এর অবস্থান।

'ঠিক বলেছ। আর সেই নির্দিষ্ট শুষ্ক ঘাসের মাঠের উত্তর প্রান্তে একটা পাথরের দেয়াল আছে, রবার্ট ফ্রস্টের কবিতার মতো। সেই দেয়ালের ভিত্তির কোথাও একটা পাথর আছে যেটার মেইনের হেইফিল্ডের (শুষ্ক ঘাসের মাঠ) সাথে কোন পার্থিব সম্পর্ক নেই। এটা এক টুকরা ভলকানিক গ্লাস। ১৯৪৭ সালের আগ পর্যন্ত এটা আমার অফিস ডেস্কে পেপার ওয়েট হিসেবে ব্যবহার করেছি। আমার বন্ধু এটাকে সেই দেয়ালে রেখেছে। এটার নিচে একটা চাবি আছে। এই চাবি কেসকো ব্যাংকের পোর্টল্যান্ড শাখার একটি সেফ ডিপোজিট বক্সের দুয়ার খোলে।'

'আমার মনে হচ্ছে তুমি এক বোঝা ঝামেলা কাঁধে বয়ে বেরাচ্ছো,' আমি বলেছিলাম। 'তোমার বন্ধু যখন মারা গিয়েছে IRS আর তার উইল কার্যকর করার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবশ্যই সব সেফ ডিপোজিট বক্স খোলে দেখেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এন্ডি হেসে আমার মাথার তার দিকের অংশে আলতো টোকা দিয়েছিলো। 'খারাপ বলোনি, আমার মনে হয় সেখানে চকোলেটের থেকেও বেশি কিছু আছে। কিন্তু আমি গরাদের ভেতরে থাকতেই জিম মারা যেতে পারে এই সম্ভাবনার প্রতি আমরা সতর্ক ছিলাম। বক্সটা পিটার স্টীভেনসের নামে আর যে লইয়ার ফার্ম জিমের উইলের নির্বাহক হিসেবে কাজ করে তারা বছরে একবার কেসকো ব্যাংকে স্টীভেনসের বক্সের ভাড়ার চেক পাঠিয়ে দেয়।'

'পিটার স্টীভেনস সেই বাক্সের ভেতরে রয়েছে বেরিয়ে আসার অপেক্ষায়। তার জন্য সনদ, S.S. কার্ড, ড্রাইভার্স ল্যাইসেন্স। যদিও ল্যাইসেন্সটির তারিখ ছয় বছর পেরিয়ে গিয়েছে কারণ জিম মারা গিয়েছে ছয় বছর হলো, কিন্তু তারপরেও এটা পুরোপুরি নবায়ন যোগ্য পাঁচ ডলার ফি দিয়ে। তার স্টকগুলোর সনদ সেখানে রয়েছে, কর মুক্ত মিউনিসিপালস গুলো আর প্রায় আঠারোটা বাহক বন্ড যেগুলোর প্রত্যেকটি দশ হাজার ডলার করে।' আমি শিস দিয়ে উঠেছিলাম।

'পিটার স্টীভেনস পোর্টল্যান্ডের কেসকো ব্যাংকের সেফ ডিপোজিট বক্সে বন্দী আছে আর এন্ডি শশাঙ্কের সেফ ডিপোজিট বক্সে।' সে বলেছিলো। আর যে চাবিটা বাক্স, টাকা কড়ি আর নতুন জীবনের দ্বার খোলবে সেটা আছে বক্সটনের এক টুকতো কালো কাঁচ পাথরের নিচে। তোমাকে এতো কথা যখন বললাম আরো কিছু কথা বলি, রেড–গত বিশ বৎসর ধরে আমি সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে বক্সটনের কনস্ট্রাকশন কাজের খবরা খবর পেপারে দেখছি। আমি ভাবছিলাম হয়তো খুব তাড়াতাড়িই একদিন দেখবো সেখান দিয়ে হাইওয়ে রাস্তা অথবা নতুন কমিউনিটি হাসপাতাল অথবা মার্কেট তৈরি হচ্ছে। আমার নতুন জীবন দশ ফিট কংক্রিটের নিচে মাটি চাপা দিচ্ছে কিংবা অনেক আবর্জনার সাথে তুলে নিয়ে ফেলছে কোন নিচু জায়গা ভরাট করতে।'

'হায় ইশ্বর, এন্ডি যদি এতো কিছু সত্যি হয় তাহলে তুমি পাগল না হয়ে আছ কি করে?' সে হেসেছিলো।

'আমি এখান থেকে মুক্ত হবো। তবে হয়তো রাজ্য আর ওয়ার্ডেন নরটন যতোটা সময়ের কথা ভাবছে ততো নয়। আমি কোন ভাবেই সে পর্যন্ত সবুর করতে পারছি না। লাগাতার জিহুয়াটানিয়ু আর সেই ছোট হোটেল নিয়ে ভাবছি। আর এগুলোই এখন আমি আমার জীবন থেকে পাওয়ার আশা করি, রেড। আমার মনে হয় না এগুলো চাইলে অনেক বেশি কিছু চাওয়া হয়ে যাবে। আমি গ্রেন কুয়েনটিনকে খুন করিনি, আমার স্ত্রীকেও না, আর সেই হোটেল...সেটা চাওয়ার জন্য বেশি কিছু না। সাঁতার কাটা, রোদে গায়ের রং তামাটে করে নেওয়া এবং উন্মুখতো জায়গার পাশে জানালা খোলে একটা রুমে ঘুমোনো...এগুলো চাওয়ার জন্য বেশি কিছু না।' সে পাথর ছুড়ে দিয়েছিলো

www.BanglaBook.org

দূরে। তুমি জানো, রেড, 'সে ভাবলেশহীন গলায় বলেছিলো,' এরকম একটি জায়গায়...আমার অবশ্যই একজন লোক লাগবে যে জানে কি করে জিনিস সংগ্রহ করতে হয়।'

আমি এটা নিয়ে দীর্ঘ সময় ভেবেছি। আমরা জেলের ছোট শরীর চর্চার চত্বরে দাঁড়িয়ে সেনট্রি পোস্টে দাঁড়ানো সসস্ত্র পাহারাদারদের নজর বন্দী হয়ে অলীক স্বপ্ন নিয়ে কথা বললেও এটা আমার মনের সবচেয়ে বড় বাধা ছিলো না।

'আমি কাজটা করতে পারবো না,' আমি বলেছিলাম। 'বাইরের দুনিয়ায় আমি একা সংগ্রহ করতে পারবো না। আমি এখন এই জেলের একজন। হ্যাঁ, এখানে আমি তোমার জিনিসটা সংগ্রহ করে দিতে পারি। কিন্তু বাইরে যে কেউ তোমাকে দিতে পারবে। বাইরে যদি তোমার পোস্টার, রক-হ্যামার, কিংবা কোন নির্দিষ্ট রেকর্ড লাগে, তুমি ইয়েলো পেইজ ব্যবহার করতে পারবে। এখানে আমি হচ্ছি সেই ইয়েলো পেইজ। আমি জানি না বাইরে কীভাবে কোথায় শুরু করতে হবে।'

'তুমি নিজেকে ছোট করে দেখছো,' সে বলেছিলো। 'একজন স্বশিক্ষিত লোক তুমি, নিজেকে নিজে তৈরি করেছো। আমি বরং বলবো তোমার কাজে তুমি একজন প্রসিদ্ধ মানুষ।'

'আরে না, আমার এমন কি হাইস্কুল ডিপ্লোমাও নেই।'

'আমি সেটা জানি,' সে বলেছিলো। 'একখন্ড কাগজ একজন মানুষকে তৈরি করে না আবার একটা জেলখানা একজনকে ধ্বংসও করতে পারে না।'

'আমি বাইরে জিনিস পাচার করতে পারবো না, এন্ডি। এটা আমি জানি।' সে উঠে পড়েছিলো। 'তুমি ভাবো ব্যাপারটা এখানেই শেষ।' সহজ ভাবে বলে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলো সে, যেন একজন মুক্ত মানুষ এইমাত্র আরেকজন মুক্ত মানুষের সাথে কোন পরামর্শ সেরে নিলো। আর আমার কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজেকে মুক্ত বোধ করতে এটা যথেষ্ট ছিলো। এন্ডি এই কাজটা পারতো। সে আমাকে ভুলিয়ে দিতে পারতো যে আমরা যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত আসামী, পেরোল বোর্ডে ক্ষমা প্রার্থী এবং বাইবেলের স্তুতিগীত গাওয়া ওয়ার্ডেন এন্ডিকে এখন যেখানে আছে সেখানেই রেখে দিতে চায়। হাজার হোক সে হচ্ছে কোলের উপরে রাখা একটা কুকুর যে ট্যাক্স রিটার্নের কাজ করে দেয়। কি চমৎকার প্রাণী! সেদিন রাত্রি নাগাদ সেলে আমি আবার নিজেকে একজন কয়েদি অনুভব করতে শুরু করেছিলাম। পুরো ভাবনাটাকে অসম্ভব, আর মনের ভেতরে ভেসে উঠা নীল পানি আর সাদা সাগর পাড়কে বোকামির থেকেও অনেক বেশি নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছিলো—এটা আমার মাথায় বর্শির মতো বিঁধেছিলো। আমি কোন ভাবেই সেই অদৃশ্য আবরনটা গায়ে চাপাতে পারতাম না যেমন করে এন্ডি পারতো। সে রাতে

www.BanglaBook.org

ঘুমের মাঝে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম একটা শুষ্ক ঘাসের মাঠের মাঝখানে চমৎকার একটা কালো কাঁচের পাথর; একটা পাথর আদল যেন কোন বিশালাকার কামারের নেহাই এর মতো। পাথরটি নাড়িয়ে উঁচু করার চেষ্টা করছিলাম যেন নিচের চাবিটা আমি নিতে পারি। কিন্তু এটা এতো বড় যে সামান্য পরিমাণ নড়ছিলো না। আর পেছনে ক্রমশ এগিয়ে আসা ব্লাড হাউন্ড গুলোর ঘেউ ঘেউ শুনতে পারছিলাম।

আমাদের সুখী ছোট পরিবারে কখনো কখনো এমনটা ঘটে, কেউ পালিয়ে যায়। আপনি শশাঙ্কে দেয়ালের উপর দিয়ে পালিয়ে যাবেন না যদি বুদ্ধিমান হন। সারা রাত সার্চ লাইট আলো ফেলে। তিন দিকে সেন্ট্রি পোস্ট থেকে পাহারা দেওয়া হয় আর চতুর্থ দিকে জলাভূমি। অনেক সময় কয়েদি দেয়ালের উপর দিয়ে পালায় আর প্রায় সব সময়ই তাদের ধরে ফেলে সার্চ লাইট। আর যদি তা না হয় তাহলে পাকড়াও হয় হাইওয়েতে গাড়ি ধরার চেষ্টা করার সময়। যদি তারা গ্রামের এলাকা দিয়ে যেতে নেয় কখনো কখনো কৃষকরা ফোন করে জেলকে জায়গার নাম জানিয়ে দেয়। যে কয়েদিরা দেয়ালের উপর দিয়ে পালায় তারা আহাম্মক। শশাঙ্ক কোন দূর্গ নগরী নয়, কিন্তু প্রত্যন্ত জায়গা একজন মানুষ যখন ধূসর জামা পায়জামা পরে নিচু হয়ে গ্রাম এলাকা দিয়ে যেতে নেয় সহজেই চোখে পরে যায় সে।

ওয়ার্ডেন নরটনের ভেতর-বাইরে কর্মসূচিও কয়েটি পালানোর ঘটনার জন্ম দিয়েছিলো। এগুলো ছিলো খুব সাদামাটা প্রচেষ্টা। হয়তো কোন কারারক্ষী ট্রাকে পানি খাচ্ছিলো অথবা তাদের কয়েকজন রাস্তার কারো সাথে তর্কে জড়িয়ে পরেছিলো তখন কোন কয়েদি সুযোগ বুঝে ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে পরেছে এমন ঘটনা।

১৯৬৯ সালে, ভিতর-বাইরে কাজের শ্রমিকরা সেবেটাসে আলু তোলার কাজ করছিলো। সময়টা ছিলো নভেম্বরের তিন তারিখ। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন সেখানে পাহারা দিচ্ছিলো হেনরি পেগ নামে একজন-সে এখন আর আমাদের সুখী ছোট পরিবারের সদস্য নয়। আলুর ট্রাকগুলোর একটার পেছনের বাম্পারের উপরে বসে সে লাঞ্চ করছিলো আর তার কারবিন (লাইট আটোমেটিক রাইফেল) হাঁটুর উপরে আড়াআড়ি ভাবে রাখছিলো (এরকমই আমাকে বলা হয়েছে, কিন্তু মাঝে মাঝে এই কথাগুলো অনেক অতিরঞ্জিত হয়) তখন একটা সুন্দর শিংওয়ালা হরিণ বিকালের ঠান্ডা কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিলো। পেগ এটার পিছু ধাওয়া করে শিকারটা তার রিক্রিয়েশন রুমে কেমন দেখাবে এই ভেবে। সে যখন পিছু ধাওয়া করছিলো তখন তার দায়িত্বে থাকা তিনজন কয়েদি হেঁটে হেঁটে পালিয়েছিলো। এদের দুইজনকে লিসবোন ফলসের

www.BanglaBook.org

একটা পিন বল পারলার থেকে পুনরায় পাকড়াও করা হয়েছিলো। আর তৃতীয় জনকে এখনো পাওয়া যায়নি।

আমার মনে হয় সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে সিড নেডিয়ার ঘটনাটা। ঘটেছিলো সেই ১৯৫৮ সালে। আমার অনুমান আর কোন ঘটনা এটাকে পেরিয়ে যেতে পারবে না। সিড বেসবল মাঠে সীমানা টানছিলো কয়েদিদের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য শনিবারের একটা খেলার জন্য। তখন পাহারাদারদের সিফট পরিবর্তনের সংকেত দিয়ে বেলা তিনটায় বাশি বেজে উঠেছিলো। শরীর চর্চার চত্বরের একেবারে পেছনেই ছিলো পার্কিং লট, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত মেইন গেইটের ঠিক উল্টা পাশে। তিনটার সময় গেইট খুলে গেলে ডিউটিতে যোগ দেওয়া আর ছেড়ে যাওয়া পাহারাদাররা একত্রে আসা যাওয়া করে।

সিড লাইন টানার মেশিন দিয়ে দাগ দিতে দিতে সোজা গেইট দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো। তিন ইঞ্চি লাইন টানতে টানতে শরীর চর্চা চত্বরের তৃতীয় ভিত্তি থেকে দূর প্রান্তের ছয় নাম্বার রুটের কাছের নালা পর্যন্ত গিয়েছিলো সে, সেখানে তার মেশিন চুনা পাথরের স্তুপের উপরে উল্টে পরে থাকতে পাওয়া গিয়েছিলো। আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না একাজটা কি করে করতে পেরেছিলো সে। কারণ কয়েদির পোশাক তার গায়ে ছিলো, উচ্চতা ছিলো ছয় ফুট দুই ইঞ্চি, আর চুনা পাথরের ধূলো উড়িয়ে যাচ্ছিলো সে। আমি ভেবে চিন্ত যা পেয়েছি, সেই দিনটা শুক্রবার বিকেল হওয়ায় যে পাহারাদাররা ডিউটি থেকে চলে যাচ্ছিলো তারা ছেড়ে যাওয়ার আনন্দে ছিলো, আর যারা যোগ দিচ্ছিলো তাদের মন ছিলো বিষণ্ন। প্রথম দলের সদস্যরা ধুলো থেকে মাথা বের করে দেখেনি আর দ্বিতীয়রা তাদের জুতার ডগা থেকে চোখ তুলে নি...আর সিড কোন ভাবে এদের ভির গলে বেরিয়ে গেছে, আমি যতোদূর বুঝি।

হয়তো আপনি মনে করতে পারবেন, আমি হেনলে বেকাস নামে একজন লন্ড্রির ওয়াস রুম ফোরম্যানের উল্লেখ করেছিলাম। ১৯২২ সালে শশাঙ্কে এসেছিলো সে এবং একত্রিশ বছর পরে মারা গিয়েছে জেলের হাসপাতালে। পালানো এবং পালানোর চেষ্টা নিয়ে তার এক রকম শখ ছিলো, হয়তো এ কারণে যে সে কখনোই নিজেকে ঝুঁকির মাঝে ফেলতে সাহস করতে পারেনি। সে আপনাকে বিভিন্ন ধরনের প্রায় একশ পরিকল্পনার কথা বলতে পারতো, সবই বাতিকগ্রস্থ মানুষের ভাবনা। এদের সবগুলোই কখনো না কখনো শাঙ্কে চেষ্টা করা হয়েছে।

সে একবার আমাকে বলেছিলো তার সময়ে চারশয়ের উপরে পালানোর চেষ্টা হয়েছে যেগুলোর কথা সে জানে। সত্যি একবার ভাবুন মাথা নেরে পড়া চালিয়ে যাওয়ার আগে। চারশ পালানোর প্রচেষ্টা! তার মানে ১২.৯ পালানোর

www.BanglaBook.org

চেষ্টা হয়েছে প্রতিবছর যখন হেনলে বেকাস শশাঙ্ক ছিলো এবং সেই ঘটনাগুলোর উপরে নজর রেখেছিলো সে। বেশি ভাগই অবশ্য হচ্ছে অসাবধানতা জনিত ঘটনা, একজন পাহারাদার দৌড়ে গিয়ে ঝাপটে ধরার মধ্য নিয়ে এ ধরনের ঘটনাগুলোর শেষ হতো।

হেনলে বলেছিলো এর মাঝে ষাটটা ছিলো বেশ সিরিয়াস প্রচেষ্টা। আমি শাঙ্কে পৌছানোর আগের বছর ১৯৩৭ সালে 'জেল ভাঙ্গা ' এর ঘটনাটিকে এর মাঝে যোগ করেছিলো সে। প্রশাসনের নতুন শাখার কনস্ট্রাকশন কাজ চলছিলো তখন। দুর্বলভাবে তালা দেওয়া চালাঘর থেকে কনস্ট্রাকশনের যন্ত্রপাতি নিয়ে পালিয়েছিলো চৌদ্দজন কয়েদি। মেইনের পুরো দক্ষিণাঞ্চল এই চৌদ্দজন ঘাগু আসামী পালানোতে যন্ত্রণার মাঝে পরেছিলো। পলাতক কয়েদিরা মৃত্যু ভয়ে ভীত ছিলো এবং তাদের কোন ধারনা ছিলো না কোথায় আশ্রয় নিবে। চৌদ্দজনের কেউই পার পেতে পারেনি। তাদের মাঝে দুইজনকে গুলি করে মারা হয়েছিলো–জনসাধারণ করেছিলো, পুলিশ অফিসার কিংবা জেলের কোন কর্মচারী নয়।

১৯৩৮ সালে, যেদিন এখানে এসেছিলাম, এবং অক্টোবরের সেই দিন যেদিন আমাকে জিহুয়াটানিযুর কথা বলেছিলো এন্ডি, এ সময়ের মাঝে কতো জন পালিয়েছে? আমার আর হেনলের দেওয়া তথ্য একত্র করে বলবো দশজন। দশজন পুরোপুরি পালাতে পেরেছিলো। কিন্তু তারপরেও ব্যাপারটা সেরকম নয় নিশ্চিত জেনে রাখতে পারেন। আমার অনুমান অন্তত তাদের অর্ধেক এখন অন্য কোন জেলে সময় পার করছে। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে কয়েদি বানিয়েছে আবার। যখন আপনি একজন মানুষের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিবেন এবং তাকে সেলের ভেতরে বন্দী থাকতে শেখাবেন, বিভিন্ন দিকে চিন্তা ভাবনা করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলবে সে। সেখানে তারা স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে যেখানকার সব কিছু জানে।

এন্ডি সেরকম লোক ছিলো না, কিন্তু আমি ছিলাম। প্যাসেফিক দেখার সংকল্প শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু আমি ভীত ছিলাম সত্যি সেখানে গেলে হয়তো ভয়ে মরে যাবো–এটার বিশালত্বের জন্য।

যেদিন এন্ডির সাথে মেক্সিকো এবং পিটার স্টিভেনকে নিয়ে কথা হয়েছিলো...সেদিন থেকে যেকোন কারণে আমার বিশ্বাস হতে শুরু করেছিলো যে এন্ডির মাথায় পালিয়ে যাওয়ার মতলব আছে। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যদি সে পালানোর চেষ্টা করে যেন সতর্ক ভাবে করে, আর তখনো তার সফলতার ব্যাপারে পয়সা কড়ি বাজি ধরতাম না। আপনি দেখেছেন ওয়ার্ডেন নরটনের এন্ডির উপরে বিশেষ নজর ছিলো। নরটনের কাছে কয়েদির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাম্বার সাঁটা আর একটি অকার্য মাথা ছিলো না এন্ডি; আপনি হয়তো বলবেন তাদের মাঝে একটা কাজের সম্পর্ক ছিলো। তার মগজ ছিলো আর হৃদয়ও ছিলো, নরটন একটা ব্যবহার করার আর অন্যটা গুড়িয়ে দেওয়ার সংকল্প করেছিলো।

বাইরের দুনিয়ায় যেমন সৎ রাজনীতিবিদ আছে তেমনি জেলখানায় সৎ কারারক্ষী আছে। যদি আপনার মানুষের চরিত্র বোঝার ক্ষমতা থাকে এবং চারপাশে ছড়ানোর মতো পয়সা কড়ি থাকে। আমার মনে হয় আপনার পক্ষে অনেককেই কেনা সম্ভব যে অন্য দিকে তাকিয়ে থেকে আপনাকে সুযোগ করে দিবে। আমি আপনাকে বলবো না যে এমনটা কখনো হয় নি, কিন্তু এন্ডি ডিফ্রেনের পক্ষে করা সম্ভব ছিলো না। কারণ আমি যে রকম বলেছি নরটন নজর রাখছিলো এন্ডির উপরে।

এন্ডি এটা জানতো কারারক্ষীরাও জানতো। কেউ এন্ডিকে ভিতর-বাইরে কাজের জন্য মনোনিত করবে না অন্তত যতোদিন ওয়ার্ডেন নরটন মনোনয়ন যাচাই বাছাইয়ের কাজটা সারবে। আর এন্ডি এমন লোক ছিলো না যে সিড নেডিয়র মতো সাধারণ ভাবে পালানোর চেষ্টা করবে।

আমি যদি এন্ডি হতাম সেই চাবির চিন্তা অসীম যন্ত্রণা দিতো আমাকে। শশাঙ্ক থেকে বক্সটন ত্রিশ মাইল দূরে। এতো কাছে তারপরেও দূরে। আমি এখনো ভাবি তার সবচেয়ে ভালো সুযোগ ছিলো একজন উকিল নিয়োগ করে পুনরায় বিচারের চেষ্টা করা। কাজের বোঝা কমিয়ে দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু না দিয়েও হয়তো টমি উইলিয়ামসের মুখ বন্ধ করা যেতো, কিন্তু আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। হয়তো একজন ভালো উকিল তার পেট থেকে কথা বের করতে পারতো...আর হয়তো সে উকিলকে তেমন পরিশ্রমও করতে হতো না। উলিয়ামস সত্যি সত্যি এন্ডিকে খুব পছন্দ করতো। আমি প্রায়ই এন্ডির কাছে এ প্রসঙ্গটা তোলতাম। এন্ডি দিগন্তের দিকে তাকিয়ে হাসতো আর বলতো সে এটা নিয়ে ভাবে। নিশ্চিত ভাবেই আরো অনেক কিছু নিয়েই ভাবছিলো সে।

১৯৭৫ সালে শশাঙ্ক থেকে পালিয়ে যায় এন্ডি। তাকে পুনরায় বন্দী করা যায়নি, আর আমার মনে হয় না কখনো যাবে। সত্যি বলতে কি আমার মনে হয় না এন্ডি ডিফ্রেন নামে কেউ এখন আর আছে। কিন্তু মনে হয় মেক্সিকোর জিহুয়াটানিযুতে পিটার স্টিভেনস নামে একজন আছে। এই ১৯৭৭ সালে হয়তো নতুন খুব ছোট একটা হোটেল চালাচ্ছে।

আমি যা জানি আর যা আমার মনে হয় আমি ততোটুকুই শুধু আপনাদেরকে বলতে পারি, তাই না?

মার্চ মাসের ১২ তারিখ ১৯৭৫, সেলব্লক পাঁচের সেলের দরজাগুলো সকাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৬০.৩০ এ খোলেছিলো, যেমনটা এখানে প্রত্যেক দিন সকালে হয় রবিবার ছাড়া। রবিবার ছাড়া প্রত্যেক দিন সকালে কয়েদিরা যা করে, সেল থেকে বের হয়ে করিডোরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় আর সেলের দরজাগুলো তাদের পেছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। তারা সারি বদ্ধ ভাবে হেঁটে সেলব্লকের মেইন গেইট পর্যন্ত যায়, সেখানে দুই জন গার্ড তাদের সংখ্যা গোনে নাস্তার জন্য ক্যাফেটেরিয়ায় পাঠনোর আগে। সবকিছু সেদিন বরাবরের মতোই হয়েছিলো সেলব্লকের গেটে গণানার আগ পর্যন্ত। সেখানে উনত্রিশ জন হবার কথা আটাশ জনের বদলে।

সেলব্লক পাঁচের অন্যান্যদের নাস্তার জন্য যেতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। কারারক্ষীদের ক্যাপ্টেন রিচারর্ড গোনার আর তার সহকারী ডেভ বার্কস তৎক্ষনাৎ নেমে গিয়েছিলো সেলব্লক পাঁচে। গোনার পুনরায় সেলব্লকের দরজা খোলে সে আর বার্কস একত্রে করিডোর দিয়ে এগিয়েছিলো। তারা লাঠি গরাদের উপর দিয়ে টেনে নিতে নিতে এগিয়ে গিয়েছিলো উন্মুখতো পিস্তল হাতে। এ রকম পরিস্থিতিতে সাধারণতো যা পাওয়া যায় কেউ সেই রাতে এতো অসুস্থ হয়ে পরেছে যে সকালে সেলের বাইরে পা রাখতে পারেনি। খুব কদাচিৎ কেউ মারা যায় কিংবা আত্মহত্যা করে।

কিন্তু মৃত কিংবা একজন অসুস্থ মানুষের বদলে এবার তারা পেয়েছিলো একটা রহস্য। তারা একেবারে কোন মানুষই পায় নি। সেলব্লক পাঁচে ছিলো চৌদ্দটি সেল, এক পাশে সাতটি করে। প্রত্যেকটি ফাঁকা।

গোনার প্রথমে ভেবেছি হয়তো গণনায় ভুল হয়েছে আর নয়তো তার সাথে মজা করেছে। তাই সকালের নাস্তার পরে সেলব্লক পাঁচের বাসিন্দাদের কাজে পাঠানোর বদলে তাদের সেলে ফেরত পাঠানো হয়েছিলো। নিত্য দিনের নিয়মে ব্যত্যয় ঘটলে কয়েদিরা সব সময় স্বাগতই জানায়।

সেলের দরজাগুলো খোলে গেলে কয়েদিরা ভিতরে ঢুকেছিলো, টেনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিলো গরাদ। গোনার আর বার্কস আবার লাইনে গিয়ে সবাইকে গুনতে শুরু করেছিলো কিন্তু তাদের বেশি দূর যেতে হয় নি।

'এই সেলটা কার?' গোনার তার ডান পাশের নৈশ প্রহরীকে জিজ্ঞেস করেছিলো।

'এন্ডি ডিফ্রেনের।' উত্তর দিলেছিলো প্রহরী। নিয়মিত যেসব কাজ হয় সেগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। প্রথমে ওয়ার্ডেনের কাছে গিয়েছিলো গোনার। দ্বিতীয় যে কাজটি করেছিলো তাহলো অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করেছিলো জেলের ভেতরে। তৃতীয়টি হচ্ছে রাজ্য পুলিসকে কয়েদি পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবতা জানিয়ে ছিলো। এগুলোই নিয়ম।

এন্ডির সেলটা ছিলো একটা স্কয়ার আকারের ছোট খুপরির মতো। জানালা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর ধাক্কা দিয়ে ঢেলে খোলার দরজায় গরাদ দেওয়া। ভেতরে একটা শূন্য খাট আর একটা টয়লেট। জানালার পাশে কয়েকটা সুন্দর ছোট পাথরের টুকরা। আর হ্যাঁ পোস্টারটা। তখন ছিলো লিন্ডা রোনস্টাডের। পোস্টাটা ছিলো ঠিক তার বাংকের উপরে। সেখানে একদম ঠিক একই জায়গায় গত ছাব্বিশ বছর ধরে ঝুলছে। আর যখন কেউ একজন–লোকটা ছিলো নরটন নিজেই, ওটা সরিয়ে ফেলছিলো–তারা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়েছিলো ওটার পেছনে তাকিয়ে। কিন্তু এটা ঘটেনি সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার আগ পর্যন্ত, এন্ডির পালিয়ে যাওয়ার রিপোর্ট করার বারো ঘণ্টা পরে আর সম্ভবতো তার সত্যিকার পালানোর বিশ ঘণ্টা পরে।

চেস্টার সেদিন প্রশাসন শাখার দেয়ালে মোম লাগাচ্ছিলো। সেদিন তার কথা শুনার জন্য কান পরিষ্কার করতে হয় নি; সে বলেছিলো আপনি রেকর্ড আর ফাইল শাখা থেকেও নরটনের গলা শুনতে পেতেন যখন সে রিচ গোনারের উপরে এক চোট নিচ্ছিলো।

'তুমি নিজেকে কি মনে করো?' যদিও সে সন্তুষ্ট ছিলো সে জেলের গার্ড নয়। 'তার মানে কী? তুমি তাকে খোঁজে বের করবে না! আমি তাকে চাই, তুমি খোঁজে বের করো! তুমি আমার কথা শুনেছো? আমি তাকে চাই!' গোনার কিছু একটা বলেছিলো। 'তোমার কাজের সময় ঘটেনি? আমি যতোদূর জানি তোমাকে বলতে পারি কেউ জানে না কখন ঘটেছে অথবা কিভাবে ঘটেছে। আর বিকাল তিনটা নাগাদ আমি তাকে আমার অফিসে চাই, নয়তো কিছু মাথা মেঝেতে গড়াগড়ি খাবে। কসম কেটে বলতে পারি আর আমি সব সময় আমার কথা রাখি।' গোনার আরো কিছু বলেছিলো, কিছু একটা যা নরটনকে আরো বেশি রাগিয়ে দিয়েছিলো। 'না? তাহলে এটা দেখো! দেখো এটা! সেলব্লক পাঁচের গত রাতের টালি। জেলের সবাই এর জন্য দায়ী! ডিফ্রেনকে গত রাত নয়টার সময় তালা বন্দী করা হয়েছিলো আর এটা অসম্ভব এখন সে নেই। অসম্ভব! তুমি তাকে খোঁজে বের করো এখন।'

কিন্তু সেদিন ছয়টার সময়ও এন্ডি নিখোঁজ ছিলো। নরটন নিজেই এসেছিলো সেলব্লক পাঁচে, আমাদের সবাইকে সারা দিন আটকে রাখা হয়েছিলো সেখানে। আমাদের কি জেরা করে হয়েছিলো? সেই লম্বা দিনের প্রায় পুরোটা আমারা গার্ডদের জেরার উপরে ছিলাম, যারা ঘাড়ে ড্রাগনের নিশ্বাস টের পাচ্ছিলো। একই কথা বলেছিলাম আমার সাবাই: কিছু দেখিনি আমরা, কিছু শুনিনি। আর আমি যতোদূর জানি আমরা সবাই সত্যি বলেছিলাম। আমরা সবাই যে কথাটা বলতে পারতাম তাহলো এন্ডি অবশ্যই সেলে ছিলো যখন তালাবন্ধ করা হয় এবং এক ঘণ্টা পরে লাইট আউটের সময়েও। এন্ডি চাবির গর্ত গলে বেরিয়ে গেছে,

www.BanglaBook.org

এই হাস্য কর মন্তব্য করে একলোক চার দিনের সলিটারী অর্জন করেছিলো। তারা বেশ বিচলিত ছিলো। তাই নরটন নিচে নেমে এসেছিলো-দৃঢ় পদক্ষেপে-তার নীল চোখ দিয়ে এমন জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়েছিলো যে এখনই বিদ্যুৎ চমক বেরিয়ে আসবে।

সে আমাদের দিকে এমন করে তাকাচ্ছিলো যেন তার বিশ্বাস আমরা সবাই এ ঘটনার সাথে যুক্ত। সম্ভবতো এটাই তার বিশ্বাস ছিলো। সে এন্ডির সেলে গিয়ে চারপাশে তাকিয়ে ছিলো। এন্ডি যে রকম রেখে গিয়েছিলো সেলটা তেমনই ছিলো। তার বাঙ্কের শিট পেছনে টানা ছিলো, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিলো না কেউ ঘুমিয়েছে। পাথর রাখাছিলো জানালার ফ্রেমের বাড়তি অংশটায়...কিন্তু সবগুলো নয়। যেগুলো সে বেশি পছন্দ করতো সাথে নিয়ে গিয়েছিলো।

'পাথর,' নরটন ফোঁস করে উঠে ঝেড়ে ফেলেছিলো ঠুক ঠাক শব্দ করে। গোনারের এর মধ্যে চার ঘণ্টা ওভার টাইম হয়ে গিয়েছিলো, কষ্ট হচ্ছিলো কিন্তু কিছু বলেনি। নরটনের চোখ পরেছিলো লিন্ডা রোনস্টডের ছবির উপর। লিন্ডা কাঁধের উপর দিয়ে পেছন ঘুড়ে তাকিয়ে তার হাত খুব চাপা ধূসর বাদামি রংয়ের প্যান্টের পেছনের পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিলো। একটা হোল্টার পরেছিলো সে। নরটনের ব্যাপ্টিস্ট মানসিকতায় পোস্টারটা বড় রকমের অপরাধের বিষয়। তাকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে, আমার মনে পরেছিলো এন্ডি একবার তার কি অনুভূতির কথা বলেছিলো, সে ছবির ভিতর দিয়ে গিয়ে মেয়েটার পাশে দাঁড়াতে পারে। খুব বাস্তবিক অর্থেই সে ঠিক এই কাজটিই করেছিলো–নরটন মাত্র কয়েক মুহূর্ত দূরে ছিলো এটা আবিষ্কার করার।

'জঘন্য জিনিস!' সে ঘোঁত করে উঠে হাতের এক ঝাঁটকা টানে ছিড়ে ফেলেছিলো পোস্টারটা। উন্মচিতো হয়েছিলো ফাঁকা জায়গাটা, কংক্রিট ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে তৈরি করা গর্তটা ওটার পেছনে ছিলো। গোনার ভিতরে যায়নি। নরটন তাকে হুকুম করেছিলো–পুরো জেলে শুনা গিয়েছিলো নরটন রিচ গোনারকে হুকুম দিচ্ছে–গোনার তাকে প্রত্যাখান করছে।

'এজন্য আমি তোমার চাকরী খাব!' হিসটেরিয়া রোগীদের মতো হাত ঝাঁকিয়ে চিৎকার করেছিলো নরটন। তার ঘাড় কালচে লাল হয়ে উঠেছিলো, কপালের দুই শিরা ফুলে উঠে ধপধপ করছিলো। 'তোকে এর জন্য মূল্য দিতে হবে...তুই তুই ফ্রেন্সম্যান। আর আমি তোর চাকরি খাব। দেখবো যেন তুই নিউ ইংল্যান্ডের জেল ব্যবস্থার কোথাও কাজ না পাস!'

গোনারের যথেষ্ট খাটনি গিয়েছিলো ইতোমধ্যেই। চার ঘণ্টা ওভার টাইম পেরিয়ে পাঁচে পরেছে, আর পারছিলো না সে। মনে হচ্ছিলো যেন আমাদের ছোট সুখী পরিবার থেকে এন্ডির পালিয়ে যাওয়ায় নরটনের ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি লোপ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেয়েছে। আমি জানি না ব্যাক্তি গত বিচার বিবেচনা কেমন হয়। কিন্তু আমি জানি আটাশ জন কয়েদি নরটন আর রিচ গোনারের মধ্যের বাকবিতন্ডা শুনেছিলো সেদিন সন্ধ্যায়।

রোরি ট্রিমোন্ট নামে একজন গার্ড ছিলো। মাথায় তেমন ধার ছিলো না তার। হয়তো ভেবেছিলো একটা ব্রোঞ্জ স্টার কিংবা সে রকম কিছু জিততে যাচ্ছে সে। সৌভাগ্যের ব্যাপার নরটন এমন কাউকে পেয়েছিলো যে আকারে প্রায় এন্ডির মতো। যদি তারা বিশাল বপুর কাউকে পাঠাতো–বেশি ভাগ গার্ডই যে রকম–সে হয়তো আটকে যেত সেখানে। কাজের সময় একটা নাইলের সরু রশি পাওয়া গিয়েছিলো, সেটা কেউ একজন ট্রিমোন্টের কারের ট্রাঙ্কে পেয়েছিলো। রশিটা তার কোমরে পেঁচিয়ে একটা ছয় ব্যাটারী ফ্ল্যাস লাইট বাঁধা হয়েছিলো রশির অন্য প্রান্তে। সে সময় গোনার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা বাদ দিয়েছে, এবং সেখানে একমাত্র তাকেই মনে হচ্ছিলো পরিস্কার ভাবতে পারছে। একটা সম্পূর্ণ নকশা খোঁজে বের করেছিলো সে। আমি ভালো করে জানি সেটা থেকে এন্ডি দেখেছিলো–দুইটা দেয়াল স্যান্ডওয়িচের মতো পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। মাঝে পাইপের জন্য দুই ফিট ফাঁকা জায়গা। ভেতরের দেয়ালটা এন্ডির সেলের। ওটা দশ ফিট পুরু।

গর্ত থেকে ট্রিমোন্টের গলা বেরিয়ে এসেছিলো 'এখানে কিছু একটার ভীষণ দূর্গন্ধ, ওয়ার্ডেন।'

'একটু সহ্য করো! এগিয়ে যাও।'

ট্রিমোন্ট নিচের পা গর্তে ভিতরে ঢুকিয়ে ছিলো। কয়েক মুহূর্ত পরে অন্য পা ও, 'ওয়ার্ডেন গন্ধটা সত্যি খুব পঁচা।'

'একটু সহ্য করো, আমি বলছি' ওয়ার্ডেন মিনতি করেছিলো।

ট্রিমোন্টের বিষাদময় গলা ভেসে এসেছিলো: 'পায়খানার মতো গন্ধ। হায় আলাহ্! এগুলো কী, পায়খানা! আলাহ্ আমাকে এখান থেকে বের করে নাও আমার নাড়ী ভুড়ী উগলে আসছে।' আর তখনই রোরি ট্রিমোন্টের সর্বশেষ কয়েক বেলার খাবার দাবার হারানোর স্পষ্ট শব্দ হয়েছিলো।

সেই পুরো দিন–না না শেষ ত্রিশ বছর–সবকিছু এক মুহূর্তে আমার সামনে উঠে এসেছিলো আর আমি বাড়াবাড়ি রকমের হাসতে শুরু করেছিলাম। যখন মুক্ত মানুষ ছিলাম তখনো কোন দিন এভাবে হাসিনি, এই ধূসর দেয়ালের ভেতরে এ ধরনের হাসি কখনো হাসবো ভাবি নি।

'এই হতচ্ছাড়াটাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও!' ওয়ার্ডেন নরটন চিৎকার করেছিলো। আর আমি এতো হেসে ছিলাম যে আমি বুঝতে পারিনি সে আমাকে বুঝিয়েছিলো কি না কিংবা ট্রিমোন্টকে। আমি পেট চেপে ধরে লাথি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিতে দিতে হেসে চলেছিলাম। আমি হয়তো থামতাম না যদি না নরটন আমর দিকে গর্জে না উঠতো। 'একে বাইরে নিয়ে যাও।'

হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি হচ্ছি সেই যাকে সেদিন সরাসরি সলিটারীতে পাঠানো হয়েছিলো। আমি সেখানে একাকী পনের দিন ছিলাম।

কিন্তু প্রায়ই আমি বোকাসোকা বুড়ো রোরি ট্রিমোন্টের আর্ত চিৎকারের কথা ভাবি ওহ, এটা পায়খানা! তারপরে আমি ভাবি এন্ডি ডিফ্রেন সুন্দর সুট পরে দক্ষিণে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার নিজের কার চালিয়ে। আমি আবার হাসতে শুরু করি। এন্ডি ডিফ্রেন পায়খানার ভিতরে ঢুকেছিলো আর অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো পরিস্কার হয়ে। প্যাসিফিকের দিকে অগ্রসর হয়েছিলো এন্ডি ডিফ্রেন।

সেদিন রাতে আর কি কী হয়েছিলো সেটা আমি প্রায় আধা ডজন মানুষের মুখ থেকে শুনেছিলাম। তেমন বেশি কিছু না। আমার অনুমান ট্রিমোন্ট ভেবেছিলো তার আর বেশি কিছু হারানোর নেই দুপুরের আর রাতের খাবার উগলে দেওয়ার পরে, কারণ এগিয়ে গিয়েছিলো সে। জায়গাটায় তেমন বিপদের কিছু ছিলো না কিন্তু এতো সরু যে তাকে নিচের দিকে চেপে আসতে হয়েছে। সে বলেছিলো সে শুধুমাত্র আধা শ্বাস নিতে পারছিলো আর সে এখন জানে জীবন্ত কবর দিলে কেমন লাগে। সে ভিতরে একটি মাস্টার সুয়ার পাইপ পেয়েছিলো যেটা সেলব্লক পাঁচের পনেরটা টয়লেটের আবর্জনা বয়ে নিয়ে যায়, ওটা তেত্রিশ বছর আগে লাগানো একটা চীনেমাটির পাইপ। এন্ডির রক–হ্যামার খোঁজে পেয়েছিলো ট্রিমোন্ট। এন্ডি মুক্তি পেয়েছে কিন্তু সেটা সহজ ছিলো না। দুই পাইপের সংযোগ স্থলের চেয়েও এখানটা বেশি চাপা। ট্রিমোন্ট শুধু সেখানে নেমেছিলো ; দুই ফুটের মতো একটা গর্ত ছিলো। সে ভেতরে যায়নি এবং আমি যত দূর জানি অন্য কেউও যায়নি। যখন ট্রিমোন্ট গর্ত আর রক-হ্যামার পরীক্ষা করে দেখছিলো একটা ইঁদুর লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো। সে পরে আমাকে কসম কেটে বলেছিলো সেটা প্রায় একটা কুকুর ছানার সমান বড় ছিলো।

এন্ডি সেই পাইপের ভিতরে ঢুকেছিলো। হয়তো সে জানতো পাইপটা একটা স্রোত পাঁচশ গজ বয়ে নিয়ে জেলের পশ্চিমে জলাভূমিতে ফেলে। আমার মনে হয় সে জানতো। সেলের নকশা আশেপাশেই ছিলো আর এন্ডি সেটার দিকে তাকিয়ে একটা উপায় খোঁজে পেত। সে জানতো নয়তো খোঁজে বের করেছিলো যে ঐ সুয়ার পাইপ যেটা সেলব্লক পাঁচ থেকে বেরিয়ে গেছে সেটা শশাঙ্কের শেষ পাইপ আবর্জনা পরিশোধনা গারে গিয়ে পরেনি। এবং সে এটাও জানতো যদি পালিয়ে যেতে চায় তাহলে তাকে ১৯৭৫ সালের মাঝা মাঝির আগেই যেতে হবে আর নয়তো হবে না, কারণ আগস্টে তারা আমাদের নতুন আবর্জনা পরিশোধনা গারে সংযোগ করতে যাচ্ছিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঁচশ গজ। পাঁচটা ফুটবল মাঠের সমান লম্বা। এক মাইলের চেয়ে সামান্য ছোট। সে এই দূরত্বটা হামাগুড়ি দিয়ে গিয়েছে। সে এতো নোংরা জায়গা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়েছে যেটা আমি কল্পনা করতে পারি না বা করতে চাই না। হয়তো ইঁদুররা ইতস্তত ছড়িয়ে পরেছিলো, কিংবা তাকে আক্রমন করেছিলো যেমনটা এ ধরনের প্রাণীরা কখনো কখনো করে যখন তারা অন্ধকারে সাহসী হয়ে উঠার সুযোগ পায়। তার হাতের কাছে অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণ ফাঁকা জায়গা পেয়েছিলো এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখার জন্য এবং তাকে সম্ভবতো দুই পাইপের জোড়ার খশখশে অংশ দিয়েও যেতে হয়েছে। যদি লোকটা আমি হতাম তাহলে অন্ধকারে থাকার আতঙ্ক আমাকে ডজনেরও বেশি বার পাগল করে ছাড়তো।

কিন্তু সে কাজটা পেরেছিলো। পাইপের শেষ প্রান্তে মন্থর গতিতে বেরিয়ে যাওয়া এক জোড়া পায়ের দাগ পেয়েছিলো তারা। সেখান থেকে দুই মাইল দূরে একটা অনুসন্ধান দল তার জেলের পোশাক পেয়েছিলো–একদিন পরে পেয়েছিলো। কাহিনীটা পত্রিকায় ঢাকঢোল পিঠিয়ে ছাপিয়ে ছিলো, যেমনটা আপনি অনুমান করতে পারছেন, কিন্তু জেলের পনের মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যের কেউ কার অথবা কাপড় চুরি যাওয়ার অথবা চাঁদের আলোয় কোন উলঙ্গ মানুষ দেখার রিপোর্ট করতে এগিয়ে আসেনি। এমন কি গোলাবড়ির চত্বরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকাডাকির মতো সামান্য অভিযোগও ছিলো না। সে সুয়র পাইপ দিয়ে বেরিয়ে ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আমি বাজি ধরতে পারি সে উধাও হয়েছিলো বক্সটনের পথে।

সেই স্মরণীয় দিনের তিন মাস পরে ওয়ার্ডেন নরটন পদত্যাগ করেন। আমার জানাতে খুব আনন্দ হচ্ছে সে তখন পুরোপুরি বিধ্বস্ত মানুষ। সেই বসন্তটা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো। সে তার কাজের শেষদিনে মাথা নিচু করে এমন ভাবে পা টেনে টেনে বেরিয়ে গিয়েছিলো যেন কোন বুড়ো কয়েদি হাসপাতালে যাচ্ছে কৌডিন পিলের জন্য। গোনার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলো। আর নরটনের জন্য শশাঙক ছেড়ে যাওয়াটা বেদনার ছিলো। স্যাম নরটন সম্পর্কে এখন আমি যা জানি তা হলো সে ইলিয়টে আছে, সেখানে প্রতি রবিবার প্রার্থনা করায়।

এন্ডি সম্পর্কে এগুলোই আমি জানতাম, এখন আমি আপনাদের বলবো আমার ভাবনায় কি আছে। আমি হয়তো কোন কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারে ভুল করতে পারি, কিন্তু আমি আমার ঘড়ি আর চেইন বাজি ধরতে রাজি আছি যে আমার প্রায় পুরোটা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারনা আছে। কারণ এন্ডি যে ধরনের মানুষ ছিলো তাতে মাত্র একটা কিংবা দুইটা উপায়ে এঘটনাটা ঘটে থাকতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবং যখনই আমি এটা নিয়ে ভাবি, আমি সেই আধা পাগলা ইন্ডিয়ান নরমেডেনের কথা ভাবি। 'ভালো লোক সে,' নরমেডেন বলেছিলো তার সেলে ছয় অথবা আট মাস কাটিয়ে, 'আমি যেতে পেরে খুশী। সেলটা সব সময় ঠান্ডা। সে কাউকে তার জিনিস স্পর্শ করতে দেয় না। সেটা ঠিক আছে। ভালো লোক সে।' সে এন্ডিকে জানতো আমাদের সবার চেয়ে বেশি এবং জেনেছিলো খুব অল্প সময়ে। সুদীর্ঘ আট মাস পরে তাকে সেল থেকে বের করে দিতে সমর্থ হয়েছিলো এন্ডি এবং সেলটা পেয়েছিলো শুধু নিজের করে।

যখন ওয়ার্ডেন নরটন প্রথম এসেছিলো তখন নরমেডেন তার সেলে আট মাস সময় না কাটালে, আমার বিশ্বাস নিক্সন দ্বিতীয় বার সাইন করার আগেই বেরিয়ে যেতো সে।

এখন আমার বিশ্বাস দেয়াল খোঁড়া শুরু হয়েছিলো ১৯৪৯ সালে, রক-হ্যামার দিয়ে না, কিন্তু রিতা হেইওয়ার্থের পোস্টার দিয়ে। আমি আপনাকে বলেছি তাকে কেমন নার্ভাস দেখাচ্ছিলো যখন ওটা চাইতে এসেছিলো সে আর উত্তেজনায় পূর্ণ ছিলো। আমি তখন ভেবেছিলাম সেটা শুধুমাত্র বিব্রত বোধ, এন্ডি যে ধরনের মানুষ সে কখনোই চাইবে না তার পায়ের কাদার কথার কেউ জানুক, সে একজন মহিলা চেয়েছে...যদিও সেটা ছিলো মাত্র পোস্টারের মহিলা। কিন্তু এখন বুঝতে পারি আমার ভাবনাটা ভুল ছিলো, এন্ডির উত্তেজনা এসেছিলো অন্য আরো কিছু ব্যাপার একত্রে মিলে।

ওয়ার্ডেন নরটন অবশেষে রিতা হেইওয়ার্থের পোস্টারের নিচে যে গর্তটা খোঁজে পেয়েছিলো সেটা জন্য দায়ী কে?

এন্ডির ঐকান্তিকতা আর কঠোর পরিশ্রম, হ্যাঁ-এগুলোকে আমি ছোট করে দেখছি না। কিন্তু আরো দুটো উপাদান ছিলো সমীকরণেঃ অনেক ভাগ্য আর WPA কংক্রিট।

আমার মনে হয় আপনার আমাকে লাগবে না তার ভাগ্যের কথা ব্যাখ্যা করার জন্য। WPA কংক্রিট আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। কিছু সময় আর কয়েকটা ডাক টিকিট বিনিয়োগ করেছিলাম। প্রথমে লিখেছিলাম ইউনিভার্সিটি অব মেইনের হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে পরে একজন ব্যক্তিকে যার ঠিকানা তারা আমাকে দিতে সমর্থ হয়েছিলো।

এই লোক ফোরম্যান ছিলো WPA প্রজেক্ট যেটা শশাঙ্ক ম্যাক্স সিকিউরিটি উইং নিমার্ণ করেছিলো।

যে অংশে সেলব্লক ৩,৪ এবং ৫ আছে, সে অংশটা তৈরি করা হয়েছে ১৯৩৪-৩৭ সালে। এখকার দিনে বেশি ভাগ মানুষই সিমেন্ট আর কংক্রিট কে প্রযুক্তির উন্নয়ন বলে ভাবে না যেভাবে তারা গাড়ি, রকেট এসবের কথা ভাবে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু এগুলোও। ১৮৭০ সালের আগ পর্যন্ত কোন আধুনিক সিমেন্ট ছিলো না, এবং কংক্রিটের মিশ্রণ পাউরুটি বানানোর মতো সূক্ষ্ম ব্যবসায়। আপনি এটা পেতে পারেন বেশি পানি মেশানো অবস্থায় কিংবা যথেষ্ট পরিমাণ পানি না দেওয়া অবস্থায়। আপনি পেতে পারেন বালি মেশানো হয়েছে খুব ঘন করে কিংবা খুব পাতলা করে, এবং ছোট গুড়ি পাথরের ব্যাপারেও একই কথা চলে। সেই ১৯৩৪ সালে এই জিনিসগুলো মিশানোর বিজ্ঞান এতো অত্যাধুনিক ছিলো না। সেলব্লক পাঁচের দেয়াল যথেষ্ট পরিমাণ শক্ত ছিলো, কিন্তু ঠিকভাবে শুকিয়েছিলো না। সেগুলো আসলে বেশ ভালো রকমের স্যাঁতস্যাঁতে ছিলো। এ ধরনের দেয়াল একটা দীর্ঘ সময় ভেজা থাকার পরে ঘেমে উঠে এবং কখনো কখনো পানি পরে।

এই সেলব্লক পাঁচে এসেছিলো এন্ডি ডিফ্রেন। সে ইউনিভার্সিটি অব মেইনের বিজনেস স্কুল থেকে গ্রেজুয়েট করেছে, কিন্তু সেটা করার পথে সে দুইটা অথবা তিনটা জিয়লজি কোর্স নিয়েছিলো। আসলে জিয়লজি নিয়েই সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিলো তার। তার ধর্য্যশীল আর যত্নবান প্রকৃতিকে জিয়লজি আকর্ষণ করেছিলো। পৃথিবীতে দশ হাজার বছরের বরফ যুগ ছিলো। এক মিলিয়ন বছর লেগেছে পাহাড় পবর্ত তৈরি হতে। এন্ডি আমাকে একবার বলেছিলো জিয়লজি হচ্ছে পুরোটা চাপ নিয়ে পড়া লেখা। আর সময় তো অবশ্যই।

ঐ দেয়ালগুলো নিয়ে পড়ার সময় ছিলো তার। অনেক সময় ছিলো। যখন সেলের গরাদ টেনে দিতো এবং লাইট বন্ধ করে দেওয়া হতো, সেখানে অন্য কোন কিছু ছিলো না দেখার জন্য। জেলে যারা প্রথম আসে তাদের খুব কষ্ট হয় জেলের বন্দী জীবনে মানিয়ে নিতে। এটা শোনা অস্বাভাবিক না আমাদের ছোট সুখী পরিবারের কোন নতুন সদস্য তার সেলের গরাদে আঘাত করে চিৎকার করে কাঁদছে শেষ রাত পর্যন্ত। এন্ডি এভাবে ভেঙ্গে পরেনি ১৯৪৮ সালে যখন সে শাশাঙ্কে আসে, কিন্তু তার মানে এটা বলা না যে তার ঐ অনুভূতি গুলো হয় নি। হয়তো সেও পাগল করা অনুভূতির কাছাকাছি এসেছিলো। পুরোনো জীবন চোখের পলকে উধাও হয়ে যায়, অনির্দিষ্ট দুঃস্বপ্নগুলো সামনে বিস্তৃত হতে থাকে। তাহলে সে কি করবে? সে প্রায় মরিয়া হয়ে কোন কিছু খোঁজতে শুরু করে তার অশ্রান্ত মনের মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার জন্য।

ওহ, নিজের মনকে ভিন্ন পথে ঘুরানোর অনেক উপায় আছে, এমন কি জেলখানাতেও। মনে হয় যেন মানব মনের হাজারো সম্ভাবনার দুয়ার আছে যখন কোন বিকল্পের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি আপনাকে সেই ডাস্করের এবং তার তিন বয়েসের যিশুর কথা বলেছিলাম। পয়সা সংগ্রহকারী লোকজন ছিলো, যাদের সংগ্রহ সবসময় চোরে নিয়ে যেতো। ডাক টিকিট সংগ্রহকারী লোকজনও ছিলো, একজন লোক ছিলো যার পঁয়ত্রিশটা বিভিন্ন দেশের পোস্টকার্ড ছিলো–আর

www.BanglaBook.org

একটা কথা আমাকে বলতে দিন, যদি সে আপনাকে তার পোস্টকার্ড নিয়ে কিছু করতে দেখতো তাহলে বারোটা বাজিয়ে ছাড়তো।

পাথরে আর তার সেলের দেয়ালে আগ্রহ খোঁজে পেয়েছিলো এন্ডি। যে জায়গাটায় রিতা হেইউর্থকে কিছুদিন পরে ঝুলিয়ে ছিলো সে, আমার মনে হয় সম্ভবতো তার প্রাথমিক ইচ্ছে সেখানে তার নিজের একটা স্বাক্ষর দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু ছিলো না, কিংবা হয়তো কোন কবিতার কয়েকটি লাইন লেখা। তার পরিবর্তে সে আবিস্কার করেছিলো কংক্রিট বেশ নরম। হয়তো সে স্বাক্ষর দিতে শুরু করেছিলো আর একটা বড় সিমেন্টের খন্ড খসে পরেছিলো দেয়াল থেকে। আমি তাকে কল্পনা করতে পারছি সে তার বাংকের উপরে শুয়ে কংক্রিটের টুকরাটি দিকে তাকিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। জীবনের সব সমস্যা ভুলে গিয়ে সে কংক্রিটটা দেখেছে। কয়েক মাস পরে হয়তো সে ভেবেছে এই দেয়াল থেকে কতোটা কংক্রিট সে বের করে আনতে পারে সেটা দেখা একটা মজার ব্যাপার হবে। কিন্তু আপনি ইচ্ছে হলেই দেয়াল খোঁড়তে পারেন না, যখন সাপ্তাহিক অনুসন্ধান হবে কিংবা সারপ্রাইজ চেক যেটা সাধারণতো বোজ, ড্রাগ, অশ্লীল ছবি কিংবা অস্ত্রের খোঁজে হয়ে থাকে; তখন?

আর তাই সে আমার কাছে এসেছিলো যদি আমি তাকে রিতা হেইওয়ার্থের পোস্টার সংগ্রহ করে দিতে পারি, ছোটটা না বড়টা। তার তো রক-হ্যামার ছিলোই। আমি মনে করতে পারি সেই ১৯৪৮ সালে যখন আমি তাকে ঐ যন্ত্রটা সংগ্রহ করে দেই ভেবেছিলাম ওটা দিয়ে ছয়শ বছর লাগবে দেয়ালে সুরঙ্গ খুঁড়তে। ভাবনাটা যথেষ্ট ঠিক ছিলো। কিন্তু এন্ডি যেখানটায় খোঁড়েছিলো দেয়ালটা নরম ছিলো। তারপরেও তার দুইটা রক-হ্যামার আর সাতাশ বৎসর লেগেছে তার ছোট শরীরটা গলে যাবার মতো খোঁড়তে। অবশ্য নরমেডেনের জন্য তার এক বছর সময় নষ্ট হয়েছে। আর মাত্র রাতে কাজ করতে পারতো সে, যখন প্রায় সবাই ঘুমিয়ে যেত-এমন কি গার্ড যারা রাতের শিফটে পাহারা দেয় তারাও। আমার সন্দেহ যে জিনিসটা তাকে সবচেয়ে ধীর গতির করে দিয়েছে তাহলো দেয়াল থেকে বের করে আনা কংক্রিটের টুকরো থেকে মুক্তি পাওয়া। সে শব্দ চাপা দিতে পারতো তার রক-হ্যামারের মাথায় পাথর মসৃণ করার কাপড়ের টুকরা গুলো পেঁচিয়ে, কিন্তু কি করবে কংক্রিটের গুঁড়ো আর সময়ে সময়ে বেরিয়ে আসা বড় খন্ডগুলোর? আমার মনে হয় সে অবশ্যই টুকরো গুলোকে ভেঙ্গে ধুলোর মতো গুঁড়ো করে ফেলতো এবং...আমি মনে করতে পারি তাকে রক-হ্যামার এনে দেওয়ার পরের রবিবারের কথা। তাকে শরীর চর্চার চত্বরে হাঁটাহাঁটি করতে দেখেছিলাম, তার মুখে সিস্টারদের সাথে চলমান যুদ্ধের সর্বশেষ আঘাতের ছাপ ছিলো। আমি তাকে দেখেছিলাম দাঁড়িয়ে পাথরের একটা

www.BanglaBook.org

ছোট টুকরা হাতে নিতে...এবং সেটা তার আস্তিনে লুকিয়ে ফেলতে। জামার ভিতরের অংশে হাতায় পকেট রাখা জেলখানায় একটা পুরোনো চালাকি, তাছাড়াও আস্তিনে অথবা পায়ের পাতার কাছে প্যান্টের গুটানো অংশে লুকিয়ে রাখা। আমার আরেকটা স্মৃতি আছে, বেশ ভালো করে মনে আছে, কিন্তু কখনো বুঝে উঠতে পারিনি। হয়তো একাধিক বার দেখেছি আমি। এন্ডি ডিফ্রেন শরীর চর্চার চত্বর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে গ্রীষ্মের কোন একদিন, তখন বাতাস একেবারে থমকে ছিলো, হ্যাঁ...খুব সামান্য একটা বাতাস যেটা এন্ডির পায়ের আশেপাশে বালু নিয়ে উড়ছিলো।

হয়তো তার প্যান্টে কয়েকটা চিটার ছিলো হাঁটুর নিচে। আপনি চিটারগুলো পূণ করে উদ্দ্যেশহীণ ভাবে ঘুরে বেড়ালেন শরীর চচার চত্বরে হাত পকেটে ঢুকিয়ে। যখন মনে করলেন নিরাপদ আর কেউ দেখছে না তখন পকেটে হেঁচকা টান দিলেন। চিটারের জিনিসগুলো জলপ্রপাতের মতো নেমে আসবে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় যারা শত্রু পক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো তারা সুরঙ্গ খোঁড়ার জন্য এই কৌশল ব্যবহার করেছে।

বছরে পেরিয়ে যেতে থেকেছে আর এন্ডি কাপ পরিমাণ পাথর কেটে কেটে তার দেয়ালকে শরীর চর্চার চত্বরের দিকে নিয়ে চলেছিলো। সে প্রশাসকের পর প্রশাসকের সাথে খেলেছে, এবং তারা ভেবেছিলো সে এই কাজ করে দেয় কারণ লাইব্রেরিটা চালিয়ে নিতে চায়। আমার কোন সন্দেহ নেই ওটা তার এই কাজের অংশ ছিলো, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিলো এন্ডি চেয়েছিলো সেলব্লক পাঁচের চৌদ্দ নাম্বার সেলটা এক জনের বাসস্থান রাখা। আমার সন্দেহ আছে সত্যি তার ভেঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার কোন পরিকল্পনা ছিলো কিনা, অন্তত পক্ষে একেবারে প্রথমে ছিলো না। সে সম্ভবতো অনুমান করে নিয়েছিলো দেয়ালটা দশ ফিট শক্ত কংক্রিটের, এবং যদি সে পুরোটা খোঁড়ে ছিদ্র করে ফেলতে সক্ষম হয়, এটা বের হবে শরীর চর্চা চত্বরের ত্রিশ ফিট উপরে। কিন্তু আমার মনে হয় সে এ ব্যাপারটা নিয়ে তেমন চিন্তিত ছিলো না। তার অনুমানটা এমন হতে পারে : আমি মাত্র এক ফুটের মতো আগাবো প্রত্যেক সাত বছরের মতো সময়ে ; তাহলে সত্তর বছরের মতো সময় লাগবে পুরোপুরি গর্ত খোঁড়তে; তখন আমার বয়েস দাঁড়াবে একশ সাত বছর।

এখানে, আমি যদি এন্ডি হতাম তাহলে দ্বিতীয় অনুমানটা করতাম এক সময় আমি ধরা পরে যাবো এবং আমাকে একটা সুদীর্ঘ সময় সলিটারীতে একাকী থাকার শাস্তি ভোগ করতে হবে, না বললেও চলে একটা বিরাট কালো দাগ পরবে আমার রেকর্ডে। সপ্তাহে একবার করে নিয়মিত অনুসন্ধান হবে এবং হঠাৎ করে কখনো কখনো সব উল্টে পাল্টে দেখা হবে-যেটা সাধারণতো রাতের

www.BanglaBook.org

বেলা-প্রত্যেক দ্বিতীয় সপ্তাহে কিংবা সে রকম কোন সময়ে।

সে অবশ্যই ভেবেছিলো ব্যাপারটা বেশি দূর এগুবে না। কদিন আগে হোক আর পরে কোন গার্ড রিতা হেইওয়ার্থের পেছনে উঁকি দিবে শুধু নিশ্চিত হবার জন্য এন্ডি কোন তিক্ষ্ম হাতলের চামচ অথবা কোন মারিজুয়ানা রেফার স্কচ টেপ দিয়ে দেয়ালে সেটে রেখেছে কিনা। জেলখানা একটা মারাত্মক এক ঘিয়েমির জায়গা। হয়তো এটা থেকে একটা খেলা বের করেছিলো সে, আমি কতোদূর যেতে পারি তারা খোঁজে পাওয়ার আগে? হয়তো সেই শুরুর বছরগুলোয় সে ভেবেছিলো রাতের মধ্য ভাগে হঠাৎ একটা সময় সূচীর বাইরের অনুসন্ধান যখন তার পোস্টারটা আলগা হয়তো তার জীবনে কিছুটা বৈচিত্র আনতে পারে।

আমার বিশ্বাস শুধু ভাগ্যের উপরে ভর করে তার পক্ষে পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব হতো। সাতাশ বছরের জন্য এমন কি আমার বিশ্বাস সেই প্রথম দুই বছরও-১৯৫০ সালের মে মাসের মাঝামাঝি আসা পর্যন্ত, যখন সে বাইরান হেডলিকে তার হঠাৎ উত্তরাধীকার সূত্রে পাওয়া টাকার ট্যাক্স ফাঁকি দিতে সাহায্য করে–এই কাজটাই নিয়ে গেছে তাকে। অথবা, এমন কি সেই সময়েও দূর্দান্ত সৌভাগ্যের চেয়েও বেশি কিছু তার ছিলো। তার কাছে টাকা ছিলো এবং সে সম্ভবতো প্রত্যেক সপ্তাহে কিছু তেল ঢালতো তার উপরে সদয় হওয়ার জন্য। বেশি ভাগ গার্ডই আপনাকে সাথ দিবে যদি দামটা ঠিক ঠাক হয়। পকেটে টাকা থাকলে কয়েদিরা রাখতে পারতো যৌন উত্তেজক ছবি কিংবা হাতে বানানো সিগারেট। তাছাড়া এন্ডি ছিলো একজন আদর্শ কয়েদি-শান্তশিষ্ট, ভালোভাবে কথা বলে, সম্মান করে এবং দাঙ্গা ফ্যাসাদ করে না। যারা বিপদজনক এবং ঝামেলা পাকায় তাদের সেল অন্তত ছয় মাসে একবার করে উল্টোপাল্টা করা হতো, তাদের গদি খোলা হতো, বালিশ নিয়ে গিয়ে কেটে দেখা হতো, অনুসন্ধান করা হতো টয়লেটের পাইপে।

তারপরে, ১৯৫০ সালে একজন আদর্শ কয়েদির চেয়েও বেশি কিছু পরিণত হয়েছিলো এন্ডি। ১৯৫০ সালে সে পরিণত হয়েছিলো একটা মূল্যবান পণ্যে, একজন খুনী যে ট্যাক্স রিটার্নের কাজ করে দেয়। আমি মনে করতে পারি লাইব্রেরিতে তার পেছনের ডেস্কে বসে কাজ করার সময়ের কথা, একজন প্রধান গার্ড একটা ব্যবহৃত ডিসোটো গাড়ি কিনতে চেয়েছিলো, তাকে তার লোন চুক্তি পত্রের প্যারার পর প্যারা ধর্য্য ধরে পড়ে শুনিয়েছিলো সে এবং চুক্তি পত্রের ভালো দিক আর খারাপ দিকগুলো বলেছিলো তাকে। ব্যাখ্যা করেছিলো একটা লোন নিয়েও তেমন ক্ষতি গ্রস্ত না হওয়া সম্ভব। যখন সে শেষ করেছিলো প্রধান গার্ড তার হাত সামনে বাড়িয়ে দিতে শুরু করে ছিলো। তারপর নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়েছিলো খুব দ্রুত। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়েছিলো যে কয়েদির সাথে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাজ করছে।

এন্ডি ট্যাক্স আইন আর শেয়ার বাজার নিয়ে ব্যাস্ত থেকেছে। আর তাই তার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয় নি কিছু দিন কোল্ড স্টোরেজে থাকার পরেও। লাইব্রেরির জন্য টাকা পেতে শুরু করেছিলো সে। সিসটারদের সাথে তার চলমান যুদ্ধেরও অবসান হয়েছিলো আর কেউ তার সেল তেমন নাড়াচাড়াও করে নি। তারপর একদিন অনেক দেরিতে-সম্ভবতো ১৯৬৭ সালের অক্টোবরের আশেপাশে-দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন অন্য কিছুতে বদলে গিয়েছিলো।

একরাতে যখন সে দেয়ায়ে খোঁড়তে থাকা ফোঁকরে কোমর পর্যন্ত ঢুকে আর রেকুয়েল ওয়েলচ তার নিতম্বের উপরে ঝুলছে সেসময় হঠাৎ করেই তার রক-হ্যামারের তিক্ষ্ম মাথাটা কংক্রিটের শেষ প্রান্ত ফুঁড়ে বেরিয়েছিলো। সে হয়তো কংক্রিটের টুকরোগুলো টেনে ভিতরে নিয়ে আসছিলো, কিন্তু সে শুনতে পেয়েছে কিছু সেই সরু ফাঁকা স্থান টায় পরছে, ছিটকে গিয়ে কিছু সেই খারা পাইপটায় ঠুংঠাং শব্দ করেছে। সে নাগাদ এন্ডি কি জানতো যে সে ঐ সুরু ফাঁকা জায়গাটা পর্যন্ত আসতে পারবে, না কি সে সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়েছিলো। সে নাগাদ সম্ভবতো জেলের নকশা দেখেছিলো সে অথবা দেখেনি। যদি না দেখে থাকে তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন খুব তাড়াতাড়িই ওটা দেখার একটা উপায় পেয়েছিলো সে। হঠাৎ করেই সে অনুধাবন করেছিলো, শুধু একটা খেলা খেলার পরিবর্তে সে খেলছিলো বিরাট ঝুঁকি নিয়ে...নিজের জীবন আর ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে। নিশ্চিত করে বলা যায়, এমন কি তখন পর্যন্ত সে জানতে পারেনি, কিন্তু অবশ্যই তার বেশ ভালো ধারনা হয়েছিলো কারণ প্রায় সেই সময়ে প্রথম বারের মতো আমার সাথে জিহুয়াটানিযু নিয়ে কথা বলেছিলো সে। হঠাৎ করেই শুধুমাত্র একটা খেলনার পরিবর্তে দেয়ালের সেই ফোঁকরটা তার নিয়ন্ত্রণকারীতে পরিণত হয়েছিলো-যদি সে নিচের সুয়র পাইপের কথা জানতো এবং আরো জানতো এটা নিচ দিয়ে বাইরের দেয়াল পেরিয়ে গেছে, সে জানতো, যাইহোক।

তার চাবিটা কয়েক বছর ধরেই বক্সটনে পাথরটার নিচে ছিলো। এখন তার চিন্তা করার বিষয় ছিলো কোন অতি উৎহাসী গার্ড তার পোস্টারের পিছনে তাকিয়ে পুরো ব্যাপারটা ফাঁস করে দেয় কি না কিংবা সে অন্য কোন সেলমেট পেয়ে যায় কিনা কিংবা এতো বছর পরে তাকে হঠাৎ করে অন্য সেলে বদলি করে দেওয়া হয় কিনা। তার মাথায় এই জিনিসগুলো ঘুরেছে পরবর্তী সাত বছরের জন্য। আমি বলতে পারি পৃথিবীতে বসবাস করে যাওয়া সবচেয়ে ঠান্ডা মাথার মানুষদের একজন সে। আমি সম্ভবতো পুরোপুরি পাগল হয়ে যেতাম এতো সব অনিশ্চয়তা নিয়ে বসবাস করতে, কিন্তু এন্ডি শুধুমাত্র খেলাটা খেলে গেছে। আবিষ্কৃত হয়ে যাওয়ার এই সম্ভাবনা আরো আট বছর বয়ে নিতে হয়েছে তাকে।

www.BanglaBook.org

কারণ নিজের সুবিধার জন্য সতর্কভাবে সে যতো চালই দিক না কেন তা কোন ব্যাপার না, আর জেলের একজন বসবাসকারী হিসেবে আপনার তেমন চাল দেওয়ার সুযোগও নেই...আসলে লম্বা সময় ধরে দেবতারা তার পক্ষে ছিলো ; আঠারো বছরের মতো সময়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে ব্যাপারটা আমি কল্পনা করতে পারি তাহলো যদি তাকে পেরোল প্রদান করা হতো। আপনি কল্পনা করতে পারেন? পেরোলিকে একেবারে বেরিয়ে যাওয়ার তিন দিন আগে হালকা নিরাপত্তার একটা অংশে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তার শাররিক এবং বিশেষ কর্ম দক্ষতার পরীক্ষা নেওয়া হয়। যখন সেখানে থাকে সে, পুরোপুরি ভাবে ধুয়েমুছে পরিস্কার করা হয় তার পুরোনো সেল। এদিকে পেরোলের পরিবর্তে দীর্ঘ সময় নিচের সলিটারীতে থাকলে হতো এবং আরো কিছু বাড়তি সময় উপরে...কিন্তু অন্য একটা সেলে। যদি সে ১৯৬৭ সালেই ভেঙ্গে ঐ সরু জায়গাটা পর্যন্ত গিয়ে থাকে, তাহলে কি করে সে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত না পালিয়ে থাকলো? আমি নিশ্চিত করে জানি না–কিন্তু আমি আরো কিছু ভালো অনুমান করে সামনে এগুতে পারি। প্রথমতো, সে যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি সতর্ক হয়ে গিয়েছিলো। কারণ সে যথেষ্ট পরিমাণ স্মার্ট ছিলো খুব দ্রুত চেষ্টা করে আট কিংবা আঠেরো মাসে বেরিয়ে যাবার মতো। সে অবশ্যই ফোঁকরের মুখটা অল্প অল্প করে চওড়া করে চলেছিলো। গর্ত হয়তো একটা চায়ের কাপের সমান যখন সেই বছর নিউ ইয়ার ইভে পান করেছে সে। গর্ত হয়তো ভাতের থালার মতো বড় যখন সে তার জন্ম দিনে পান করেছে ১৯৬৮ সালে। একটা পরিবেশন করার ট্রেয়ের সমান বড় যখন ১৯৬৮ সালে বেসবল মৌসুম শুরু হয়েছিলো।

এ সময়টাতে কাজটা আরো দ্রুত হওয়া উচিত ছিলো যেভাবে এগিয়েছে বলে দৃশ্যমান হচ্ছে তার চেয়ে–আমি বুঝাতে চাইছি যখন সে ফোঁকড়ের মুখটা সামান্য ভাঙ্গতে পেরেছিলো তারপর থেকে। আমার মনে হচ্ছে, পাথরের টুকরোগুলো ভেতর দিকে টেনে এনে গুড়ো করে যেভাবে সে তার সেল থেকে বের করে নিয়েছে বলে আগে আমি আপনাদের বলেছি, তার পরিবর্তে টুকরোগুলোকে সে সহজেই সেই সরু ফাঁকা জায়গাটায় পরতে দিতে পারতো। যে পরিমাণ সময় সে নিয়েছে তা থেকে আমার বিশ্বাস সে একাজ করার সাহস পায় নি। সে হয়তো ভেবেছিলো শব্দটা কারো সন্দেহের কারণ হতে পারে। কিংবা যদি সে সুয়ার পাইপের কথা জানতো, আমার বিশ্বাস সে জানতো, সে হয়তো ভয় পেয়েছিলো একটা পরে যাওয়া বড় কংক্রিটের টুকরো সেটাকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে তার পালানোর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই। ভেঙ্গে গেলে নিস্কাশন ব্যবস্থা আটকে যেতো এবং অনুসন্ধানের প্রয়োজন হতো। আর একটা অনুসন্ধান বলার প্রয়োজন হয় না পন্ড করতো সব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপরেও আমি অনুমান করতে পারি যে সময় নিক্সন দ্বিতীয় বারের মতো প্রেসিডেন্ট হলো, গর্তের মুখটা যথেষ্ট বড় হয়েছিলো একজন মানুষ একটু মোচড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতো। তাহলে সে কেন গেলো না? এখানেই আমার অনুমান হোঁচট খাচ্ছে। একটা সম্ভাবনা হতে পারে মেঝের নিচের জায়গাটায় অনেক আবর্জনা ছিলো সেটা এন্ডিকে পরিষ্কার করতে হয়েছে কিন্তু সেটা এতো সময় লাগার কারণ হতে পারে না। তাহলে কারণটা কি হতে পারে? এন্ডি ভয় পেয়েছিলো।

আমার মনে হয় এন্ডি সম্ভবতো ভয় পেয়েছিলো।

আমি আপনাদের বলেছি সেই সাথে আমি নিজেও বেশ ভালো করে জানি কিভাবে একজন মানুষ জেলের মানুষে পরিণত হয়। প্রথমে ঐ চার দেয়াল সহ্য করেতে পারবেন না। তারপর এমন হবে আপনি তাদের মেনে নিবেন। তারপর আপনার শরীর মন চেতনা এ জীবনটাকে মানিয়ে নিবে।

এই চার দেয়ালের ভিতরের জীবনকেই ভালোবাসতে শুরু করবেন। কখন খাবেন, কখন চিঠি লিখবেন, কখন ধূমপান করবেন আপনাকে বলে দেওয়া হবে। যদি আপনি লন্ড্রিতে অথবা প্লেট শপে কাজ করেন আপনাকে প্রত্যেক ঘণ্টায় পাঁচ মিনিট করে সময় দেওয়া হবে বাথরুম করার জন্য। পঁয়ত্রিশ বছর আমার সময় ছিলো ঘণ্টার পঁচিশ মিনিট পার হলে। আর পঁয়ত্রিশ বছর পরে এখন আমার কখনো প্রস্রাবের বেগ পেলে শুধু মাত্র সে সময়েই পায়। আর যদি কোন কারণে যেতে না পারি তাহলে ঘড়ির কাঁটা ত্রিশের ঘর পেরিয়ে গেলে বেগ চলে যায়।

আমার মনে হয় এন্ডি সেই বাঘের সাথে রেসলিং করছে। কতো রাত পোস্টারের নিচে জেগে কাটিয়েছে সে, যদি সে নিতে পারে তাহলে তার একটি সুযোগ আছে এটা মাথায় রেখে সেই সুয়ার লাইনের কথা ভেবেছে?

সম্ভবতো নকশা দেখে সে জেনেছিলো পাইপটা কতো বড়, কিন্তু একটা নকশা তাকে বলতে পারে না পাইপের ভেতরটা কেমন-সে কি নিশ্বাস নিতে পারবে, যদি ইঁদুরগুলো যথেষ্ট বড় হয়, না পালিয়ে তাকে মারতে আসার মতো...এবং একটা নকশা তাকে বলতে পারবে না পাইপের শেষ মাথায় কি খোঁজে পাবে সে। এখানে একটা কৌতুক হতে পারে পেরোলের থেকেও মজার: এন্ডি সুয়ার লাইন ভেঙ্গে পায়খানার তিব্র গন্ধ আর ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পাঁচশ গজ হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে দেখলো শেষ মাথায় লোহার নেট দেওয়া। হাঃ হাঃ বেশ মজার।

হয়তো এ ব্যাপারটাও এন্ডির মাথায় ছিলো। এক কথায় ধরে নেই সে কোন ভাবে পাইপের ভেতর দিয়ে গিয়ে বেরিয়ে যেতে পারলো, সে কি সাধারণ মানুষজনের মতো জামা কাপড় জোগার করতে পারবে এবং জেলের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাহারাদারদের কাছে অচিহ্নিত থেকে পালাতে পারবে? সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ধরে নিলাম সে পাইপ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, শশাঙ্ক থেকে পালালো ঘন্টা বেজে উঠার আগেই, বক্সটনে গেলো, ঠিক পাথরটি উল্টালো...এবং কিছুই পেল না নিচে? ঠিক মাঠে গিয়ে দেখলো একটা আকাশচুম্বি অ্যাপার্টমেন্ট দাঁড়িয়ে আছে অথবা কোন সুপার মার্কেটের পার্কিংলটে রূপান্তর করা হয়েছে, এতোটা নাটকীয় কিছু না হলেও এমনটা হতে পারে পাথর পছন্দ করে এমন কোন বাচ্চা সেই কাঁচের মতো চকচকে ভঙ্কানিক পাথরটা লক্ষ্য করলো, উল্টালো, ডিপোজিট বক্সের চাবিটা দেখলো আর দুটোই সাথে নিয়ে গেলো। পাথরটি স্যুভেনির হিসেবে সাজিয়ে রাখলো তার রুমে। হয়তো কোন এক বছর বসন্তে বন্যা হলো এবং চাবিটি ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। যেকোন কিছু হতে পারতো।

আমার মনে হয়-এতো আকাশ পাতাল না ভেবেও বলা যায়-এন্ডি একটা জায়গায় স্থির হয়েছিলো। আসলে, আপনি যদি বাজি না ধরেন তাহলে আপনি হারবেন না। তার হারানোর কি ছিলো? আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন। একটা হতে পারে তার লাইব্রেরি, অন্যটা হতে পারে জেলের ভেতরের শান্তির জীবন। তার নির্ঝঞ্ঝাট পরিচিতিতে কোন ভবিষ্যত পরিবর্তন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজটা করেছিলো সে, ঠিক যেমন করে আপনাকে বললাম। সে চেষ্টা করেছিলো...সে কি দুর্দান্ত ভাবে সফল হয় নি? আপনি বলুন আমাকে!

সে কি পুরোপুরি পালিয়ে যেতে পেরেছিলো? আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন। কি ঘটেছিলো যখন পাথরটা উল্টেছে সে...পাথরটা কি তখনো সেখানে ছিলো?

আমি আপনাকে এই দৃশ্যগুলো বর্ণনা করতে পারবো না, কারণ এই আশ্রিত মানুষ তখনো সেই আশ্রমে ছিলো, এবং থাকার প্রত্যাশা করছিলো আরো অনেক বছর।

গ্রীষ্মের একেবারে শেষের দিকে ১৯৭৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর, একদম নির্ভুল, আমি একটি পোস্ট কার্ড পেয়েছিলাম। সেটা পোস্ট করা হয়েছিলো ছোট শহর মেকনারী, টেক্সাস থেকে। এই শহরটা সীমান্তে আমেরিকার পাশে পরে এল প্রভেনির থেকে সরাসরি পেরিয়ে আসলে। কার্ডে মেসেজ লেখার পাশটা সম্পূর্ণ ফাঁকা ছিলো। কিন্তু আমি জানি। অন্তর থেকে এমন নিশ্চিত করে জানি যেমন করে আমরা জানি সবাই এক দিন মারা যাব।

মেকনারী হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে সীমান্ত পেরিয়েছে সে; মেকনারী, টেক্সাস।

আমি কখনো ভাবি নি কতো সময় লাগবে কিংবা কতো পাতা খরচ হবে এই কাহিনী লিখতে। পোস্টকার্ডটি পাওয়ার পরপরই লিখতে শুরু করেছিলাম। আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানে শেষ করছি ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসের ১৪ তারিখে। আমি তিনটি পেন্সিল একেবারে গুঁড়া পর্যন্ত লিখে শেষ করেছি এবং একটা পুরো কাগজের ট্যাবলেট। আমি কাগজগুলো খুব সাবধানে লুকিয়ে রেখেছিলাম...তেমন কেউ যে আমার হাতের লেখা বোঝতে পারতো তাও না।

আমার কল্পনার চেয়েও বেশি স্মৃতি জড়ো করেছি আমি। নিজের সম্পর্কে লেখা অনেকটা টলটলে নদীর জলে শুরু করে কর্দমাক্ত তলানীর দিকে গড়িয়ে যাওয়ার মতো।

ভালো কথা, নিজের সম্পর্কে লিখছো না তুমি, আমি শুনতে পাচ্ছি কেউ কেউ বলছে। তুমি লিখছো এন্ডি ডিফ্রেনকে নিয়ে। তুমি তোমার নিজের গল্পেও একটা তুচ্ছ চরিত্র ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু জানেন আসলে ব্যাপারটা তা নয়। এর প্রত্যেকটি শব্দ পুরোপুরি আমাকে নিয়ে। এন্ডি আমার অংশ তারা কখনো জোড় লাগিয়ে উঠতে পারেনি। আমার ঐ অংশটা আন্দোলিত হয়ে উঠবে যখন চূড়ান্তভাবে গেইট খোলে যাবে আমার জন্য। হেঁটে বেরিয়ে আসবো সস্তা সুট পরে বিশ ডলার পকেটে নিয়ে। আমার বাকী অংশ যতোই বৃদ্ধ, ভঙ্গুর আর ভীত হোক না কেন ঐ অংশটা আন্দোলিত হবে।

এখানে আমার মতো আরো অনেকে আছে যারা এন্ডির কথা মনে করে। তার চলে যাওয়াতে আমরা খুশী কিন্তু তারপরেও সামান্য মন খারাপ হয়। কিছু পাখি আছে যাদের খাঁচায় বন্দী করা যায় না, সেটাই আসল কথা। তাদের পালক অনেক বেশি উজ্জ্বল, গান অনেক মধুর আর উদ্দাম। তাই তাদের চলে যেতে দিবেন আপনি, অথবা যখন খাবার দিতে খাঁচা খুলবেন তারা কোনভাবে উড়ে পালাবে এবং আপনার যে অংশটা জানতো এদের বন্দী রাখাটা অন্যায় প্রথমে আনন্দিত হবে, কিন্তু যে অংশটায় আপনার বসবাস তাদের চলে যাওয়ার শূন্যতায় হা হা কার করবে।

এটাই হচ্ছে আমার গল্প। আমি খুশী যে বলতে পেরেছি, যদিও এটা কিছুটা উপসংহারহীন। শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আর এন্ডি : যদি সত্যি তুমি সেখানে থাকো যেমনটা আমার বিশ্বাস, সূর্য ডোবার পরপরই আমার জন্য তারার দিকে তাকাও, বালু কণা স্পর্শ করো তারপর পানিতে ছড়িয়ে দাও আর মুক্ত অনুভব করো।

আমি ভাবি নি আবার শুরু করবো এই লেখাটা কিন্তু এখন আরো একবার বৃথা শ্রম দিচ্ছি। পাতার ভাজ খোলে বসেছি আমার সামনের ডেস্কে। এখানে আরো তিন চার পাতা যোগ করছি, লিখছি একেবারে ব্র্যান্ড নিউ ট্যাবলেটে। কাগজের এই ট্যাবলেটা পোর্টল্যান্ড কংগ্রেস স্ট্রিটের একটি দোকান থেকে কিনেছি। সেখানে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পরেছিলাম আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেবেছিলাম শশাঙ্ক জেলের সেলে বসেই আমার কাহিনী শেষ করে করে ফেলেছি সেই ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে। এখন ১৯৭৭ সালের জুন মাসের শেষের দিক, পোর্টল্যান্ডের ব্রিউস্টার হোটেলের ছোট সস্তা একটা রুমে বসে লিখছি। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসা গাড়ি ঘোড়ার প্রচণ্ড শব্দকে মনে হচ্ছে অনেক ভীতিকর। আমি জানালার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারছি ওটায় কোন গরাদ নেই। রাতে আমার ভালো ঘুম হয় না এই রুমের বিছানাটার জন্য। এই রুমের মতো ওটাও সস্তা। সকাল সাড়ে ছ'টার দিকে ধরফর করে উঠে পরি প্রত্যেক দিন। কোথায় আছি বুঝতে পারি না আর ভয় লাগে। আমার স্বপ্নগুলো খারাপ।

মুক্ত শরতের জন্য আমার পাগল করা অনুভূতি ছিলো। অনুভূতিটা এতো তিব্র হচ্ছে যে উল্লসিত হয়ে উঠছি। আমার জীবনে কি ঘটেছে? অনুমান করতে পারছেন না আপনি? আমাকে পেরোল প্রদান করা হয়েছে। আটত্রিশ বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে শুনানি চলার পরে (এই আটত্রিশ বছরে আমার তিন জন উকিল মারা গিয়েছে) পেরোল মঞ্জুর করা হয়েছে আমাকে। মনে হয় তারা ভেবেছে আটান্ন বছর বয়সে এসে কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে আমি যথেষ্ট পরিমাণ নিরাপদ হয়েছি।

আপনি এখন যে লেখাটা পড়ছেন আমি সেটা পুড়িয়ে ফেলার খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলাম। তারা বেরিয়ে যাওয়া পেরোলিদের এতোটা সতর্কতার সাথে তল্লাশী চালায় যতোটা চালায় ভিতরে আসা নতুন কয়েদিদের উপরে। আমাকে দ্রুত ফেরত পাঠিয়ে আবারো ছয় থেকে আট বছরের জন্য অন্দরে পুরে রাখার মতো যথেষ্ট বারুদ থাকার পরেও আমার মনে অন্য কিছু ছিলো: সেই শহরের নাম যেখানে আমার বিশ্বাস এন্ডি ডিফ্রেন আছে-মেক্সিকান পুলিশ আনন্দের সাথে আমেরিকান পুলিশকে সহযোগিতা করবে তাকে পাকড়াও করতে। এতো দীর্ঘ দিন ধরে পরিশ্রম করে লেখা গল্পটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিলো না-আবার এন্ডির ক্ষতির কারণ হতেও চাইছিলাম না।

তখন আমার মনে পরলো কি করে সেই ১৯৪৮ সালে পাঁচশ ডলার ভেতরে নিয়ে এসেছিলো এন্ডি। সেই একই ভাবে তাকে নিয়ে লেখা গল্প বাইরে নিয়ে এসেছি আমি। শুধু নিরাপদে থাকার জন্য আমি সতর্কতার সাথে প্রত্যেকটি পাতা আবার লিখেছি যেগুলোতে জিহুয়াটানিয়ুর উল্লেখ আছে। শশাঙ্ককে আমার বেরিয়ে যাওয়া তল্লাশীর সময় যদি কাগজগুলো পাওয়া যেতো, আমাকে ভেতরে ফেরত পাঠিয়ে দিতো তারা...কিন্তু পুলিশরা এন্ডিকে খোঁজতো পেরুর সমুদ্রতীরবর্তী শহর ইন্ট্রুডেসে।

পেরোল কমিটি আমাকে একটি কাজ দিয়েছিলো স্টোর রুম এসিসটেন্ট

www.BanglaBook.org

হিসেবে দক্ষিণ পোর্টল্যান্ডের স্পরোস মলের বড় ফুডওয়ে মার্কেটে-যার মানে আরো একবার ব্যাগবয় হলাম আমি। সেখানে দুই ধরনের ব্যাগবয় ছিলো, আপনি জানেন ; বৃদ্ধ এবং তরুন। কেউই কোন ধরনের দিকেই তাকায় না। আপনি যদি স্পরোস মলের ফুড ওয়েতে বাজার করে থাকেন, আমি সম্ভবতো সদায়পাতি আপনার কারে নিয়ে দিয়েছি...কিন্তু অবশ্যই সেখানে বাজার করে থাকতে হবে ১৯৭৭ সালের মার্চ থেকে এপ্রিলের মাঝে, কারণ সেই সময়টাতেই ওখানে কাজ করেছি আমি। প্রথমে কোনভাবেই ভাবতে পারিনি বাইরে কাজ করতে পারবো। আমার কোন ধারনাই ছিলো না বাইরে মানুষের গতিবিধি কতো দ্রুত ; এমন কি তারা কথাও বলে দ্রুত আর জোরে।

এখন পর্যন্ত যে ব্যাপারগুলো আমাকে মানিয়ে নিতে হয়েছে তার মাঝে এটা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন। এবং এখনো একাজটা শেষ করে উঠতে পারি নি...অনেক বড় ব্যবধানে পারিনি। উদাহরণ হিসেবে মহিলাদের কথা বলা যায়। প্রায় চল্লিশ বছর আমি ভুলে ছিলাম তারা মানব জাতীর অর্ধেকটা অংশ, তারপরেই হঠাৎ করেই কাজ করেছি একটি দোকানে যেটা মহিলাতে পূর্ণ। বুড়ো মহিলা, গর্ভবতী মহিলা টি-শার্ট পরে আছে যেটায় তীর চিহ্ন নিচের দিকে নিদের্শ করছে এবং মটো ছাপা রয়েছে বেবি হিয়ার, পাতলা গড়নের মহিলার নিপলস মাথা উঁচিয়ে আছে টি-শার্টের উপর-আমি যখন ভিতরে গিয়েছিলাম তখন একজন মহিলা এরকম কিছু পরলে তাকে এ্যারেস্ট হতে হতো এবং বিচার বুদ্ধির সুস্থতার উপরে বক্তিতা শুনতে হতো-প্রত্যেক আকার আকৃতির মহিলা ছিলো। আমার জন্য আশেপাশে যাওয়া সব সময় অস্বস্তির ছিলো এবং একজন নোংরা বুড়ো হওয়ার জন্য নিজেকে অভিশাপ দিতাম। আরেক ঝামেলার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো বাথরুমে যাওয়া। যখন আমার বেগ পেত নিজেকে আবিষ্কার করতাম অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করছি বসের কাছে। জানতাম আমি বাইরের দুনিয়ায় প্রয়োজন অনুযায়ী গিয়ে কাজ সেরে আসতে পারি। কিন্তু আমার ভেতরের সত্তা এই জানার সাথে মানিয়ে উঠতে পারছিলো না চল্লিশ বছর এই কাজের জন্য গার্ডের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এবং অন্যথায় দুই দিন সলিটারীতে কাটিয়ে।

অসংখ্য কার রাস্তায়। প্রথম প্রথম আমি যখন রাস্তা পার হতাম প্রত্যেকবার মনে হতো জানটা হাতে নিয়ে পার হচ্ছি। তার চেয়েও বেশি ছিলো...সবকিছু মনে হতো অদ্ভুত আর ভীতিকর...হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন। যখন পেরোলে থাকবেন আপনার প্রায় সব প্রয়োজনই মেটানো হবে তারপরেও আমি আবার ভেতরে যাওয়ার জন্য কোন কিছু করার কথা ভাবতে শুরু করেছিলাম। আমার বলতে লজ্জা লাগছে, টাকা কিংবা ফুডওয়ে থেকে যেসব বাজারের জিনিস বহন করি সেগুলো অথবা অন্য কোন কিছু চুরি করার কথা ভাবতে শুরু

www.BanglaBook.org

করেছিলাম আমি। আবার সেখানে ফেরত যাবার জন্য যেখানের সবকিছু শান্ত এবং দৈনন্দিন জীবনের সবকিছু আমার চেনা জানা।

যদি এন্ডিকে না চিনতাম হয়তো কাজটা করতাম। কিন্তু আমি তার কথা ভেবেছি, বছরের পর বছর যাবত ধর্য্য ধরে রক-হ্যামার দিয়ে সিমেন্ট ভেঙ্গে চলেছে সে যেন মুক্ত হতে পারে। আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতাম আর এটা আমাকে লজ্জিত করতো আর তখন আবার পরিকল্পনাটা বাদ দিতাম। ওহ আপনি বলতে পারেন তার মুক্ত হওয়ার বেশি কারণ ছিলো আমি হওয়ার চেয়ে-তার একটি নতুন পরিচয় এবং অনেক টাকা ছিলো। কিন্তু সেটা প্রকৃত সত্য নয়, আপনি জানেন। কারণ সে নিশ্চিত ভাবে জানতো না যে নতুন পরিচয়টা এখনো সেখানে আছে, এবং নতুন পরিচয় ছাড়া টাকাটা সব সময়ই ধরা ছুঁয়ার বাইরে থাকতো। না, তার যা প্রয়োজন ছিলো তা হলো শুধু মুক্ত হওয়া।

অবসর সময়ে আমি বাসে করে বক্সটন গিয়ে সেখানে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছিলাম। সময়টা হচ্ছে ১৯৭৭ এর এপ্রিলের শুরুর দিকে। তখন বরফ কেবল গলতে শুরু করেছে, গরম হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে বাতাস। একটা নতুন মৌসুম শুরু করার জন্য উত্তরে আসছে বেসবল দলগুলো। যখন আমি এই ভ্রমনগুলোতে যেতাম একটা সিলভা কম্পাস আমার পকেটে রাখতাম।

বক্সটনে একটা বড় হেইফিল্ড আছে, এন্ডি বলেছিলো। সেই হেইফিল্ডের উত্তর দিকের শেষ প্রান্তে পাথরের দেওয়াল আছে, ঠিক রবার্ট ফ্রস্টের কবিতার মতো। সেই দেওয়ালের ভিত্তিমূলের কোন এক জায়গায় একটা পাথর আছে, যেটার কোন জাগতিক সম্পর্ক নেই মেইনের ঘাসের মাঠের সাথে।

কতোগুলো ঘাসের মাঠ আছে বক্সটনের মতো একটি ছোট প্রত্যন্ত শহরে? পঞ্চাশ ? একশ ? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি এর চেয়েও বেশি বলবো। যদি আপনি যোগ করেন যে মাঠগুলোতে এখন চাষ করা হচ্ছে সেগুলোতে সম্ভবতো ঘাস ছিলো, এন্ডি ভেতরে যাওয়ার সময়। আমি যদি ঠিকটা খোঁজেও পাই সম্ভবতো কখনোই জানবো না কারণ হয়তো খেয়াল করবো না কালো কাঁচের টুকরাটা। এমনো হয়ে পারে এন্ডি ওটা সাথে করে নিয়ে গেছে পকেটে ভরে। তাই আমি আপনার সাথে একমত হবো, বৃথাই খাটছি । কোন সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে। তার চেয়েও খারাপ কথা এটা পেরোলে থাকা একজন মানুষের জন্য বিপদজনক কাজ কারণ এই মাঠগুলোর কতোগুলোয় চলাচল নিষিদ্ধ চিহ্ন আঁকা আছে। আমি যেমন বলেছিলাম তারা আনন্দিত হওয়ার চেয়েও বেশি কিছু হবে আপনাকে আবার ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকাতে পারলে যদি বিশৃঙ্খল অবস্থায় পায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যখন আপনি আর সেই ব্যক্তি নন যে প্রয়োজনীয় জিনিসটা সংগ্রহ করে দিতে পারে, বরং সামান্য একজন কুলি, তখন নতুন জীবনে ভুলে থাকার জন্য একটা শখ থাকা চমৎকার ব্যাপার।

আমার শখ ছিলো এন্ডির পাথরটা খোঁজা। তাই আমি বক্সটনে যেতাম এবং রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতাম।

বেশি ভাগই সাথে সাথে বাদ দিয়ে দেওয়া যাচ্ছিলো। কোন পাথরের দেওয়াল নেই। অন্যগুলোয় পাথরের দেওয়াল ছিলো কিন্তু আমার কম্পাস বলছিলো সেগুলো ভুল দিকে মুখ করে আছে। আমি সেই ভুলগুলোর দিকেও হেঁটে যেতাম। এটা করার মধ্যে এক ধরনের স্বস্তি ছিলো। এই বাইরে ঘুরাঘুরি গুলোতে নিজেকে মুক্ত অনুভব করতাম, মনে শান্তি পেতাম। এক শনিবার একটা বৃদ্ধ কুকুর আমার সাথে হেঁটেছিলো। একদিন একটা হরিণ দেখেছিলাম আমি।

তারপর আসে ২৩শে এপ্রিল। একটি দিন, আমি ভুলবো না যদি আরো আটান্ন বছর বাঁচি। একটা চমৎকার শনিবার বিকেল ছিলো। হেঁটে গিয়েছিলাম একটি ব্রিজের উপর দিয়ে। ওটায় বসে মাছ ধরছিলো ছোট একটা ছেলে, আমাকে বলেছিলো দি ওল্ড স্মিথ রোড। আমি লাঞ্চ নিয়ে এসেছিলাম একটা বাদামি ফুডওয়ে ব্যাগে করে। খেয়েছিলাম রাস্তার পাশের একটা পাথরের উপরে বসে। যখন খাওয়া শেষ হয়েছিলো সতর্ক ভাবে খাবারের উচ্ছিষ্টগুলো মাটি চাপা দিয়েছিলাম, যে রকম বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন মারা যাবার আগে। তখন আমার বয়েস ঐ জেলে বালকটির চেয়ে বেশি ছিলো না যে আমাকে রাস্তার নাম বাতলে দিয়েছিলো। বাম দিকের একটি মাঠে এসেছিলাম বেলা দু'টোর আশেপাশে। এটার দূর প্রান্তে একটা পাথরের দেওয়াল ছিলো, মোটামুটি ভাবে উত্তর পশ্চিম দিকে চলে গেছে। আমি ওটার কাছে ফেরত গিয়েছিলাম ভেজা মাটির উপর দিয়ে প্যাঁচপেঁচ শব্দ করে হেঁটে। একটা কাঠবিড়ালি আমার দিকে খিচমিচ করেছিলো একটা ওক গাছ থেকে।

শেষের দিকে তিন চতুর্থাংশ রাস্তা পেরিয়ে পাথরটি দেখতে পেয়েছিলাম আমি। কোন ভুল নেই। কালো কাঁচ সিল্কের মত মসৃণ। একটা পাথর যার সাথে মেইনের হেইফিল্ডের কোন বৈশয়িক সম্পর্ক নেই। একটা দীর্ঘ সময় ওটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। মনে হচ্ছিলো বোধহয় কেঁদে ফেলবো, কোন অজানা কারণে। একটা কাঠবিড়ালি আমাকে অনুসরণ করেছিলো এবং তখনো দূরে অনর্থক গজগজ করে যাচ্ছিলো সেটা। পাগলের মতো ধুকধুক করছিলো আমার বুক।

যখন বুঝতে পারলাম নিজেকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছি, পাথরটার কাছে গিয়েছিলাম আমি, পায়ের উপরে ভর দিয়ে উবু হয়ে বসেছিলাম ওটার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাশে। আমার হাতকে স্পর্শ করতে দিয়েছিলাম। সত্যি ছিলো ওটা। আমি ওটা উঁচু করিনি কারণ মনে হয়েছিলো নিচে থাকবে কিছু একটা, আমি সহজেই হেঁটে চলে যেতে পারতাম নিচে কি আছে তা না খোঁজে।

আমার অবশ্যই ওটা সাথে করে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিলো না। কারণ মনে হয় নি ওটা আমার নিয়ে যাওয়ার জন্য–আমার এধরনের অনুভূতি হয়েছিলো যে মাঠ থেকে ওটা নিয়ে যাওয়া হবে একটা বাজে চুরি। না, আমি শুধু ওটা উঁচু করেছিলাম ভালো অনুভব করার জন্য, ওজন নেওয়ার জন্য এবং আমার অনুমান, ওটা যে সত্যি তা প্রমাণ করার জন্য গায়ে লাগাতে।

নিচে যা ছিলো তার দিকে আমাকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয়েছিলো। আমি দেখছিলাম, কিন্তু আমার মনের বুঝে উঠতে কিছুটা সময় লেগেছিলো। ওটা ছিলো একটা খাম, সতর্কভাবে প্লাস্টিকের প্যাকেট দিয়ে প্যাঁচানো ছিলো যেন স্যাঁতসেঁতে হয়ে না যায়। উপরে আমার নাম এন্ডির পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা ছিলো। আমি খামটি নিয়ে পাথরটি রেখে দিয়েছিলাম যেখানে এন্ডি রেখেছিলো, এবং এন্ডির বন্ধু তার আগে।

প্রিয় রেড,

যদি পড়ছো তাহলে বাইরে তুমি। কোন না কোনভাবে তুমি বাইরে। যদি তুমি এতোদূর অনুসরণ করে এসে থাকো, তাহলে হয়তো আর একটু দূর অনুসরণ করে আসতে আগ্রহী হবে। আমার মনে হয় তোমার শহরটার নাম মনে আছে, তাই না? আমি একজন ভালো মানুষকে ব্যবহার করতে পারব আমার প্রজেক্ট চালাতে সাহায্য করতে।

ইতোমধ্যে আমার নামে পান করো–এবং এটা নিয়ে ভাবো। তোমার পথ চেয়ে আছি আমি।

মনে রেখ রেড, আশা ভালো জিনিস। সম্ভবতো সবচেয়ে ভালো জিনিস আর কোন ভালো জিনিস কখনো মরে না। আমি আশায় থাকবো এই চিঠি তোমাকে খোঁজে পাবে, ভালো ভাবে পাবে।

তোমার বন্ধু, পিটার স্টিভেন্স।

আমি চিঠিটি মাঠে পড়িনি। এক ধরনের আতঙ্ক আমাকে ঘিরে ধরেছিলো, কেউ দেখে ফেলার আগেই সেখান থেকে সরে আসা দরকার ছিলো আমার। ধরা পরে যাওয়ার ভয় পাচ্ছিলাম। আমার রুমে ফিরে গিয়ে সেখানে পড়েছিলাম।

খাম খোলে চিঠি পড়ে বাহুর উপরে মাথা রেখে কেঁদেছিলাম আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিঠির সাথে ছিলো বিশটি নতুন পঞ্চাশ ডলারের বিল।

এখানে আমি ব্রিওয়েস্টের হোটেলে আছি, কৌশলে দেখলে আবার আইনের চোখে একজন পলাতক–পেরোল লঙ্ঘন করা আমার অপরাধ। কেউ রাস্তা আটকে একজন ক্রিমিনালকে ধরতে যাবে না এই অপরাধে জন্য। মনে হয়–আমি ভাবছিলাম এখন কি করা উচিত আমার।

আমার এই পান্ডলিপিটি আছে। একটা ছোট লাগেজ আছে প্রায় ডাক্তারের ব্যাগের সাইজের যেটায় আমার সবকিছু ধরে। উনিশটা পঞ্চাশ, চারটি দশ, একটি পাঁচ, তিনটি এক এবং বিবিধ মানের কিছু খুচরা পয়সা আছে আমার কাছে। আমি একটি পঞ্চাশ ডলার ভেঙ্গেছি এই কাগজের টেবলেট আর সিগারেট কেনার জন্য।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম আমার কি করা উচিত।

কিন্তু সত্যি বলতে ভাববার কোন অবকাশ নেই। আমার কাছে সব সময়ই পছন্দ করবার মাত্র দুইটি সুযোগ ছিলো। বাঁচার জন্য ব্যস্ত হউ কিংবা মরার জন্য।

প্রথমে আমি আবারো ব্যাগে রাখবো এই পান্ডলিপিটা। তারপর এটার বকলেস লাগিয়ে কোট আঁকড়ে নিচে নামব এবং হিসেবপত্র চুকাবো এই সরাইখানার। তারপর আমি হেঁটে আবাসিক এলাকার দিকের একটা বারে গিয়ে সেই পাঁচ ডলার বারটেন্ডারের সামনে রাখে দিতে বলবো দুই সর্ট নির্জলা জেক ডেনিয়েল–একটা আমার জন্য এবং একটা এন্ডি ডিফ্রেনের জন্য।

এক আধটা বিয়ার বাদে এগুলোই হবে আমার প্রথম ডিংক একজন মুক্ত মানুষ হিসেবে পান করছি, সেই ১৯৩৮ সালের পর থেকে।

তারপর আমি বারটেন্ডারকে এক ডলার বখশিশ দিয়ে সদয় ধন্যবাদ জানাবো। বার থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে স্পিং স্ট্রটের গ্রেহাউন্ড টার্মিনালে এসে এল পাসোর বাস টিকিট কিনবো। যখন আমি এল পাসো পৌছাবো ম্যাকনারী যাবার টিকিট কিনবো আর যখন ম্যাকনারী পৌছাবো মনে হয় আমার মতো বুড়োর পক্ষে স্রোতে ভেসে সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকোতে ঢুকে পরার একটা উপায় খোঁজে বের করার সুযোগ পাব।

নিশ্চয়ই নামটা মনে আছে আমার। জিহুয়াটানিয়ু। এ ধরনের একটি নাম ভুলে যাবার জন্য অনেক সুন্দর। বুঝতে পারছিলাম আমি উত্তেজিত, এতো উত্তেজিত যে একটি পেন্সিল আমার কাঁপতে থাকা হাতে ধরে রাখতে কষ্ট হবে। আমার মনে হয় এ ধরনের উত্তেজনা কেবল মাত্র একজন মুক্ত মানুষই অনুভব করতে পারে, একজন মুক্ত মানুষ একটি দীর্ঘ যাত্রার শুরু করছে যার উপসংহার অনিশ্চিত।

www.BanglaBook.org

আশা করি এন্ডি সেখানে থাকবে।

আশা করি আমি সীমান্ত পেরিয়ে সেখানে যেতে পারবো।

আশা করি আমার বন্ধুকে দেখবো, তার সাথে হাত মেলাব।

আশা করি প্রশান্ত মহাসাগর ততোটাই নীল থাকবে যতোটা আমার স্বপ্নে ছিলো।

আশা করি।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG